THE

# FANT TREATMENT.

SECOND PART.

# শিশুপালন

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীশিবচন্দ্র দেবকর্ত্তৃক

সংগৃহীত।

কলিকাতা।

সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দা [illegible]।

মূল্য ॥৶০ আনা মাত্র।

# PREFACE.

About 5 years ago, I published a Treatise in Bengali on the *physiological* treatment of Infants, being a compilation from Dr. Andrew Combe's "Treatise on the Physiological and Moral Management of Infancy." In the preface to that publication, I intimated my intention of writing a separate book on the *moral* management of children, which I regret having been unable to carry out till now, owing to the press of official duties.

I need scarcely state that the moral government of children is the most difficult part of infant education, and to make its principles intelligible to the common reader requires greater powers of illustration and command of language, than I possess.—I have however done my best in the compilation of this little work, and I trust my short-comings will be treated with indulgence.

The first three chapters of this book have been compiled from Dr. Andrew Combe's work above referred to, the fourth from Pestalozzi's "Letters on Early Education," and the last two Chapters from Chambers' "Infant Treatment."

The directions contained in this volume refer to the intellectual and moral training of children up to two or three years of age. For the education of older children, a more extended course of instruction is necessary, which is not embraced in this little treatise.

SHIB CHUNDER DEB.

# ভূমিকা।

প্রায় পাঁচ বৎসর অতীত হইল শ্রীযুক্ত ডাক্তর এণ্ড্রু কোম্ব কৃত "ফিজিওলজিকেল এণ্ড মরেল্ মেনেজ্মেন্ট্ আব্ ইন্ফেন্সি" গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়া শিশুপালন নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত হয়; তাহাতে শিশুদিগের দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে; এবং ঐ পুস্তকের ভূমিকায় শিশুর নীতিশিক্ষা বিষয়ে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিবার অঙ্গীকারও করা গিয়াছিল। এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞা পালন জন্য প্রথমোক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ স্বরূপ এই পুস্তক প্রচার করা যাইতেছে। এতৎকার্য্যে যে অধিক বিলম্ব হইয়াছে তাহা ক্ষোভের বিষয় বটে কিন্তু রাজকীয় কর্ম্মের গুরু ভারই সেই বিলম্বের মূল কারণ।

শিশুর শারীরিক স্বাস্থ্যসম্পাদন অপেক্ষা তাহাকে জ্ঞান ও নীতিশিক্ষা করান যে গুরুতর কার্য্য ইহা বলা বাহুল্য; এবং ঐ কার্য্যের যথার্থ তাৎপর্য্য সাধারণের বোধগম্য করিতে সমধিক বর্ণনশক্তি ও ভাষাশক্তির প্রয়ো-

জন, যাহাতে আমার বিশেষ অধিকার নাই। কিন্তু এই পুস্তকখানি প্রস্তুত করিতে যথাসাধ্য পরিশ্রমের ত্রুটি করা হয় নাই, ভরসা করি সহৃদয় পাঠকগণ কৃপাবলোকনে মদীয় রচনাগত দোষ পরিহার পূর্ব্বক উৎসাহ প্রদান করিবেন।

এই পুস্তকের প্রথম তিন অধ্যায় ডাক্তর এণ্ড্রু কোম্ব সাহেবের উল্লিখিত গ্রন্থ হইতে, চতুর্থ অধ্যায় পেষ্টা-লোজাইযের শিশুশিক্ষাবিষয়ক পত্রিকা হইতে এবং শেষ দুই অধ্যায় চেম্বর্সের "ইন্‌ফেন্ট ট্রিট্‌মেন্ট" নামক পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

দুই বা তিন বর্ষের শিশুকে যে রূপে জ্ঞান ও নীতি-শিক্ষা করান কর্ত্তব্য তাহারই বিবরণ এতদ্‌গ্রন্থে লিখিত হইল। কিঞ্চিৎ অধিকবয়স্ক বালকদিগের শিক্ষার্থ বাহুল্য উপদেশের আবশ্যক, তাহা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বিবৃত হওয়া সম্ভাবিত নহে।

শ্রীশিবচন্দ্র দেব

# নির্ঘণ্ট

## প্রথম অধ্যায়।

### শৈশবকালের নীতিশিক্ষা কিরূপ ও তাহার তাৎপর্য্যই বা কি।

পৃষ্ঠা।



## দ্বিতীয় অধ্যায়।

### শিশুর মানসিক প্রকৃতি।

## তৃতীয় অধ্যায়

শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি ও নীতিশিক্ষা বিষয়ক মন্তব্য কথা।

## চতুর্থ অধ্যায়।

শিশুশিক্ষার বীজ।

## পঞ্চম অধ্যায়।

### বুদ্ধিবৃত্তির শিক্ষা।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

### নীতিশিক্ষাপ্রণালী।

# শিশুপালন।

## দ্বিতীয় ভাগ।

### প্রথম অধ্যায়।

শৈশবকালের নীতিশিক্ষা কিরূপ, ও তাহার তাৎপর্য্যই বা কি।

শিশু সন্তানকে কি রূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিলে তাহার শারীরিক সুস্থতা উৎপাদন হয় তাহার বিবরণ এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে লিখিত হইয়াছে; এক্ষণে, শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিষয়ে যে প্রকার শিক্ষা দিলে শুভ ফল দর্শে তাহার বিবরণ লিখিত হইতেছে।

মানবপ্রকৃতির কিঞ্চিন্মাত্র পর্য্যালোচনা করিলেই, স্পষ্ট রূপে বিদিত হইবে যে মনুষ্য বলিলে শরীর ও মন এই উভয় বিশিষ্ট জীব বুঝা যায়। শরীর ও মন এই উভয়ের পরস্পর এরূপ নৈকট্য সম্বন্ধ যে একের অসুস্থতা হইলে অপরের স্বাস্থ্য ভঙ্গ

হয়। যদি শরীর অসুস্থ হয় তাহা হইলে মানসিক কার্য্য সম্যক্‌রূপে নির্ব্বাহ হয় না, এবং মনের অস্বচ্ছন্দতা হইলে শরীরও সুস্থ থাকে না। আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে কোন ব্যক্তি শারীরিক পীড়িত হইলে কোন বিষয়ের যথার্থ বিবেচনা করিয়া উঠিতে পারে না। সেইরূপ কাহারও মন অত্যন্ত ব্যাকুল বা চিন্তিত হইলে শরীর এরূপ অবসন্ন হয় যে হস্তপদাদির ক্রিয়া পর্য্যন্তও রহিত হইয়া যায়। অতএব যাহাতে আমাদিগের শরীর ও মন উভয় সুস্থ ও সবল থাকে তাহা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, যে হেতু তদ্ব্যতিরেকে আমরা জগদীশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে সমর্থ হই না।

যে শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা শরীর সুস্থ থাকে ও মনোবৃত্তি* সকল যথা নিয়মে পরিচালিত হইয়া তাহার স্ফূর্ত্তি জন্মে তাহাই উৎকৃষ্ট; আর যে শিক্ষা দ্বারা কেবল মনোবৃত্তির চালনা অথবা কেবল শারীরিক নিয়ম পালন হয় তাহাকে অসম্পূর্ণ বা অসমীচীন শিক্ষা অবশ্য বলিতে হইবেক। এক্ষণে কলিকাতা নগরের [illegible] বিদ্যামন্দিরে যেরূপ শিক্ষাপ্রণালী

---

* মনের, [illegible] ক্ষমা, ভক্তি, দয়া; [illegible] ইত্যাদি।

প্রচলিত আছে তাহাতে কেবল কতকগুলি বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা হইয়া থাকে, কিন্তু উপচিকীর্ষাদি উৎকৃষ্ট বৃত্তি ও ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুশীলন অথবা শারীরিক নিয়ম সংরক্ষণ না হওয়াতে, উল্লিখিত বিদ্যালয় সমূহের বালকগণ কৃতবিদ্য হইয়াও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির অনভ্যাস হেতু অনেকে দুশ্চরিত্র হইয়া থাকে এবং উক্ত শিক্ষা দ্বারা যে যৎকিঞ্চিৎ শুভ ফল দর্শে শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন জনিত অসুস্থতা হেতু তাহাও স্থায়ী হয় না; কেননা যে সকল ছাত্র অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন হয় তাহারা প্রায় মানসিক পরিশ্রমের আতিশয্য ও শারীরিক নিয়মের অপালন হেতু অচিরাৎ কালগ্রাসে পতিত অথবা চিররোগী হইয়া থাকে।

শৈশবাবধি যেরূপ অভ্যাস দ্বারা মনুষ্যের মানসিক ও শারীরিক প্রকৃতির পরিবর্ত্ত হয় সেই সংস্কার চিরকালের নিমিত্ত তাহার শুভাশুভের হেতু হইয়া উঠে। যদিও সামান্যতঃ সন্তানের ৫।৬ বৎসর বয়স না হইলে তাহাকে কোন নিয়মিত শিক্ষা দেওয়া যায় না, কিন্তু যথার্থতঃ সে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহার শিক্ষা আরব্ধ হয়, অর্থাৎ সে আজন্ম যে সকল বিষয় দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে সেই সকল কর্ত্তৃক তাহার

ভাবী শারীরিক ও মানসিক অবস্থার সূত্রপাত হয়। যে ক্ষণ হইতে শিশু আপন প্রয়োজন প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেক, ও প্রয়োজনীয় বস্তু প্রাপ্তিতে অভ্যস্ত করিতে পারিবেক, এবং শরীরের স্বচ্ছন্দতা তাহার লালন পালনের গুণাগুণে বৃদ্ধি বা হ্রাস হইতে দেখা যাইবেক, সেই ক্ষণ হইতেই তাহার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির শিক্ষা আরম্ভ হইবেক, এবং যাবৎ সে জীবিত থাকিবেক তাবৎ তাহার প্রকৃতির উপর ঐ শিক্ষার ফল দর্শিতে থাকিবেক।

অতএব জননী যদি এই গুরুতর বিষয় সর্ব্বদা মনে রাখিয়া প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে আপন সন্তানকে শিক্ষা দিতে যত্ন করেন তাহা হইলে তিনি এই পুরস্কার লাভ করিবেন যে ঐ সন্তান ক্রমাগত সুখ ও স্বচ্ছন্দতা ভোগ করিতে থাকিবেক। আর মাতা [illegible] কার্য্য করিলে শিশুর বিবেক শক্তি* কেন বাক্ শক্তি হইবারও পূর্ব্বে অনেক অনিষ্ট ঘটিতে পারে। অনেক স্ত্রীলোক অত্যন্ত বাৎসল্য ভাব বশতঃ সন্তানকে অতিগর্হিত কার্য্য করিতে দেখিলেও তাহাকে শাসন না করিয়া এই কথা বলিয়া থাকেন যে "এ অতি শিশু, এখনও ইহার

*কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিবেচনা

কোন ক্ষতি হয় নাই, বড় হইলে দোষ নিবারণ করা যাইবেক। ” কিন্তু ইহা তাঁহাদের নিতান্ত ভ্রম, কারণ শিশুরা বিবেচনাদ্বারা কোন কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয় না, কেবল পিতা মাতা বা রক্ষকগণের যথোচিত স্নেহের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। ইহাতে যদি সন্তানের বুদ্ধিবৃত্তির স্ফূর্ত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে নীতি শিক্ষা করাইতে ক্ষান্ত থাকা যায়, তাহা হইলে সে কাল পর্য্যন্ত অপরিমিত আদর দ্বারা তাহার ক্রোধাদি নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল এরূপ প্রবল ও দৃঢ় হইবেক যে পশ্চাৎ তাহাকে সে দোষ হইতে নিবৃত্ত করা দুঃসাধ্য।

শিশু প্রথমাবস্থায় মাতার সম্পূর্ণ অধীন থাকে, ইহাতে সে এক প্রকার স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার দ্বারা বুঝিতে পারে যে ঐ অধীনতার উপর তাহার জীবন-রক্ষা ও সমস্ত কুশল নিতান্ত নির্ভর করিতেছে, যে হেতু শিশু নিজে ক্ষমতাবিহীন সুতরাং যে ব্যক্তি তাহাকে স্নেহ করে এবং তাহার দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হয় সে ব্যক্তির আজ্ঞা প্রতিপালনে সর্ব্বদা সম্মত হয় কখন আপত্তি বা অনিচ্ছা প্রকাশ করেনা। এই হেতু যদি কখন কোন বালককে স্বীয় মাতার আজ্ঞা সর্ব্বদা অমান্য বা লঙ্ঘন করিতে

দেখা যায়, তখন নিশ্চয় জানা যায় যে ঐ শিশু হয় ত দৈহিক কোন ক্লেশ ভোগ করিতেছে, অথবা জননীর ব্যবহারে কোন বিরক্ত হইয়াছে। এই কালে শিশু সর্ব্বদা খিট্‌খিটিয়া ও অসন্তুষ্ট থাকিলে অবশ্য কোন না কোন বিষয়ে তাহার যথার্থ ক্লেশ হইয়াছে বোধ করিতে হইবেক, এবং যাহাতে সেই কষ্ট অবিলম্বে দূরীকৃত হয় তাহার চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য, কেননা ঐ অনিষ্ট এক বার প্রকৃতিস্থ হইলে তাহাকে অন্তর্হিত করা দুঃসাধ্য হইবেক।

যখন সন্তানের বুদ্ধিবৃত্তি সম্যক্ রূপে স্ফুরিত হওয়ার অনেকপূর্ব্বে দয়া, ক্রোধ, স্নেহ ইত্যাদি নানা প্রকার আন্তরিক ভাবের উদয় হওয়া জানা যাই[illegible] তখন তাহার বিবেকশক্তি জন্মিবার প্রতীক্ষা [illegible] ঐ সকল ভাবকে যথা নিয়মে রক্ষা করা পিতা মাতার পক্ষে অতীব কর্ত্তব্য তাহার সংশয় নাই; কেননা ঐ কালের মধ্যে শিশুর স্বভাব যে কিরূপ হইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। যদি শিশু সৎসঙ্গে বাস করে তাহা হইলে তাহার নীতিশিক্ষা যথানিয়মে না হইলেও বড় হানি হয় না। কিন্তু যদি সে উপযুক্ত রক্ষকের অধীনে না থাকে, এবং কুস্বভাব, স্বার্থপর, ও দুশ্চরিত্র [illegible] বালক

দের সহবাসে থাকে তাহা হইলে শিশুর শারীরিক স্বাস্থ্য ও চরিত্রের পক্ষে এত দোষ জন্মিতে পারে যে পশ্চাৎ দীর্ঘকাল তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিলেও কৃতকার্য্য হওয়া সন্দেহস্থল। ফলতঃ এই সময় মাতার কর্ত্তৃত্বে নিয়ত থাকা প্রযুক্ত তাঁহার দৃষ্টান্ত দ্বারা বালকের স্বভাব যেমন উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট হয় অন্য কোন কারণে সেরূপ হইতে পারেনা।

শিশুকে লালন পালন করিবার বিষয়ে যত ভ্রম দেখা যায় তাহার মধ্যে দুইটী প্রধান। প্রথম এই যে শিশুকে নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী করা অর্থাৎ তাহার মনে যখন যে কামনার উদয় হয় তখন তাহাই অবারিত রূপে ও অবিরত পূর্ব্বক চরিতার্থ করিতে দেওয়া; দ্বিতীয় ভ্রম প্রথমের বিপরীত, অর্থাৎ শিশুকে কিঞ্চিন্মাত্র স্বাধীনতা না দিয়া মাতার স্বভাব, ইচ্ছা ও বিবেচনা অনুসারে তাহাকে কার্য্য করান এবং অতি যৎসামান্য বিষয়েও তাহাকে এমত কঠিন নিয়মের অধীনে রাখা যদ্দারা তাহার সুখ ও স্বচ্ছন্দতা এককালে বিনষ্ট হয়। প্রথম প্রকার আচরণ দ্বারা শিশু নিতান্ত অবাধ্য হইয়া উঠে, আর দ্বিতীয় দ্বারা সে স্বেচ্ছামত কার্য্য করিতে

বিরক্ত ভাষা পাওয়ায় এককালে সাহসহীন হইয়া দুঃখ ও বিরক্তিতে কালক্ষেপণ করে। উক্ত দুই দোষ ভিন্ন আর একটী দোষ এই যে কোন কোন ভীত ও চিন্তাকুল স্ত্রী যে কোন ব্যক্তি বাটীতে আইসে তাহারই পরামর্শ গ্রহণ ও তদনুসারে শিশুর প্রতি ব্যবহার করেন। ঐ সকল ব্যক্তির মতের পরস্পর বিভিন্নতা প্রযুক্ত শিশুর লালন পালন অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া তাহার শারীরিক ও মানসিক কুশলের নিতান্ত ব্যাঘাত জন্মে। অতএব এমত অবস্থায় মাতার কর্ত্তব্য যে আপন সন্তানের প্রকৃতির ভাব বিলক্ষণ রূপে অবগত হইয়া তদনুযায়ী কর্ম্ম করেন এবং তদ্বিপরীত যে কোন পরামর্শ শুনিতে পান তাহা এক কালে অগ্রাহ্য করেন।

[illegible] কি শৈশবকালে কি যৌবনাবস্থায় মানবপ্রকৃতির ধর্ম্মই এই যে যদি কোন বিষয় দ্বারা শরীর ও মন পরস্পর অবিরোধে বিবিধ প্রকারে চালিত হয়, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট সুখানুভব হইয়া থাকে। যেমন [illegible] দ্বারা মাংসপেশীর চালনা করিলে অথবা সুস্বর গান বাদ্য শুনিলে আমাদের মন পুলকিত হয়। আর শরীর ও মন নিষ্কর্ম্মা ও

নিশ্চল থাকিলে সুখবোধ হয় না। অতএব শরীর ও মনের উল্লাসযুক্ত চঞ্চলতা ও জড়বৎ নিষ্ক্রিয়া এ দুয়ের পরস্পর বিপরীত ভাব, যে হেতু একের সঙ্গে সঙ্গে আন্তরিক সুখ বোধ হয়, অপরের দ্বারা বিষণ্ণতা, নিরানন্দ ও নিরক্তি জন্মে। অধিকন্তু আমাদের উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সকলের পরিচালনা হইলে পরম পবিত্র সুখ লাভ হয়, আর নিকৃষ্ট-বৃত্তিনিচয় উত্তেজিত হইয়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির অজ্ঞাতে অথবা উহাদিগকে অতিক্রম করিয়া কার্য্য করিলে অপকৃষ্ট ও অত্যল্প সুখ ভোগ হইয়া থাকে এবং ইহাতে যে কিঞ্চিৎ ক্ষণিক সুখ প্রাপ্ত ওয়াযায় তাহাও পশ্চাৎ মনের গ্লানি ও অনুতাপ দ্বারা নষ্ট হইয়াযায়।

উপরি লিখিত বিবরণ দ্বারা শিশু সন্তানের স্বাস্থ্য সুখোৎপাদনার্থ কার্য্য করিবার তিনটী উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যা ইতেছে। প্রথমতঃ শিশু দৈহিক ও মানসিক সমস্ত কার্য্য উপযুক্ত মতে ও যথা নিয়মে অভ্যাস করিতে পারে তাহার উপায় করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ উক্ত বিধি অনুসারে কার্য্য করিবার কালে আমাদের সাবধান হইতে হইবেক যেন শারীরিক মানসিক পরিশ্রম এত অধিক না হয় যে

অথবা তাহার মনোবৃত্তি সকলের [illegible] বা অব-সাদ [illegible] পারে। তৃতীয়তঃ সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহের [illegible] অস্মাদিগকে যে সকল নিকৃষ্ট-বৃত্তি দিয়াছেন, যদিও শিশুকে ঐ সকল বৃত্তি যথোচিত রূপে [illegible] করিতে দেওয়া আবশ্যক, তথাচ ঐ সকল নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির উপদেশ-বিরুদ্ধ হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ নিবারণ করা কর্ত্তব্য।

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে যে শিশুকে অত্যন্ত আদর দিলে উক্ত তিনটী উৎকৃষ্ট নিয়মেরই লঙ্ঘন করা হয়। শিশুকে অধিক আদর দিলে তাহার যে সকল নিকৃষ্টবৃত্তি প্রবল থাকে তাহারই অধিক চালনা হইয়া আরো দৃঢ়তা জন্মে এবং কোন কোন উৎকৃষ্টবৃত্তি সম্যক্ রূপে চরিতার্থ হইতে পায় না সুতরাং তদ্দ্বারা প্রথম নিয়ম ভঙ্গ হইল। যদিও অপরিমিত স্নেহ দ্বারা দ্বিতীয় নিয়ম লঙ্ঘিত হইবার অধিক আশঙ্কা নাই, তথাপি যে বালক উৎকৃষ্টভাব তাহাকে স্বেচ্ছাচারী হইতে দিলে সে [illegible] এত অতি-নিয়ম [illegible] অভ্যাস[illegible] * [illegible]

* শরীরব্যাপী শুক্লবর্ণ সূক্ষ্মশিরা বিশেষ। বাহ্য বস্তু ইন্দ্রিয়-গোচর হইলে ইহা তদ্বিষয় মস্তিষ্কমধ্যে প্রেরণ করা এবং মস্তিষ্কে

দশা প্রাপ্ত হইয়া মনের অবসাদ জন্মাইবে। ইহা-তেও দ্বিতীয় নিয়মের ব্যতিক্রম হইল। আর যখন বিবেক ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপদেশ অবহেলনা করিলে কোন নিকৃষ্টবৃত্তির অপরিমিত তৃপ্তি জন্মান যায় না, তখন অসঙ্গত আদর দ্বারা তৃতীয় নিয়মের যে ভঙ্গ হইবে তাহার আর সংশয় নাই।

সেই প্রকার অতি সামান্য সামান্য বিষয়ে যদি শিশুকে অতিশয় তাড়না বা শাসন করা যায় তাহা-তেও উল্লিখিত নিয়মত্রয়ের অতিক্রম হয়। পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে যে শিশুর মনোবৃত্তি নিচয়ের সহিত যে সকল বাহ্য বস্তুর স্বাভাবিক সম্বন্ধ অর্থাৎ অনু-রোধ আছে সেই সকল বস্তু দ্বারা তাহার চিত্তাকর্ষণ হইলেই সে সুখানুভব করে এবং যাহাতে সে ঐ সুখ হইতে বঞ্চিত না হয় তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু মাতার প্রবৃত্তি, ইচ্ছা ও মতের সহিত শিশুর মনোবৃত্তির এত ঐক্য কখন হইতে পারে না যে মাতার আনন্দকর বিষয়ে সন্তানেরও আহ্লাদ জন্মিবে ও জননীর অতুষ্টিকর বিষয়ে তাহারও বিরক্তি হইবে। বোধ কর মাতা শিশুর আহ্লাদ

---

কোন [illegible]র উদয় হইলে তাহা কর্ম্মেন্দ্রিয়দিগকে অবগত করা-[illegible]

জন্মান অবশ্য কর্ত্তব্য, কেননা তাহা করিলে শিশুর যত মঙ্গল ও সুখোৎপাদন হইবেক তত আর কিছুতেই হইবেক না। এবিষয়ে ইতর জন্তু হইতে এক উৎকৃষ্ট উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিড়ালশাবক স্বয়ং স্বাধীনরূপে ক্রীড়া করিয়া আপন মাংসপেশীর শক্তি, স্বাভাবিক সংস্কার ও গুণ সকল ক্রমে ক্রমে স্ফুরিত ও বর্দ্ধিত করিতে থাকে। কিন্তু যখন শাবক উক্ত প্রকার ক্রীড়া করে তখন তাহার রক্ষার্থ তাহার মাতা প্রহরী স্বরূপে নিকটে থাকে, এবং যদিও শাবককে নড়িতে চড়িতে ও খেলা করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়, তথাচ কোন বিপদ উপস্থিত দেখিলে তৎক্ষণাৎ আপন কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ করে। এরূপ না করিয়া যদি ঐ বিড়াল স্বীয় শাবক কি প্রকারে ক্রীড়া করিবে এবং কখন্ ঐ ক্রীড়া আরম্ভ কখনই বা শেষ করিবে তাহার এক দৃঢ় নিয়ম করিয়া দেয়, তাহা হইলে উভয়ের পরস্পর স্বাভাবিক স্নেহ ও মনের ঐক্য এককালে নষ্ট হইবেক, সন্দেহ নাই। বিড়ালের বিবেকশক্তি নাই কিন্তু সে একপ্রকার স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার দ্বারা শাবককে স্বেচ্ছামত ক্রীড়া করিতে দেয়। যদিও ক্রীড়াতে আপনি নির্লিপ্ত থাকে তথাচ তাহাকে

এই কার্য্য এ প্রকারে নির্ব্বাহ করিতে হইবেক যেন শিশু স্বাভাবিক সংস্কার দ্বারা বুঝিতে পারে যে কেবল স্নেহ বশতঃ তাহাকে স্বীয় অভিমত কার্য্য করিতে দেওয়া গেলনা। আর সে সেই বিষয়ের নিমিত্ত বিনতি ও আগ্রহ প্রকাশ করিলেও তাহার সেই অভিলাষ পূর্ণ করিতে দেওয়া উচিত নহে। এরূপ করিলে সন্তান শীঘ্র বশ্য হইবেক সন্দেহ নাই। পিতা মাতা যদি বালকের প্রতি আপনাদের প্রভুত্ব কঠিন ও অনিশ্চিতরূপে প্রকাশ করেন এবং তাহাতে বিবেচনা ও স্নেহের সংস্রব না থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের আচরণ শিশুর পক্ষে অত্যন্ত কঠোর ও মন্দ বোধ হইবেক। সন্তানের বয়স দুই তিন মাস হইলেই সে অকপট ও উপযুক্ত স্নেহ বুঝিতে ও তাহার গুণ গ্রহণ করিতে পারে, এবং স্বেচ্ছা পূর্ব্বক ঐ স্নেহের বশীভূত হয়। অতএব যখন যুক্তিবিরুদ্ধ অত্যন্ত আদর দ্বারা শিশু স্বার্থপর, অসঙ্গতাভিলাষী ও অসন্তুষ্ট হয়, তখন তাহা পিতা মাতার দোষবশতঃ হইয়া থাকে অবশ্য বলিতে হইবে।

শৈশবাবস্থায় যে যে বিষয়ে সুখোৎপত্তি হয় তাহার বিবরণ লেখা গেল, তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি

হইবে যে শিশুর ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তি সকলের প্রকৃত অবস্থা বিবেচনা করিয়া, যাহাতে সে স্বাস্থ্য-জনক ও যথোপযুক্ত চালনা করিতে পায় তাহার সুবিধা করিয়া দেওয়া, এবং সে আপনাকে আমোদিত করিবার চেষ্টা পাইলে তাহাতে কোন ব্যাঘাত না জন্মাইয়া বরং উৎসাহ দেওয়া উচিত। পুত্তলবাজির পুতুলের ন্যায় শিশুকে স্বেচ্ছামত কার্য্য করাইতে পারিলেও তাহাতে কোন উপকার নাই, কেননা যে বালক ঐ রূপে শিক্ষিত হয়, অর্থাৎ আপন ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তি সকল স্বাধীন রূপে পরিচালিত করিতে না পায়, এবং আত্মরক্ষা ও অভিলষিত কার্য্যসাধন জন্য স্বীয় সাবধানতা ও পরিণামদর্শিতার উপর কিঞ্চিন্মাত্র নির্ভর না করিয়া কেবল পরের সাহায্য অবলম্বন করিতে শিখে; সে বালক যদিও আপাততঃ অপর স্বেচ্ছাচারী সমবয়স্ক বালকের ন্যায় অবাধ্য ও অধীর না হউক কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার সর্ব্ব কার্য্যে মানসিক দুর্ব্বলতা ও সন্দিগ্ধচিত্ততা প্রকাশ হইবে; আর যে শিশু প্রথম হইতে পিতা মাতার একান্ত আজ্ঞার অধীন না হইয়া তাঁহাদের কর্তৃত্ব ও শাসনে থাকিয়া আপনার বুদ্ধি খাটাইয়া কার্য্য করিতে

শিখে, সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সকল কার্য্যে সত্বরতা ও বীর্য্য প্রকাশ করে।

উক্ত দুই শিক্ষাপ্রণালীর বিভিন্নতা অবগত না থাকা প্রযুক্ত অনেকে বিবেচনা করেন যে শিশুকে অন্যের আন্তরিক ভাব ও বুদ্ধি অনুসারে যন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করিতে শিখাইলে যে ফল, তাহাকে আপন মনোবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা স্বয়ং স্বাধীন রূপে কার্য্য করিতে দিলেও সেই ফল দর্শে। কিন্তু যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কিঞ্চিৎ কাল বালকদের মনোগত ভাবের প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, তিনি উক্ত দুই প্রণালীর মধ্যে কোনটি উত্তম তাহা অনায়াসে নিশ্চয় করিতে পারেন। আমরা সামান্য বুদ্ধি সংস্কারেও জানিতে পারিতেছি যে যদি শিশুকে নিজ উদ্যোগ দ্বারা সুখ ও সন্তোষ লাভ করিতে না দেওয়া যায়, এবং অযুক্ত স্নেহ বশতঃ সর্ব্বদা সতর্ক ও চিন্তাযুক্ত থাকিয়া শিশুর প্রত্যেক বাসনা ও আন্তরিক ভাব কেবল অনুমান দ্বারা স্থির করিয়া তাহার প্রীতি সাধনের চেষ্টা করা যায়, এবং যে বিষয়ে তাহার মন ধাবিত হয় তাহা হইতে বিরত রাখিয়া আমাদের মতানুযায়ী হিতকর বিষয়ে নিযুক্ত

করা যায়; তাহা হইতে শিশু আপন স্বাভাবিক প্রয়োজন ও বাসনা অনুসারে স্বকীয় চেষ্টা দ্বারা কার্য্য সাধন করিয়া যে শ্রেষ্ঠ সুখ প্রাপ্ত করিতে পারে তাহা হইতে তাহাকে এক কালে বঞ্চিত করা হয়। বিশেষতঃ যে প্রকার মানসিক পরিশ্রম দ্বারা সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি ও আত্মিক ভাবের সুন্দর স্ফূর্ত্তি ও উৎকর্ষ উৎপাদন হয় তাহারও সম্পূর্ণ ব্যাঘাত জন্মে। আর দেখ শিশুরা কাহাকে কোন কর্ম্ম করিতে দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা স্বয়ং করিতে ব্যগ্র হয়, সুতরাং স্বয়ং কার্য্য করা তাহাদের স্বাভাবিক সংস্কার। এজন্য তাহাদের শিক্ষা বিষয়ে উক্ত সংস্কারের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা যুক্তিসিদ্ধ ও আবশ্যক।

যত দূর পর্য্যন্ত হইতে পারে শিশুর শিক্ষা বিষয়ে তাহাকেই কর্ত্তা করা আবশ্যক; ইহাতে যদিও কখন কখন তাহার কিঞ্চিৎ দুঃখোৎপত্তি হয় তাহাও ভাল তথাচ তাহার হইয়া সকল কার্য্য করা ভাল নহে; কেননা শিশু যদি নিজ মাতার সমীক্ষণে সর্ব্বদা কার্য্য করিতে শিখে, তাহা হইলে এই এক দোষ জন্মে যে যখনই সে জননীর দৃষ্টির বহির্ভূত হয়, তখনই হানিজনক কর্ম্মে প্রবৃত্ত অথবা বিভ্রান্ত

হইয়া যায়। যে বালক সর্ব্বদা অন্যের ইচ্ছানুবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করে সে নিজ বুদ্ধি সহকারে কখন কার্য্য করিতে পারে না। বিশেষতঃ এরূপ শিক্ষায় শিশু যত পরিপক্ক হইবে তত তাহার মনের ভাব দুয়ের এক প্রকার হইবে, অর্থাৎ হয়ত নিতান্ত পরবশতা হেতু তাহার মন দুর্ব্বল হইবে নতুবা স্বেচ্ছামত কার্য্য করিবার ক্রমিক বাধা পাওয়াতে একবারে হতোৎসাহ হইয়া অবাধ্য হইয়া উঠিবে।

অতএব শিশুকে নীতি শিক্ষা করাইতে হইলে পিতা মাতার কর্ত্তব্য যে যাহাতে তাহার সমস্ত মনোবৃত্তি যথোচিত রূপে প্রকাশ পায় তাহার চেষ্টা করেন, যেহেতু ঐ সকলের কার্য্য যথানিয়মে ও ঐক্যভাবে সম্পন্ন হইলেই সন্তান ভবিষ্যতে সচ্চরিত্র, কর্ম্মক্ষম ও সুখী হইবেক। এই উদ্দেশ্য সম্পাদন জন্য শিশুকে পরের সাহায্যের উপর নিতান্ত নির্ভর করিতে না দিয়া প্রথম হইতে আপনার প্রয়োজনীয় বিষয় আপনি লাভ করিতে পারে এরূপ শিখান উচিত; কেন না তাহা হইলে সে স্বয়ং কার্য্য করিতে ও স্বকীয় বুদ্ধি অনুসারে চলিতে সমর্থ হইবেক। আমাদের এমত অভিপ্রায় নহে যে ভাল বা মন্দ হউক, উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত সময়ে হউক,

শিশুর কোন কল্পিত বাসনার উদয় হইলেই তাহা পূর্ণ করিতে হইবেক, আমাদের এই উদ্দেশ্য যে এখন হইতে সন্তানকে পিতা মাতার আজ্ঞাপালন ও অনুচিত বাসনা দমন করিতে শিখান কর্ত্তব্য। ফলতঃ শিশু কোন বস্তু চাহিলে রূঢ়ভাবে তাহা দিতে অস্বীকার না করিয়া, তাহার বাসনা ও প্রবৃত্তি সকলকে ক্রমে ক্রমে ও স্নেহ সহকারে সুপথগামী করিতে হইবেক। এই শিক্ষাকার্য্য সুসম্পাদন জন্য শিশুর মানসিক প্রকৃতির বিষয় সম্যক্ অবগত হওয়া আবশ্যক, অতএব তাহার বিবরণ পরে লেখা যাইতেছে।

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

### শিশুর মানসিক প্রকৃতি।

কিঞ্চিৎ অধিক বয়সে মনুষ্যের যে সকল ইন্দ্রিয়, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হয়, শিশুর মানসক্ষেত্রে ঐ সমুদায়ের বীজ অঙ্কুরিত হইতে দেখা যায়; অর্থাৎ যৌবনাবস্থায় যে সকল

চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বুভুক্ষাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, উপমিতি প্রভৃতি বুদ্ধিবৃত্তি, ও উপচিকীর্ষাদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়, শৈশব কালেও সেই সকল বর্ত্তমান থাকে, কেবল কোন কোন মনোবৃত্তি শীঘ্র ও কোন কোন বৃত্তি বিলম্বে স্ফুরিত হয়, এইমাত্র বিশেষ। যদিও জন্মকালে শিশুর সমস্ত বাহ্যেন্দ্রিয় বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইলে পর দুই এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত শিশুর কোন বিষয়েরই স্পষ্ট বোধ থাকে না। তৎকালে তাহার চক্ষে আলোক লাগিলে, কিম্বা কর্ণে বায়ু স্পন্দিত হইলে অথবা নাসিকারন্ধ্রে গন্ধরেণু প্রবেশ করিলে কিঞ্চিন্মাত্র উপলব্ধি হয় না। ঐ সকল বিষয় দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ অতিশয় উত্তেজিত হইলে শিশু শিহরিয়া উঠে এবং অসুখের চিহ্ন স্পষ্ট রূপে প্রকাশ করে। উক্ত কালে শিশুর কেবল একটি কার্য্যের উদ্দেশ্য স্পষ্ট রূপে বুঝা যায়, অর্থাৎ ক্ষুধা পাইলে মাতৃস্তন অন্বেষণে মুখ ফিরায়, এবং তাহা প্রাপ্তিমাত্র পান করে। এই কার্য্যও স্বাভাবিক সংস্কার দ্বারা করিয়া থাকে, তাহাতে বুদ্ধির কোন সংস্রব থাকে না। দুই এক সপ্তাহ পরে যে দিক হইতে আলোক আইসে সেই দিকে চক্ষুঃ ফিরায়, এবং হঠাৎ কোন শব্দ শুনিলে চমকিয়া

[illegible] ক্রমে ক্রমে ঐ সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্যবস্তুর স্পষ্ট জ্ঞান শিশুর মনে উদিত হইতে থাকে। [illegible]তঃ কতিপয় বৎসর অতীত না হইলে ইন্দ্রিয় সকল সম্পূর্ণরূপে সবল ও কার্য্যোপযুক্ত হয় না। এ বিষয়ে মানবপ্রকৃতির সহিত বহুবিধ ইতর জন্তুর বিশেষ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, কেননা ঐ সকল জন্তুর শাবক ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র স্পষ্ট রূপে দেখিতে ও শুনিতে পায় এবং স্ব স্ব স্বাভাবিক খাদ্য, শস্য বা কীট ইত্যাদি, অনায়াসে চিনিয়া লইতে পারে, এবং তৎকালে যে প্রকার অভ্রান্ত ভাবে স্থিতি কার্য্য ও গতিবিধি করে, যাবজ্জীবন সেই প্রকার করিয়া থাকে।

এই আশ্চর্য্য বৈলক্ষণ্যের কারণানুসন্ধান করিলে অনায়াসে জানিতে পারা যায়, ঐ সকল জীব জন্মিবামাত্র যে ইন্দ্রিয়নিচয়ের কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়, সেই সকল ইন্দ্রিয় তৎকালে পরিপক্ক ও পূর্ণাবস্থ থাকে। আর মনুষ্যের জন্মকালে যে সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য অত্যন্ত অপূর্ণ দেখা যায়, সেই সেই ইন্দ্রিয়ের গঠনও তৎকালে অতি[illegible] অপরিপক্ক থাকে। ক্রমে ঐ সকল ইন্দ্রিয় [illegible] ও স্ব স্ব উপযোগী বিষয়ে সঞ্চালিত হইয়া, [illegible] তাহাদের কার্য্য সহজে ও সতেজে [illegible] হইতে থাকে।

অতএব ইন্দ্রিয় সকলের কার্য্য শিক্ষা ও তাহার উৎকর্ষ সম্পাদন জন্য দুইটি বিষয়ে মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র যন্ত্র, সুতরাং এক ইন্দ্রিয় অপর ইন্দ্রিয়ের অগ্রে স্ফুরিত ও পরিচালিত হইতে পারে; যথা শ্রবণেন্দ্রিয়ের অগ্রে দর্শনেন্দ্রিয়, ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অগ্রে রসনেন্দ্রিয়ের স্ফূর্ত্তি হয়। দ্বিতীয়তঃ যখন যে ইন্দ্রিয়ের স্ফূর্ত্তি সম্পাদন করা আবশ্যক বোধ হইবে তখন সেই ইন্দ্রিয়ের উপযুক্ত বিষয় তন্নিকটে উপস্থিত করা বিধেয়। যথা, দর্শন শক্তির উৎকৃষ্টতা সম্পাদন করিবার মানস হইলে চক্ষুর প্রকৃতি ও কোমলতা অনুসারে আলোক ও উপযুক্ত বস্তু তৎসমীপে উপস্থিত করা কর্ত্তব্য। নচেৎ চক্ষুতে অতিপ্রখর আলোক লাগিলে, কিম্বা একবারে আলোক রহিত করিলে অবশ্য দর্শনেন্দ্রিয়ের হানি হইবেক। সেই প্রকার শ্রবণেন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধন জন্য কর্ণের উপযুক্ত শব্দ শিশুকে শুনাইতে হইবেক; তাহা না করিয়া যদি কর্ণের নিকট হইতে শব্দ একবারে দুরীকৃত করা হয়, কিম্বা কর্ণের গঠন পরিপক্ব না হইতেই তন্নিকটে কোন উৎকট বা আকস্মিক শব্দ হইতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে

শ্রবণেন্দ্রিয়ের নিশ্চয় হানি বা নাশ হইবেক। উল্লিখিত নিয়ম ঘ্রাণেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের পক্ষেও সমভাবে খাটে। কোন কোন অসভ্যজাতীয় মনুষ্য শ্রবণ, দর্শন ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের যথা নিয়মে সঞ্চালন দ্বারা এমত তীক্ষ্ণতা উৎপাদন করিয়া থাকে, যে তদ্বিষয়ের প্রামাণিক বৃত্তান্ত না থাকিলে কদাচ বিশ্বাসের যোগ্য হইত না।

উল্লিখিত অসভ্য মনুষ্যদিগের ইন্দ্রিয়কার্য্যে অসাধারণ নৈপুণ্য জন্মিবার নিগূঢ় কারণ, এই যে তাহারা অতি শৈশবকাল হইতে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে তদুপযুক্ত বিষয়ে যথানিয়মে পরিচালিত করে, এবং যাবৎ সেই ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা সম্পাদন না হয়, তাবৎ পুনঃ পুনঃ ও মনোযোগ পূর্ব্বক তাহার অভ্যাস করে। আর বিবেচনা করিয়া দেখ, কোন শব্দ হইবামাত্র আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় উত্তেজিত হইয়া ঐ শব্দ মনোমধ্যে প্রতিভাত হয়, ও কোন বস্তু হইতে আলোক আসিয়া চক্ষে লাগিলেই সেই বস্তুর রূপ দর্শন হয়, এবং গন্ধে পরিপূরিত বায়ু বহিলে নাসিকা দ্বারা ঐ গন্ধের উপলব্ধি হয়। কিন্তু ঐ সকল কার্য্য আমাদিগের ইচ্ছার অপেক্ষা করেনা, অর্থাৎ উক্ত ইন্দ্রিয় কার্য্য করিতে আমাদের

ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য বিষয় উপস্থিত হইলেই সেই ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য হইবে। যদি ইন্দ্রিয় সকলকে স্ব স্ব উপভোগ্য বিষয় হইতে একবারে বিরত করা যায়, তাহা হইলে তাহারা উপযুক্ত চালনার অভাবে নিস্তেজ ও ক্ষীণ হইয়া যাইবে। সুতরাং তদ্দ্বারা বাহ্যবস্তু সকলের সূক্ষ্ম জ্ঞান কদাচ হইবে না। ফলতঃ শিশু স্বয়ং স্বাভাবিক সংস্কার দ্বারা অতিশীঘ্রই উক্ত নিয়মানুযায়ী কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ স্বীয় দর্শনেন্দ্রিয়ের পরিচালনার্থ উজ্জ্বল বস্তু ও বর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে, ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের অভ্যাস জন্য নানাপ্রকার শব্দ শুনিতে, এবং ত্বগিন্দ্রিয়ের শিক্ষার্থ সন্নিকটস্থ বস্তু হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরীক্ষা করিতে বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করে। শিশু ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা জন্য তাদৃক্ চেষ্টা করে না, তাহার কারণ এই যে শৈশব কালে নাসিকা অতিক্ষুদ্র ও ঘ্রাণকার্য্যের অনুপযুক্ত থাকে। উক্তপ্রকার ইন্দ্রিয় চালনার যথার্থ তাৎপর্য্য ও শুভ ফলে অনবধানতা হেতু অনেক ব্যক্তি শিশুকে ঘরের মধ্যে শব্দ করিতে, নিজ স্বরাভ্যাস করিতে অর্থাৎ চেঁচাইতে, অথবা পরীক্ষা ও সন্তোষার্থ কোন বস্তু হস্তে

গ্রহণ করিতে দেখিলে, বিরক্তি জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাহাকে বল পূর্ব্বক নিস্তব্ধ ও স্থির করেন। কিন্তু শিশু যে স্বয়ং অতি আবশ্যক কার্য্য করিতেছিল এবং ঐ কার্য্য যথা নিয়মে সম্পন্ন হইলে যে তাহার বিশেষ উপকার হইত, তাহা বিবেচনা না করিয়া শিশুকে অতিগর্হিত কর্ম্মের দোষীর ন্যায় বোধ করেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অনেক বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্ ব্যক্তিও বাহেন্দ্রিয়ের প্রতি অতিশয় উপেক্ষা প্রকাশ করেন। ইন্দ্রিয় সকল মনোরূপ আগারের দ্বারস্বরূপ, তাঁহারা তাহাদের উৎকর্ষ সাধনে ও সংরক্ষণে কিছুমাত্র যত্ন করেন না। জন্মকালে শিশুর চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি যে অতিশয় কোমল থাকে, তাহা বিবেচনা না করিয়া শিশুকে দিবসের প্রখর আলোকে আনিতে, এবং তাহার কর্ণের নিকটে উৎকট শব্দ করিতে দেন; ইহাতে কোন কোন স্থলে দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয় একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। আর ঐ সকল ইন্দ্রিয়কে উহাদের স্ফূর্ত্তি ও অবস্থা অনুসারে ক্রমে ক্রমে যথা নিয়মে সঞ্চালিত করাইলে, শিশু যে আবশ্যক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে তাঁহারা কোন

—— কোন্সম্পন্ন।

শৈশবকালাবধি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল সুশিক্ষিত হইলে উহাদের তীক্ষ্ণতা কতদূর পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ অনেক অসভ্য জাতীয় ও কোন কোন সভ্যজাতীয় লোকের মধ্যেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। অসভ্য মনুষ্যেরা বাল্যকালাবধি অভ্যাস দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়কার্য্যে এমন সুনিপুণ হয়, যে তাহারা পদশব্দ শুনিয়া কোন শত্রু বা হিংস্রজন্তুর গতি অনুভব করিতে পারে; এবং সেই শত্রু কোন্ পথ দিয়া গমন করিয়াছে তাহাও উহার পদচিহ্ন দ্বারা স্থির করিতে পারে। সেইরূপ মেষপালক বহুসংখ্যক মেষযূথমধ্যে প্রত্যেক মেষকে বিশেষ রূপে চিনিতে পারে। কিন্তু ঐ প্রকার দর্শনকার্য্যে অনভ্যস্ত ব্যক্তি সমস্ত মেষকে একাকার জ্ঞানে মেষবিশেষকে চিনিতে সমর্থ হয় না। অপিচ অনেক বুদ্ধিমান্ ও চতুর অন্ধ সতত ও নিয়মিত অভ্যাস দ্বারা স্ব স্ব স্পর্শেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের এরূপ তীক্ষ্ণতা উৎপাদন করে, যে তাহারা স্পর্শ দ্বারা বস্ত্রে পাতলা ও ঘন রঙ্গের প্রভেদ করিতে, এবং কৃত্রিম ও অকৃত্রিম উভয় প্রকার মুদ্রা একত্রিত থাকিলে তাহার মধ্যে কোনটি কৃত্রিম ও কোনটি অকৃত্রিম তাহাও নিশ্চয় করিয়া

বলিতে পারে। একদর্শী ব্যক্তিদিগেরও এরূপ অনুভবশক্তি লক্ষিত হইয়া থাকে। আর অন্ধদিগের শ্রবণেন্দ্রিয় যে অতিশয় তীক্ষ্ণ হয়, এবং তাহারা যে শব্দের তারতম্য যথার্থ রূপে, জানিতে পারে, তাহা সর্ব্বসাধারণ লোকমণ্ডলীতে প্রসিদ্ধ আছে।

পরমেশ্বর আমাদের উপকারের নিমিত্ত ইন্দ্রিয় সকল দিয়াছেন, এবং উহাদিগকে নানা বিষয়ে চালনার যোগ্য করিয়াছেন। ঐ সকল ইন্দ্রিয় না থাকিলে আমরা সাংসারিক সুখ হইতে একবারে বঞ্চিত হইতাম। অতএব শৈশবাবস্থায় যখন ঐ ইন্দ্রিয়গণ কোমল থাকে, এবং অভ্যাস দ্বারা অতি সহজে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তখন যাহাতে তাহাদের কোন বিঘ্ন না জন্মে, এবং উৎকর্ষ সম্পাদন হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। অনেক ধনী লোকের সন্তানেরা খর্ব্ব-দর্শী হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাঁহারা দূরের বস্তু ভাল রূপে দেখিতে পান না; ইহার এক কারণ এই যে ঐ বালকেরা বিদ্যামন্দিরে অথবা নিজগৃহমধ্যে সর্ব্বদা বদ্ধ থাকেন। চক্ষু অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ন্যায় যখন যে অবস্থায় থাকে, তদনুসারে উপযুক্ত শক্তি প্রকাশ করে। এই হেতু নাবিক বা মৃগয়াকারীরা

দূরবর্ত্তী ও নিকটবর্ত্তী সর্ব্বপ্রকার বস্তু দর্শন করিয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের যথোপযুক্ত তীক্ষ্ণতা সম্পাদন করে। কিন্তু যে বালক বালিকারা সর্ব্বদা গৃহপিঞ্জরে বদ্ধ থাকে, তাহাদের কেবল নিকটস্থ বস্তু দেখিবার অভ্যাস হয়, সুতরাং তাহারা দূরবর্ত্তী বস্তু স্পষ্ট রূপে দেখিতে পায় না। উক্ত দোষ প্রকৃতির দোষেও ঘটিয়া থাকে, কিন্তু কেবল নিকটস্থ পদার্থ দৃষ্টি করিলে যে ঐ দোষ প্রবল হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ে আর অধিক লেখা অনাবশ্যক। এস্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে, যে ইন্দ্রিয়ের যে পরিমাণে স্বাস্থ্য ও পরিপক্কতা ঘটিবেক, সেই পরিমাণে তাহার উপভোগ্য বিষয়ে তাহাকে সঞ্চালিত করিলে যথেষ্ট উপকার দর্শিবেক; আর সেরূপ না করিয়া কখন অত্যন্ত ও কখন অত্যল্প চালনা করিলে ইন্দ্রিয়ের দোষ অথবা নাশ ঘটিবার সম্ভাবনা।

এক্ষণে অন্তরিন্দ্রিয় অর্থাৎ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকলের বিবরণ লেখা যাইতেছে। বাহ্যেন্দ্রিয়ের শিক্ষা বিষয়ে যে যে নিয়ম লেখা গিয়াছে অন্তরিন্দ্রিয়ের শাসন পক্ষেও সেই সমুদায়

নিয়ম অবিকল সংযোজ্য। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পক্ষে চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকাদি যেমন উপযোগী, অন্তরিন্দ্রিয়ের পক্ষে মস্তিষ্ক সেইরূপ। কিন্তু জন্মকালে মস্তিষ্ক এমত অসম্পূর্ণ ও ক্ষীণ অবস্থায় থাকে, যে তদ্দ্বারা কোন মানসিক কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এই হেতু তৎকালে শিশুর শারীরিক বেদনা ও আহারের বাঞ্ছা এই দুটি ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের বোধ হইতে দেখা যায় না। সুতরাং কেবল নিদ্রা অর্থাৎ মনের নিশ্চল অবস্থায় তাহার সমুদায় কাল হরণ হয়। তখন শিশুর চক্ষুঃ শ্রোত্রাদির ন্যায় মস্তিষ্ক অতিশয় কোমল থাকে, অতি সহজে বিকৃত হইতে পারে এবং একবার বিকৃত হইলে সেই দোষ স্থায়ী হইয়া যাবজ্জীবন মানসিক কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার ব্যাঘাত জন্মে, অর্থাৎ মানসিক জড়তা বা দুর্ব্বলতা ঘটে।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে পর কিছু দিন তাহার মন ও মস্তিষ্কের অবস্থা এইরূপ থাকে, পরে ক্রমে ক্রমে মনের চাঞ্চল্যের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। তখন স্বাভাবিক সংস্কার দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি ভিন্ন অন্য সুখেরও অভিলাষী হয়, অর্থাৎ আপন মুখভঙ্গি ও ঈষদ্ধাস্য দ্বারা আন্তরিক ভাব প্রকাশ করে,

অথচ যে কারণে ঐ ভাবের উদয় হইল তাহার স্বরূপ বুঝিতে পারে না। শিশু অত্যল্প বয়সেই যে ঐ প্রকার অঙ্গভঙ্গি করে তাহা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অথবা স্বীয় বিজ্ঞতার কার্য্য কদাচ বলা যাইতে পারে না, উহাকে কেবল আন্তরিক ভাবোদয়ের চিহ্ন স্বরূপ জ্ঞান করিতে হইবেক। ফ্রান্সদেশীয় কোন বিদ্যাবতী স্ত্রী * তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে শিশুর ছয় সপ্তাহ বয়স হইলে যদিও সেপর্য্যন্ত সে কাহাকেও চিনে না, এবং বাহ্যবস্তুর স্পষ্ট জ্ঞান অভাবে কোন দ্রব্য গ্রহণ বা পরিত্যাগ করিতে চায় না, তথাচ সেই কাল হইতে মনুষ্যের মুখভঙ্গি দ্বারা মনোগত ভাব বুঝিতে পারে। যদিও তখন কোন ভৌতিক পদার্থ দ্বারা তাহার চিত্তাকর্ষণ না হউক, তথাচ অন্য ব্যক্তি তাহার প্রতি যেভাব প্রকাশ করে, তাহারও মনে সেই ভাবের উদয় হইতে আরম্ভ হয়। যথা; শিশুকে প্রসন্ন ভাবে দৃষ্টি কিম্বা স্নেহযুক্ত বাক্য কহিলে তৎক্ষণাৎ তাহার বদনে হাস্যোৎপত্তি হইয়া সুখজনক ভাব দ্বারা শরীর পুলকিত হয়, এবং আমরাও ঐ ভাব দেখিয়া আনন্দিত হই। অতএব আমাদের মুখভঙ্গিবিশেষ যে আন্তরিক স্নেহের

* মাদাম, নেকার দে, সসিওর।

লক্ষণ ইহা তাহাকে কে শিখাইল ? আর সে তখন আপন মুখশ্রী অবগত নহে, সুতরাং অন্যের আন্তরিক ভাবের ন্যায় তাহার অন্তঃকরণে ভাবোদয় না হইলে তাহার সেরূপ মুখভঙ্গি কেন হইবে। আর যদি কেহ তাহার শয্যার নিকটে যাইয়া স্নেহভাব প্রকাশ করেন এবং তিনি তাহার জননী বা ধাত্রী না হন, বরং তিনি তাহার বিশ্রাম ভঙ্গ অথবা তাহার পীড়া শান্তি জন্য কোন অসুখজনক কার্য্য করিতে গিয়াছেন, তথাচ তিনি স্নেহ পূর্ব্বক হাস্য করিলে সেও তাঁহার প্রতি তদনুরূপ ভাব প্রকাশ করে।

উপরে লিখিত বিবরণ দ্বারা শৈশবাবস্থার নিগূঢ় তত্ত্ব এবং শিশুমনের যথার্থ শিক্ষা প্রদর্শিত হইল। বাহ্যেন্দ্রিয়ের ন্যায় অন্তরিন্দ্রিয় সকলও পৃথক্ এবং তাহাদিগের কার্য্যও স্বতন্ত্র। যেমন আলোক কণা নেত্রে পতিত হইবামাত্র দর্শনেন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়, সেইরূপ অন্তরিন্দ্রিয়ের মধ্যে যে কোন ইন্দ্রিয় সম্যক্ রূপে স্ফুরিত হইয়াছে, তাহার উপভোগ্য বিষয় উপস্থিত করিলেই সেই ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য জন্মিবেক। অল্পবয়স্ক শিশুর প্রতি যে প্রকার প্রবৃত্তিজনক ক্রিয়া প্রয়োগ করা যাইবে সেই প্রকার ভাব তাহার মনে উদয় হইবেক। উদাহরণ স্থলে কোন বালিকা

দ্রব্য না পাইয়া বিরক্ত হইলে যদি তাহাকে সান্ত্বনা করিবার বাসনা হয়, তবে তাহাকে ধীরে ধীরে সোহাগ করিলে কিম্বা স্নেহান্বিত স্বরে গান শুনাইলে, সে তৎক্ষণাৎ শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করে। শিশুকে চঞ্চল করিবার মানস হইলে তাহার নিকট প্রফুল্ল ও উৎসাহজনক অঙ্গভঙ্গি ও স্বরচালনা করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবেক। যদি দৈবাৎ শিশুর সমক্ষে ধাত্রী ও অপর কোন ব্যক্তি উভয়ে বিবাদ করিয়া পরস্পর উদ্ধত বাক্যে কথোপকথন করে, তাহা হইলে শিশু নিজে তিরস্কৃত হইতেছে বোধ করিয়া ব্যাকুল চিত্তে তৎক্ষণাৎ কাঁদিয়া উঠে। কিন্তু যদি স্নেহশীলা এবং মৃদুস্বভাবা জননী শিশুর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে নিদ্রিত বোধে মধুর স্বরে ধাত্রীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে শিশু তৎক্ষণাৎ জাগরিত হইয়া শান্ত ও হাস্য বদনে মাতার স্নেহাভিলাষী হইয়া চতুর্দিক্ অবলোকন করিতে থাকে। আর যদি কুৎসিত, উগ্রস্বভাব, বিকটমূর্ত্তি পুরুষ হঠাৎ শিশুর সম্মুখে উপস্থিত হয়, তবে সে তদ্দণ্ডে ভয়ে চীৎকার করতঃ মাতাকে জড়িয়া ধরিবেক।

যদি পিতা মাতা মানব শরীরের গঠন ও নিয়ম

অবগত থাকেন, এবং যদি সে কেবল শারীরিক ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা কার্য্য করে ও যাবজ্জীবন তাহাদের কর্তত্বার অধীনে থাকে ইহাও জানিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা উপরি লিখিত বাক্য নিচয়ের যথার্থ তাৎপর্য্য ও আবশ্যকতা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। উদাহরণ; চক্ষু ভিন্ন অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য বস্তু দর্শন করিতে পারা যায় না, এবং অত্যন্ত প্রখর বা অত্যন্ত অল্প আলোক দ্বারা চক্ষুর দোষ জন্মিলে কোন দ্রব্য আর পরিষ্কার রূপে দেখিতে পাওয়া যায় না। সেইরূপ কেবল কর্ণ দ্বারা শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু যখন ঐ কর্ণ অত্যন্ত উৎকট নাদ দ্বারা অথবা তাহার যথোচিত চালনার অভাবে বিকৃত হইয়া যায়, তখন আর তদ্দ্বারা শব্দ শুনা যায় না, কিম্বা শব্দের প্রভেদ বুঝিতে পারা যায় না। আর যদি চক্ষু ও কর্ণ তাহাদের প্রাকৃতিক অবস্থা অনুসারে উপযুক্তমতে ও যথানিয়মে চালিত হয়, তাহা হইলে তাহারা তীক্ষ্ণ ও সবল হইবে, এবং, আমাদের ইচ্ছামতে কার্য্য করিতে তৎপর হইবে; যে হেতু পরিচালনা দ্বারা ইন্দ্রিয়ের দৃঢ়তা ও স্ফূর্ত্তি জন্মে। আন্তরিক ভাব ও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধেও সেই প্রকার

নিয়মের অধীন। যথা, শিশুর মনে দয়া ও স্নেহের ভাব উদিত ও সম্বর্দ্ধিত করিতে হইলে, তাহার ও তাহার সম্মুখস্থিত ব্যক্তি সকলের প্রতি সর্ব্বদা স্নেহ ও দয়া প্রকাশ করিতে হইবেক; কেনন, যেমন আলোক দ্বারা দর্শনেন্দ্রিয় ও শব্দ দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়, সেইরূপ স্নেহ ও দয়ার কার্য্য দর্শনে তদনুরূপ ভাবের উদয় হয়। সেই হেতু শিশুর সম্মুখে শোক, অসন্তোষ অথবা রোষ প্রকাশ করিলে তাহার মনে স্নেহ বা দয়ার সঞ্চার কখন হয় না, প্রত্যুত উল্লিখিত মন্দ ভাবেরই উদয় হয়, এবং অভ্যাস দ্বারা ক্রমে ক্রমে ঐ গর্হিত ভাবই বদ্ধমূল হইয়া যায়।

অতএব শিশুকে নীতি শিক্ষা করাইতে হইলে কেবল বাক্য দ্বারা সদুপদেশ দিলে আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি না; আমাদের আচরণ দ্বারা ঐ উপদেশের দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করাইতে হইবেক, এবং যে সকল বিষয় দ্বারা উৎকৃষ্ট বৃত্তির উত্তেজনা হয় সেই সকল বিষয় তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবেক। যথা "লোকের প্রতি দয়া কর" এই উপদেশ দিলেই সে দয়াবান্ হইবে এমত নহে, কিন্তু যদি তাহার সম্মুখে কোন দয়ার কার্য্য করি,

অথবা কোন দয়ার পাত্র অন্ধ বা আতুর ব্যক্তিকে উপস্থিত করি, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার অন্তঃকরণে দয়ার সঞ্চার হইবেক, তাহার কোন সংশয় নাই। যেমন আমাদের চক্ষুতে আলো লাগিবামাত্র দর্শন ও কর্ণকুহরে শব্দ প্রবেশ করিবামাত্র শ্রবণ হইবেক, তাহাতে আমাদের ইচ্ছার অপেক্ষা করেনা, সেই রূপ কোন মানসিক বৃত্তির উপভোগ্য বিষয় উপস্থিত হইলেই সেই বৃত্তির চাঞ্চল্য অবশ্য জন্মিবেক।

শ্রীযুক্ত ডাক্তর এণ্ড্রু কোম সাহেবের যে গ্রন্থ হইতে এই পুস্তক সংগৃহীত হইল তাহাতে শেষোক্ত বিষয়ের উদাহরণ স্বরূপ এক চমৎকার বিবরণ লিখিত আছে। সুধীবর সাহেব লিখিয়াছেন "কতিপয় বৎসর অতীত হইল আমি পীড়িত হইয়া ইটালী দেশে বাস করিয়াছিলাম। তথায় এক বন্ধুর আলয়ে সর্ব্বদা গমনাগমন করিতাম। এক দিবস প্রাতে ঐ বন্ধুর ভবনে উপস্থিত হইবামাত্র আমার পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি হইল; তৎকালে বন্ধু ঘরে ছিলেন না, তথাপি কি করি অত্যন্ত অসুখ প্রযুক্ত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া এক কৌচের উপরে শয়ন করিলাম। কিঞ্চিৎ কাল পরে অকস্মাৎ [illegible]য়া এক বালিকা মহাহাস্য বদনে টানিতে টানিতে সেই ঘরের

ভিতরে আসিল, এবং আমাকে উক্ত অবস্থায় দেখিয়া তৎক্ষণাৎ গম্ভীর ভাবে ও দয়ার্দ্র চিত্তে ক্রমে ক্রমে আমার সমীপবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "ডাক্তর ব্যামো হয়েছে? ডাক্তর ব্যামো হয়েছে?" আমার পীড়া হইয়াছে এ কথা তাহাকে বলাতে সে ক্ষণ কাল করুণাদৃষ্টে আমার প্রতি নেত্রপাত করিয়া হঠাৎ চলিয়া গেল। এক মুহূর্ত্ত পরে সেই বালিকা এক খণ্ড রুটী হস্তে লইয়া প্রত্যাগমন করিল এবং ঐ রুটী আমাকে দিয়া স্নেহ পূর্ব্বক কহিল "রুটী, ডাক্তর! রুটী; ডাক্তর ব্যামো হয়েছে।" আমি ঐ রুটীর কিঞ্চিৎ খাওয়াতে সে অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইল এবং যে পর্য্যন্ত আমি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন না করিলাম সে পর্য্যন্ত সে আমার নিকটে রহিল।" কি আশ্চর্য্য! দেখ ঐ বালিকার তৎকালে কিছুমাত্র বিবেকশক্তি হয় নাই, যেহেতু সে আপন বাক্যও স্পষ্ট রূপে উচ্চারণ করিতে অসমর্থ; তথাচ পরের দুঃখ দেখিবামাত্র তাহার অন্তঃকরণে উপচিকীর্ষা-বৃত্তি উত্তেজিত হইল, এবং স্বাভাবিক সংস্কার-বশতঃ সেই দুঃখ নিবারণার্থ কিঞ্চিৎ খাদ্য আনিয়া দিল; কেন না তাহার তাৎকালিক অল্প বুদ্ধি ও অল্প-

পূর্ব্ব জ্ঞান প্রযুক্ত আপন বৃত্তান্ত অনুসারে আহার দ্বারা যে শারীরিক ক্লেশ দূর হয় ইহাই জানিয়া-ছিল। অপিচ, যখন কিঞ্চিৎ রুটী খাইয়া ডাক্তরকে সুস্থ হইতে দেখিবামাত্র ঐ বালিকা সন্তুষ্ট হইল, তখন স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে সে ডাক্তরকে পীড়িত দেখিয়া দয়াবৃত্তির উত্তেজনামতে রুটী আনিয়া দিয়াছিল।

অতএব যাঁহারা এমত কহিয়া থাকেন যে বিবেক শক্তি আমাদের আচরণের মূল কারণ সুতরাং যে পর্য্যন্ত শিশুর ঐ শক্তি না হয় সে পর্য্যন্ত তাহাকে নীতি শিক্ষা করান অনাবশ্যক তাঁহারা ভ্রমে পতিত আছেন বলিতে হইবেক। কেননা জন্মকালাবধি মনুষ্যের শিক্ষা অর্থাৎ চরিত্র নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়, ইহাতে শিশুকে ৫। ৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নিয়মমত শিক্ষা না দিলে প্রকৃতির কার্য্য সে কাল পর্য্যন্ত কদাচ স্থগিত থাকিবেক না। অর্থাৎ তৎকালে শিশু যে সকল লোক দ্বারা প[illegible] থাকিবেক ত[illegible] আচরণ দেখিয়া সে তদনুরূপ কার্য্য করিতে শিখিবেক, ইহাতে উক্ত [illegible] দ্বারা শিশুর কুসংস্কার জন্মিলে তাহা পশ্চাৎ [illegible] দূর করা দুঃসাধ্য হইবেক। ইহা স্মরণ

রাখা কর্ত্তব্য যে শিশু গৃহবাসী বালক, ভৃত্য অথবা গৃহজনের কুদৃষ্টান্তে যেমন সহজে পরিশ্রম ও সদ্ব্যবহার শিক্ষা করে সেই মত ঐ সকল ব্যক্তির কুদৃষ্টান্তেও আলস্য ও দুশ্চরিত্রতা শিখিতে পারে।

অতএব যাহাতে শিশু প্রথম হইতে সুনীতি শিখে অর্থাৎ যাহাতে তাহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও নিকৃষ্টবৃত্তির দমন হয় তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার নিমিত্ত মানসিক বৃত্তি সকলের স্বরূপ ও তাহাদের স্ব স্ব উপভোগ্য বিষয় অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, এ জন্য তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ এস্থলে লেখা যাইতেছে।

মানবজাতির যে সকল মনোবৃত্তি আছে তাহা কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা

প্রথম। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি।

এই শ্রেণীস্থ বৃত্তি সকলের উদ্দেশ্য সাংসারিক বিষয়ে অনুরক্তি, আত্মরক্ষা ও স্বার্থলাভ। তদ্বিবরণ,

১। জিজীবিষা—অর্থাৎ জীবিত থাকিবার বাঞ্ছা। শৈশবকালে এই বৃত্তি সম্পূর্ণ রূপে স্ফূরিত হয়।

২। বুভুক্ষা—অর্থাৎ ভোজন ও পানের ইচ্ছা। মনুষ্যের জন্মাবধি এই বৃত্তি প্রবল থাকে।

৩। কাম — অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষে পরস্পর সংসর্গের অভিলাষ। শৈশবকালে এই বৃত্তি নিস্তেজ থাকে।

৪। অপত্যস্নেহ — অর্থাৎ সন্তানের প্রতি বাৎসল্য। এই বৃত্তি শৈশবাবস্থায় সম্পূর্ণ থাকাতে শিশুরা জীব জন্তুর শাবক দেখিলে তাহাদের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করে এবং বালিকারা পুতুল লইয়া সন্তান ভাবে খেলা করিতে বিশেষ অনুরক্ত হয়।

৫। আসঙ্গলিপ্সা — অর্থাৎ স্বজাতির সহিত সহবাস করিবার বাসনা। এই বৃত্তি মিত্রতা এবং সামাজিক বা সাংসারিক অনুরক্তির মূল স্বরূপ এবং অতি শৈশবকাল হইতে উহা প্রকাশ পায়।

৬। প্রতিবিধিৎসা — অর্থাৎ প্রতীকার করিবার ইচ্ছা। কোন উৎপাত বা শত্রুর আক্রমণ নিবারণ করা, ও আপন বিষয় রক্ষা করা এই বৃত্তির উপযুক্ত কার্য্য এবং ঐ সকল কার্য্যে তাহাকে নিযুক্ত করিলে মহোপকার দর্শে। কিন্তু ইহা প্রবল হইলে বিরোধ দ্বন্দ্ব বিতণ্ডা অথবা আক্রমণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। বাল্যাবস্থায় এই বৃত্তি প্রবল হইলে বালক বিরোধী, সাহসপূর্ণ এবং অন্যকে [illegible] করিতে অনুরক্ত হয়। [illegible] এই বৃত্তি দুর্ব্বল হইলে বালক [illegible]হীন [illegible] এবং [illegible] [illegible]

উপস্থিত হইলে তাহা নিবারণ না করিয়া বরং তাহা হইতে পরাঙ্মুখ হয়। এই বৃত্তি মানসিক ও শারীরিক বীর্য্যের নিদান স্বরূপ।

৭। জিঘাংসা—অর্থাৎ হনন বা হানি করিবার ইচ্ছা। এই বৃত্তি অল্প বয়স হইতেই প্রায় সতেজ হয় এবং কোন কোন বালকের অন্তঃকরণে এমত প্রবল হয় যে তাহারা কেবল খেলেনা ও নিকটবর্ত্তী অন্যান্য দ্রব্য সকল বিনষ্ট করিয়া ক্ষান্ত থাকে না জীব সমূহের প্রতি নির্দয়তাচরণ করিতে ও নিজ সঙ্গিগণকেও পীড়া দিতে ভাল বাসে। এই বৃত্তি রাগ ও দ্বেষের মূলীভূত কারণ, ফলতঃ দেহ রক্ষার্থ জীব হনন করাই এই বৃত্তির যথার্থ উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তির মনে এই বৃত্তি নিস্তেজ বা দুর্ব্বল থাকে তাহার স্বভাব অত্যন্ত কোমল ও শান্ত সুতরাং সে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের অনুপযুক্ত হয়। শৈশবকালে প্রতিবিধিৎসা ও জিঘাংসা এই দুই বৃত্তির শিক্ষার উপর বালকের ভাবি সুখ অধিক নির্ভর করে। উক্ত বৃত্তিদ্বয় যথানিয়মে সঞ্চালিত হইলে মনুষ্যকে বীর্য্যবন্ত করে এবং তাহার মনে কোন বিষয়ের কর্ত্তব্যতা এক বার স্থিরীকৃত হইলে সে তাহা তৎক্ষণাৎ সমাধা করিতে প্রবৃত্ত

হয়। কিন্তু ঐ দুই বৃত্তির আধিক্য হইলে পাপ, লোভ, নির্দ্দয়তা ও বিষাদ উৎপন্ন করে।

৮। নির্ম্মিৎসা—অর্থাৎ নির্ম্মাণের ইচ্ছা। এই প্রবৃত্তি দ্বারা মনুষ্য নানাবিধ দ্রব্য গঠন করিতে ক্ষমতাবান্ হয়। যে বালকের মনে উক্ত প্রবৃত্তি প্রবল থাকে সে অতি পরিপাটী ও পরিষ্কার রূপে নৌকা, ভাঁটা, ঘুড়ি ইত্যাদি দ্রব্য নির্ম্মাণ এবং পেনসিল, তুলি ইত্যাদি ধারণ পূর্ব্বক নানা প্রকার শিল্প কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়। আর যে বালকের ঐ বৃত্তি দুর্ব্বল থাকে সে উক্ত শিল্পকার্য্যোপযোগী উপকরণ ব্যবহার করিতে অপটু হয়। উক্ত প্রবৃত্তি সহকারে শিল্পকরেরা সুখজনক নানাবিধ বস্তু নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, এবং যে সকল শ্রমসাধ্য নির্ম্মাণ কার্য্যে শরীর ও মন উভয়ের চালনা হইতে পারে এমত বিষয়ে বালকদিগকে নিযুক্ত করিলে উক্ত প্রবৃত্তির যথোচিত স্ফূর্ত্তি জন্মিয়া মহোপকার দর্শে।

৯। অর্জ্জনস্পৃহা—অর্থাৎ উপার্জ্জনে অভিলাষ। এই বৃত্তি মনুষ্যের পক্ষে পরিণাম দর্শিতা অর্থাৎ ভাবি দুঃখ নিবারণের উপায় করণ বিষয়ে মহোপকারিণী। কিন্তু ইহার প্রবলতা হইলে অত্যন্ত

স্বার্থপর ও সর্ব্বদা আপন স্বত্বের প্রতি অত্যন্ত লোভী হয়। উক্ত বৃত্তি দ্বারা বালকেরা যে কোন দ্রব্য হস্তগত হয় তাহাই লইয়া সঞ্চয় করে।

১০। জুগোপিষা—অর্থাৎ গোপন করিবার ইচ্ছা। এই বৃত্তি যথা নিয়মে সঞ্চালিত হইলে মনুষ্যের চরিত্র বিষয়ে বিশেষ উপকার দর্শে। কিন্তু তাহার আতিশয্য হইলে তাহাকে শঠ, মিথ্যাবাদী, ও প্রবঞ্চক করে। যাবৎ কোন কার্য্য করা বা বাক্য কহা উচিত কি না ইহা বুদ্ধি বৃত্তি দ্বারা স্থিরীকৃত না হয় তাবৎ সেই কর্ম্ম করিতে বা সেই বাক্য কহিতে নিষেধ করা এই বৃত্তির উপযুক্ত কার্য্য। উক্ত বৃত্তি অনেক বালকের অতিশীঘ্র প্রবল হইয়া উঠে এবং কখন কখন তাহাদিগকেও অত্যন্ত অকপট বোধ হয়। এ প্রযুক্ত এই বৃত্তিকে নিয়মে রাখিবার জন্য পিতা মাতার বুদ্ধিকৌশল ও সদ্বিবেচনা অতীব আবশ্যক।

নিম্ন লিখিত তিনটী বৃত্তিকেও একরূপ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি কহা যায়। যথা,

১। আত্মাদর—আমারদের গৌরব রক্ষার জন্য এই বৃত্তি যথোচিত পরিমাণে প্রয়োজন

পরাজয় অর্থাৎ আড়া আড়ি করিবার চেষ্টা করে; এবং গৃহজনের নিকট, পরিচ্ছদ, দেহসৌন্দর্য্য, চতুরতা অথবা ভদ্রতা ইত্যাদি বিষয়ে অপরিমিত প্রশংসা পাইয়া গর্ব্বিত হয়। পরিশেষে এই মন্দ ফল উৎপন্ন হয় যে কোন্ কার্য্য যথার্থই অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা বিবেচনা না করিয়া কি করিলে লোকে অনুরাগ করিবে তাহারই অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হয়।

১৩। সাবধানতা—এই বৃত্তি পরিণাম দর্শিতার মূল স্বরূপ এবং ইহা দ্বারা কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে তাহার ফলাফল বিবেচনা করিয়া সতর্ক হওয়া যায়। এই বৃত্তি প্রবল হইলে সকল কার্য্যে সন্দেহ বা অস্থিরতা কিম্বা নিতান্ত ভীরুতা উপস্থিত হয়। ইহা দুর্ব্বল হইলে অন্যান্য বৃত্তির যথোচিত শাসন হয় না, সুতরাং দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। উক্ত বৃত্তি শৈশবাবস্থায় স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পায় এবং তদবধিই তদ্বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

[illegible] । উৎকৃষ্ট বৃত্তি।

ইহারা [illegible] সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ অর্থাৎ স্বার্থ সাধক বৃত্তিদের মুক্ত [illegible] করে। যথা:

১। উপচিকীর্ষা—অর্থাৎ অপরের উপকার করিবার বাসনা। পরের শুভানুধ্যায়ী হওয়া ও পরদুঃখ দেখিয়া দয়া করা এই বৃত্তির কার্য্য।

২। ন্যায়পরতা—অর্থাৎ ন্যায়ান্যায় জ্ঞান। এই বৃত্তি সত্যতার মূল। মনুষ্য পরস্পর বিবাদ করিলে মীমাংসা করা ও স্বাভাবিক সংস্কার দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান হইলে নিঃশঙ্ক ভাবে প্রকাশ করা এই বৃত্তির কার্য্য। "সকল ব্যক্তিকে আত্মবৎ জ্ঞান করিবে" এই যে প্রসিদ্ধ পরম ধর্ম্ম তাহাও উক্ত বৃত্তি দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। বাল্যকালে এই বৃত্তি সতেজ থাকে; কিন্তু যদি পিতা মাতাকে অজ্ঞান বশতঃ অন্যায়িক কার্য্য করিতে দেখে তবে যৌবনাবস্থার পূর্ব্বেই উক্ত বৃত্তির তীক্ষ্ণতা হ্রাস হইয়া যায় এবং অগ্রিমিত সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায়ে প্রবঞ্চনা কৃত্রিমতা ও চাতুরীর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। অতএব গার্হস্থ্য ও সামাজিক ব্যাপারে অন্যান্য বৃত্তি অপেক্ষা এই বৃত্তির শিক্ষা দেওয়া অধিক প্রয়োজন।

৩। ভক্তি—এই বৃত্তির [illegible] [illegible] উত্তর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

আত্মাকাঙ্ক্ষিতা এবং উপাসনার ভাব উদয় হয় ইহা তাহার মূলীভূত কারণ। পরমেশ্বর এই বৃত্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও পবিত্র বিষয় হইয়াছেন; কিন্তু উহা বিপথগামী হইলে উচ্চপদস্থ মনুষ্য, কাল্পনিক দেবতা বা ভয়ঙ্কর নির্জীব পদার্থের পূজা করিতে প্রবৃত্তি জন্মায়। উক্ত প্রবৃত্তি ফলতঃ বৃদ্ধ, শ্রেষ্ঠ, শাসন কর্ত্তা অথবা গুণী ব্যক্তিকে দেখিয়া সম্মান করিতে আমাদের ইচ্ছা হয়। ফলতঃ উক্ত বৃত্তির পরম মঙ্গলকর কার্য্য এই যে সদুপায় দ্বারা আমাদের অবস্থার উৎকর্ষ সাধিত হইবে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া এবং আমাদের অনিবার্য্য বিপদ উপস্থিত হইলে তাহা অকাতরে সহ্য করিয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞাবহ থাকি।

এই তিনটী উৎকৃষ্ট বৃত্তির বিশেষ নাম ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি।

৪। আশা। এই বৃত্তি আমাদের মনে ভবিষ্যৎ সুখের ভরসা জন্মাইয়া বর্ত্তমান ক্লেশকে লাঘব বোধ করায়, এবং আত্মোন্নতির জন্য উৎসাহান্বিত করে। কিন্তু উক্ত বৃত্তি সুশাসিত না হইলে হঠাৎ অসম্ভব বিষয়েও বিশ্বাস জন্মে এবং কোন কার্য্যে যুক্তি-

সিদ্ধ ও উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিলেও শুভ ফলের দৃঢ় প্রত্যাশা হয়। বাল্যকালেই এই বৃত্তির স্ফূর্ত্তি হয় এ প্রযুক্ত তদবধি তাহাকে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

৫। আশ্চর্য্য—অর্থাৎ অদ্ভুত বিষয়ে অনুরাগ। বালকদিগের এই বৃত্তি অতিশয় প্রবল; এজন্য তাহারা সর্ব্বদা অদ্ভুত ও নূতন বস্তু দর্শন করিতে সমধিক উৎসুক হয় এবং সকল বস্তু নিরীক্ষণ করিতে ও তৎসম্বন্ধীয় সমুদায় বিষয় অবগত হইতে কৌতূহল প্রকাশ করে। এই বৃত্তির আতিশয্য হইলে ভূতাদির গল্প ও গূঢ় বা অসাধারণ বিষয় শ্রবণে অনুরাগ জন্মে; সুতরাং তদ্দ্বারা অসম্ভব বিষয়েও বিশ্বাস হয়। আর সুশাসিত হইলে বুদ্ধিবৃত্তির শীঘ্র স্ফূর্ত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতি সম্পাদন করে। কিন্তু কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তির মনে এই বৃত্তি জুগোপ্সিবা বৃত্তির অনুগত হইয়া মিথ্যা কথনে ও মিথ্যা কল্পনায় অনুরক্তি জন্মায়।

৬। শোভানুভাবকতা—অর্থাৎ মহৎ ও সুন্দর বস্তুতে প্রীতি। এই বৃত্তি কবিতাশক্তির প্রধান কারণ [illegible] সুশাসিত হইলে মনোমধ্যে নির্ম্মল ও [illegible] উদয় হয়। বালকদিগের শিক্ষা

কালে উক্ত বৃত্তির উৎকৃষ্ট ফলোৎপত্তি পক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য; এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে এই বৃত্তির চালনা হইলে মহোপকার দর্শাইতে পারে।

৭। অনুচিকীর্ষা—অর্থাৎ অন্যের কার্য্য দেখিয়া তদনুরূপ করিবার ইচ্ছা। বালক কালে এই বৃত্তি অতিশয় প্রবল থাকে এবং সদাচার ও বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে মহোপকারিণী হয়। বালক যে সকল লোক দ্বারা সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত থাকে এই বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের বাক্য, ধারা, ধরন ও আচরণ সমুদায়ের অনুরূপ করিতে অতিশয় রত হয় এবং তদ্দারা উপদেশ গ্রহণ ও তদনুসার উপযুক্ত কার্য্য করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। উক্ত বৃত্তির আতিশয্য হইলে ভণ্ডামি ও বিদ্রূপাদিতে অনুরক্তি জন্মে। বালকমাত্রে উক্ত বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া যেমন দেখে ও শুনে সেই মত করিতে ব্যগ্র হয়; এ জন্য পিতা মাতার এরূপ সাবধান হওয়া আবশ্যক যেন তাহার সম্মুখে কুৎসিত ও মন্দ ভাবের উদ্বোধজনক কোন বাক্য, মুখভঙ্গি বা আচার প্রকাশ না পায়।

৮। রসিকতা—অর্থাৎ পরিহাসপ্রিয়তা। বালক

কাল হইতে এই বৃত্তি প্রকাশ পাইয়া যাবজ্জীবন সতেজ থাকে। ইহা দ্বারা লোকের সহিত আলাপ পরিচয়ে সমধিক আমোদ জন্মে। (কিন্তু মহৎ, গম্ভীর বা পবিত্র বিষয়ের উপহাসার্থ এই বৃত্তির চালনা হইলে মন্দ ফলোৎপত্তি হয়। ফলতঃ উক্ত বৃত্তি উপযুক্ত মত ব্যবহৃত হইলে অন্যের সামান্য দোষের সংশোধন ও নিবারণ এবং আমোদেরও বৃদ্ধি হয়।)

৯। অধ্যবসায়—অর্থাৎ কার্য্যকরণে দৃঢ়তা। এই বৃত্তি সহকারে আমরা সপ্রতিজ্ঞ ও সযত্ন হইয়া কর্ম্ম করিতে পারি এবং উন্নতি সাধনে সমর্থ হই। উক্ত বৃত্তি নিস্তেজ হইলে প্রতিজ্ঞার স্থিরতা ও স্বভাবের দৃঢ়তা থাকে না সুতরাং স্বীয় উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হওয়া যায় না। আর উহার আতিশয্য হইলে মনুষ্য স্বচ্ছন্দচারী হইয়া সৎ বা অসৎ পথে ধাবমান হয়। শৈশবকালে এই বৃত্তি সুশাসিত হইলে মহৎ ফল উৎপন্ন হয়। ইংরাজজাতি যে দৃঢ় পরিশ্রম গুণে বিখ্যাত, উক্ত বৃত্তি তাহার মূল কারণ।

যে সকল মানসিক বৃত্তির বিবরণ লেখা গেল তাহা দ্বারা জীবন রক্ষা, সুখ সম্ভোগ, সাংসারিক

ও সামাজিক নিয়মে বন্ধন, ধন সঞ্চয়, স্বত্বের উদ্ধার ও সংরক্ষণ, এবং মনুষ্য ও পরমেশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য বিধান এই সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। তদ্ভিন্ন আর কয়েকটী বৃত্তি আছে তাহাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি বলা যায়। উহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (যে যে বৃত্তি দ্বারা বাহ্যবস্তুর সত্তা ও গুণ অর্থাৎ আকার ও বর্ণ জানিতে পারা যায় তাহা প্রথমশ্রেণীভুক্ত। যে সমস্ত বৃত্তি দ্বারা বস্তুর স্থান, সংখ্যা ও জাতি বিষয়ক পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণ করা যায় তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। আর যে সকল দ্বারা বিবেক অর্থাৎ কার্য্য কারণ জ্ঞান হয় তাহা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত।)

প্রথম শ্রেণী।

১। ব্যক্তিগ্রাহিতা। এই বৃত্তি দ্বারা বাহ্য বস্তুর সত্তা জানিতে পারা যায়। বালকেরা উক্ত বৃত্তির প্রভাবে সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে "ও কি? এ কি?" এইরূপ জানিবার বাসনা সৎ বা অসৎ পথে পরিচালিত হইলে শুভ বা অশুভ ফল উৎপন্ন হইতে পারে। উক্ত বৃত্তি দ্বারা যে জ্ঞানতৃষ্ণা জন্মে তাহাতে নানাবিধ বস্তু অনবরত দর্শন করিতে প্রবৃত্তি হয়।

২। আকারানুভাবকতা।—এই বৃত্তি দ্বারা বস্তুর আকার, রূপ ও অবয়বের উপলব্ধি হয়। যে বালকের উক্ত বৃত্তি প্রবল থাকে সে কোন ব্যক্তির মুখ একবার দেখিলে পুনরায় অনায়াসে চিনিতে পারে। এই ভূমণ্ডলে যখন সকল বস্তুই শিশুর পক্ষে নূতন তখন উক্ত বৃত্তি যে মহোপকারিণী তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন কোন বালকের এই শক্তি এত অল্প যে আত্মীয় বন্ধুগণকে কিছু দিন না দেখিলে হঠাৎ তাহাদিগকে চিনিতে পারে না।

৩।—পরিমাণানুভাবকতা।—৪।—গুরুত্বানুভাবকতা।—৫।—বর্ণানুভাবকতা।—এই তিন বৃত্তি দ্বারা বস্তুর পরিমাণ, ভার ও বর্ণ জানিতে পারা যায়। সকল বালকের উক্ত বৃত্তি সমান থাকে না, অর্থাৎ ন্যূনাধিক্য থাকে। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা দ্বারা তাহার উৎকৃষ্টতা সম্পাদন করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় শ্রেণী।

১। স্থানানুভাবকতা। এই বৃত্তি দ্বারা বস্তুর স্থান বিশেষে অবস্থান জানা যায়। এবং উহা ভূগোল বৃত্তান্ত অবগত হইতে, মান চিত্রাদি প্রস্তুত

করিতে, এবং স্থান ও দৃশ্য সকল স্মরণ রাখিতে বিশেষ উপযোগী। উক্ত বৃত্তি দ্বারা দেশ ভ্রমণ করিবার বাসনাও সম্বর্দ্ধিত হয়।

২। সংখ্যা। এই বৃত্তি দ্বারা বস্তুর সংখ্যা জানিতে পারা যায় এবং তাহা গণিত শাস্ত্রের সহিত বাহুল্যরূপে সম্পর্ক রাখে।

৩। শৃঙ্খলানুভাবকতা। এই বৃত্তি সহকারে, বস্তু সকল শৃঙ্খলা পূর্ব্বক এবং পরিষ্কার ও পরিপাটী রূপে সাজাইয়া রাখিতে পারা যায়।

৪। ঘটনানুভাবকতা। এই বৃত্তির সহায়তায় ঘটনা সকলের জ্ঞান জন্মে এবং উপন্যাস, পুরাবৃত্ত ও পরীক্ষাস্থিরীকৃত বিষয় সকল মনোমধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারা যায়।

৫। কালানুভাবকতা।—৬। স্বরানুভাবকতা। এই দুই বৃত্তি দ্বারা গান ও বাদ্যের তাল, মান ও লয়ের জ্ঞান হয়, এবং কবিতার ছন্দেরও বোধ জন্মে।

৭। ভাষাশক্তি। এই বৃত্তি দ্বারা মনের ভাব ও বাসনা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা যায় এবং মানবগণের সহিত পরস্পর আলাপ করিবার ক্ষমতা হয়।

তৃতীয় শ্রেণী।

১। উপমিতি। এই বৃত্তি দ্বারা এক বস্তুর সহিত অন্য বস্তুর তুলনা করত উভয়ের মধ্যে যে সাদৃশ্য থাকে তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়, এবং রূপক বর্ণনায় সুখানুভব হয়। কোন কূটার্থ বিষয়ের বোধ সুলভতাজন্য স্পষ্ট বিষয়ের উদাহরণ দিতে ও অস্ফুট বিষয় আবিষ্কার করিবার পথ দর্শাইতে এই বৃত্তি বড় উপকারী। কিন্তু উক্ত বৃত্তির আতিশয্য হইলে, দুই বস্তুর পরস্পর অনেক বিভিন্নতা সত্ত্বেও তদুভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাকা বোধ হয়। অতএব উক্ত বৃত্তিকে যথা নিয়মে না রাখিলে অনেক অন্যায় বিচার ও অনর্থক বাক্‌বিতণ্ডা ঘটে।

২। অন্তর্গতি। অর্থাৎ বিবেকশক্তি। এই বৃত্তি দ্বারা কার্য্য কারণ নিরূপণ করা যায়, এবং তদুভয়ের বিভিন্নতা অবধারণ করিতে পারা যায়। এই বৃত্তির সাহায্যে বহুপ্রকার ঘটনার তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া একটী নিগূঢ় সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়। ইহা সকল বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ রূপে পরিগণিত; যেহেতু ইহা বিচক্ষণ ও জ্ঞানী পুরুষের স্বাভাবিক লক্ষণ স্বরূপ।

মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা যে সমস্ত মনোবৃত্তি নিরূপণ করিয়াছেন তাহার বিবরণ সংক্ষেপে লেখাগেল। ঐ সকলের মধ্যে কতকগুলি স্পষ্ট প্রামাণসিদ্ধ ও কতকগুলি যুক্তিসিদ্ধ। এক্ষণে এইমাত্র বক্তব্য যে উক্তবৃত্তি নিচয় বাহেন্দ্রিয়ের ন্যায় সকল মনুষ্যের সমান থাকে না এবং পৃথক্ রূপে অথবা যুগপৎ সঞ্চালিত হইতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তির শ্রবণেন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ হইয়াও উত্তম দর্শন শক্তি না থাকিতে পারে; সেইরূপ কোন ব্যক্তি পরোপকারী হইয়াও ন্যায়বান না হইতে পারে, অর্থাৎ তাহার উপচিকীর্ষা বৃত্তি প্রবল ও ন্যায় পরতা বৃত্তি দুর্ব্বল থাকিতে পারে। অপিচ, যেমন কোন বস্তুর স্বাদ গ্রহণ না করিয়া কেবল ঘ্রাণ লইতে পারা যায়, তেমনি উপচিকীর্ষা ও অনুচিকীর্ষা বৃত্তি নিশ্চল ভাবে থাকিলেও আশা ও ভক্তি বৃত্তির চালনা হইতে পারে।

বাহ্যেন্দ্রিয়ের সহিত অন্তরিন্দ্রিয়ের প্রকৃতির অনেক সাদৃশ্য আছে। যেমন শব্দ দ্বারা কেবল শ্রবণেন্দ্রিয় ও আলোক দ্বারা কেবল দর্শনেন্দ্রিয় চঞ্চল হয়, সেই প্রকার, বিপদ উপস্থিত হইলে সাবধানতা, পরদুঃখ দর্শনে উপচিকীর্ষা এবং বন্ধুর

সমাগমে আসঙ্গলিপ্সা প্রবৃত্তি স্বতন্ত্ররূপে উদিত হয়। এই হেতু যে নিয়ম দ্বারা বাহ্যেন্দ্রিয়ের শিক্ষা বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া যায় অন্তরিন্দ্রিয়ের শিক্ষা বিষয়েও সেই নিয়মের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ও বৃত্তিকে স্ব স্ব বিষয়ে চালিত করা আবশ্যক। বস্তুতঃ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধন জন্য ঘ্রাণেন্দ্রিয় বা দর্শনেন্দ্রিয়ের চালনা করা যেমন অযুক্ত, ধর্ম্ম প্রবৃত্তির শিক্ষার্থ বুদ্ধি বৃত্তি ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উপদেশ প্রদান তদ্রূপ যুক্তিবিরুদ্ধ।

পরমেশ্বর আমাদিগের যে প্রকার মানসিক প্রকৃতি করিয়াছেন সেই মত কার্য্য করা অত্যাবশ্যক। যখন কোন মনোবৃত্তির সবলতা বা স্ফূর্ত্তি সম্পাদন করিবার আবশ্যক হয় তখন সেই বৃত্তির সহিত পরমেশ্বর যে বিষয়ের স্বাভাবিক সম্বন্ধ নিবন্ধন করিয়া দিয়াছেন সেই বিষয়ে উক্ত বৃত্তিকে সঞ্চালিত করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। আর যখন কোন বৃত্তিকে নিস্তেজ বা বলহীন করিতে হইবেক, তখন ঐ বৃত্তির উপভোগ্য বিষয় হইতে তাহাকে অন্তরিত করা কর্ত্তব্য; কেননা উক্ত বিষয় উপস্থিত হইলেই তাহা উপভোগ করিবার লালসা

জন্মে। এই নিয়ম মত কার্য্য করিলে যত দুর সম্ভব আমাদের উদ্যোগ সফল হইবেক, আর তদ্বিপরীত করিলে বিফল হইবেক।

অতএব ইহা স্থিরীকৃত হইল যে প্রত্যেক মানসিক বৃত্তির পৃথক্ পৃথক্ উপভোগ্য বিষয় আছে এবং স্ব স্ব বিষয় উপস্থিত হইলেই সেই সেই বৃত্তি উত্তেজিত হয়। শৈশব কালে যে সময়ে মনোমধ্যে অতি সহজে সংস্কার জন্মে, তখন সন্তানকে এ প্রকারে রক্ষণাবেক্ষণ করা আবশ্যক যাহাতে তাহার সমুদায় উৎকৃষ্ট বৃত্তির সর্ব্বদা ও উপযুক্ত মতে পরিচালনা হইতে পারে। আর ইহাও স্মর্ত্তব্য যে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি যত নিয়মিত রূপে পুনঃ পুনঃ সঞ্চালিত হইবে তত তাহাদের উৎকর্ষ সম্পাদন হইবে। সুতরাং যাহারা শিশুকে লালন পালন করে এবং যাহাদের সহবাসে সে সর্ব্বদা থাকে তাহাদের স্বভাব ও চরিত্রের উপর বালকের স্বভাব ও চরিত্র বাহুল্যরূপে নির্ভর করে।

উপভোগ্য বিষয় উপস্থিত হইলেই যে মনোবৃত্তির চাঞ্চল্য হয় নিম্ন লিখিত উদাহরণ দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ সপ্রমাণ হইবেক। কোন সময়ে স্কট্‌লণ্ড

দেশীয় এক স্ত্রী কোন বিপণিতে কতকগুলি দ্রব্য ক্রয় করিয়া তাহার মূল্য প্রদানার্থ পঞ্চাশ টাকার এক খানি বেঙ্কনোট ভাঙ্গাইতে দিল। ঐ বিপণির কর্ম্মচারী উক্ত নোট নিরীক্ষণ করত কৃত্রিম বুঝিয়া ফিরিয়া দিল। ঐ নারী সবিস্ময়ে গ্রহণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ঐ মূল্যের অপর এক খানি নোট দিল। দ্বিতীয় নোটও জাল বোধ হওয়াতে দোকানদার ঐ রমণীকে দোষী জ্ঞান করিয়া শান্তিরক্ষকের নিকট পাঠাইয়া দিল। সে কি প্রকারে ঐ নোট প্রাপ্ত হইয়া ছিল তাহার কোন নিশ্চিত হেতু দর্শাইতে পারিল না। ফলতঃ, অনুসন্ধান করাতে প্রকাশ হইল যে ঐ স্ত্রী তত্রত্য কোন ভদ্র লোকের ভবনে অনেক দিন পর্য্যন্ত পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্ত থাকে কিন্তু কখন কোন বিষয়ে অপরাধী হয় নাই বরং সাধুতা ও সচ্চরিত্রতা জন্য বিখ্যাত ছিল। উক্ত ঘটনার এক বৎসর পূর্ব্বে, ঐ স্ত্রীলোক স্বীয় প্রভুর এক ঘরের মধ্যে কতকগুলা পুরাতন কাগজের সহিত উক্ত দুই খণ্ড নোট পড়িয়া থাকিতে দেখে, এবং কয়েক মাস ঐ প্রকারে থাকাতে বোধ করিল যে তাঁহার প্রভু তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন।

কিন্তু প্রতিদিন ঐ নোট দর্শন করিয়াও, সে এক মাস পর্য্যন্ত লোভ সম্বরণ করিয়াছিল ; তৎপরে তাহার মনে এরূপ দুর্জ্জয় স্পৃহা জন্মিল যে অবশেষে অপ-হরণপাপে লিপ্ত হইল। ধরা পড়িবার ভয়ে সে কিছু কাল ঐ নোট বাহির করে নাই, পরে দ্রব্যাদি ক্রয় জন্য বাহির করিয়া উক্ত প্রকারে ধৃত হইল। উল্লিখিত দুই নোট যে কৃত্রিম ঐ স্ত্রীর প্রভু তাহা জানিতেন, তথাচ নষ্ট না করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন।

ঐ হতভাগা স্ত্রী যে প্রকারে এই কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল, ও যেরূপে তাহার অর্জ্জনস্পৃহাবৃত্তি উপ-ভোগ্য বিষয় দৃষ্টে দিন দিন উত্তেজিত হইল, এবং উক্ত কুকর্ম্মটী দ্বারা তাহার চরিত্র চিরকালের নিমিত্ত কলঙ্কিত হওয়াতে তাহার যে ভয়ানক অনিষ্ট ঘটিল, এ সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে উক্ত অবলাকে দণ্ড অপেক্ষা কৃপার পাত্র বোধ হইবেক। তাহার প্রভু যে উক্ত নোট ফাঁদ স্বরূপ পাতিয়া রাখিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহাকে অধিকতর দোষী জ্ঞান করা উচিত।

মানসিক বৃত্তি সকল, উত্তেজনাকারী বিষয় উপস্থিত হইলে যে কত অল্প বয়সে উদিত হইতে

পারে তাহা বিবেচনা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। এ বিষয়ের একটি আশ্চর্য্য উদাহরণ পূর্ব্বোক্ত ফ্রান্স দেশীয় স্ত্রী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া স্বরচিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; যথা, "নয় মাস বয়স্ক এক শিশু মাতৃক্রোড়ে বসিয়া আনন্দে খেলা করিতে ছিল এমত কালে অতিবিমর্ষবদনা একটী স্ত্রী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। শিশু তাহাকে চিনিত, কিন্তু তাহার সহিত কোন বিশেষ স্নেহভাব হয় নাই। তথাচ ঐ অবলার প্রতি মনোনিবেশ পূর্ব্বক এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকাতে ক্রমে ক্রমে সেই শিশুর মুখ ম্লান হইতে লাগিল, খেলেনা সকল হস্ত হইতে পতিত হইল, এবং পরিশেষে ফোঁপাইয়া কান্দিতে কান্দিতে জননীর বক্ষঃস্থলে শয়ন করিল"।

এই দৃষ্টান্ত দ্বারা অবশ্য প্রতীতি হইবে যে শিশু যে সকল ব্যক্তি ও বস্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে যাহাতে তাহাদের দ্বারা তাহার মন ও শরীর পক্ষে কোন মন্দ ফলোৎপত্তি না হয় তদ্বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

# শিশুপালন।

## তৃতীয় অধ্যায়।

### শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি ও নীতিশিক্ষাবিষয়ক মন্তব্য কথা।

শৈশবকালে মানসিক প্রকৃতি যেরূপ থাকে এবং যে যে নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিলে শিশুর কুশল ও উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে তাহার সংক্ষেপ বিবরণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে দর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে শিশুর আবাস ও পরিবারমণ্ডলীর কার্য্য সুনির্ব্বাহ পক্ষে উক্ত নিয়ম সকল যে সম্পূর্ণ রূপে খাটে, তাহার উদাহরণ স্বরূপ কতকগুলি মন্তব্য কথা পাঠকবর্গকে বিদিত করা যাইতেছে।

শিশুসন্তানের স্বভাব মাতৃতুল্য হইবার অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচর হওয়াতে, লোকে এরূপ কহিয়া থাকে যে স্তনাপান

দ্বারা শিশু মাতার কুস্বভাব ও রিপুপ্রাবল্য প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ঐ সকল দৃষ্টান্ত স্থল বিশেষ মনোযোগ করিয়া দেখিলে ব্যক্ত হইবেক যে মাতার ক্রোধ ও নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য দ্বারা সন্তানের নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল উত্তেজিত ও পুনঃ পুনঃ সঞ্চালিত হইয়া স্পষ্ট অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, কিন্তু স্তন্যদুগ্ধ তাদৃক্ মন্দ ফলদায়ক বোধ হয় না। অনেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও বোধ করিয়া থাকেন যে শিশুর সম্মুখে কোন কুৎসিত বাক্য কহিবার কিম্বা গর্হিত কার্য্য করিবার হানি নাই, যেহেতু সে তখন ঐ সকল বিষয় বুঝিতে না পারায় কুসংস্কারাপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহাদের এরূপ বিবেচনা যে ভ্রমমূলক, তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত শিক্ষার দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। শিশু বুদ্ধিদ্বারা কোন ঘটনার যথার্থ তত্ত্ব স্থির করিতে পারে না সত্য বটে, কিন্তু ইহাও অযথার্থ নহে, এবং তাহার দৃষ্টান্তও পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে, যে শিশুর বিবেকশক্তি হইবার অনেক পূর্ব্বে নানা প্রকার বিষয় দ্বারা তাহার আন্তরিক ভাবের উদয় হয় এবং ঐ সকল বিষয়ে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে।

পুনশ্চ, অনেকে এমত বোধ করিয়া থাকেন যে সন্তানের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি পরি

চালনার ফল অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি সুশিক্ষিত ও মন সদুপদেশে পরিপূরিত হইলেই রিপু সকল বশীভূত ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। কিন্তু এই মত নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, কারণ সর্ব্বদাই দেখা যাইতেছে যে পিতা পুত্রের দুশ্চরিত্র দেখিয়া তাহাকে নানা প্রকার প্রবোধ বাক্য দ্বারা বুঝাইয়াছেন, যথোচিত ভর্ৎসনা ও ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং পরিশেষে শাস্তিও দিয়াছেন; তথাপি সেই পুত্র নিজ রিপুর উপভোগ্য বিষয় পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া পুনরায় কুপথগামী হইয়াছে। ফলতঃ, সৌভাগ্যের বিষয় এই যে পরমেশ্বর নীতি ও ধর্ম্মকে মনুষ্যের ভ্রমাত্মক বুদ্ধিবৃত্তির বশীভূত না করিয়া তাহা হৃদয়মন্দিরে দৃঢ়তর রূপে স্থাপিত করিয়াছেন। ইহারা মনুষ্যের প্রকৃতিমূলক, বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা উৎপন্ন অথবা তাহার অবহেলন দ্বারা বিনষ্ট হয় না। যাবৎ ঐ দুয়ের প্রকৃতি অনুসারে সঞ্চালন ও স্ফূর্ত্তি না হয়, তাবৎ উহার যথার্থ শক্তি ও গৌরব সম্যক্ উপলব্ধ হয় না। বাল্যাবধি শ্রেষ্ঠ ভাবে উঁহাদিগকে স্ব স্ব উপযুক্ত বিষয়ে সঞ্চালিত অর্থাৎ জগদীশ্বরের উপাসনা এবং মনুষ্যের প্রতি দয়া ও ন্যায়ানুগত ব্যবহার করিতে

হইবেক। তাহা না হইলে মনুষ্যের চরিত্রের সংশোধন বিষয়ে যথার্থ ফল দর্শে না। অতএব শিশুর জন্মাবধি উহাকে উক্ত নিয়মানুসারে পালন করিতে হইবেক এবং যাহাতে শিশু সর্ব্বদা সদাচার ব্যক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে বিশেষরূপে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সন্তানকে সুশিক্ষা দিতে হইলে মাতার পক্ষে সসন্তোষ পরিশ্রম, সদ্বিবেচনা, সম্যক্ জ্ঞান, অটল স্নেহ, ও অপক্ষপাতিতা এই সকল গুণ প্রয়োজন করে। যদিও এই সমুদায় গুণ একাধারে দুষ্প্রাপ্য, তথাপি যত দূর পর্য্যন্ত হইয়া উঠে ততই ভাল। আক্ষেপের বিষয় এই যে অনেক স্ত্রীলোক আলস্য অথবা অন্য কারণ বশতঃ [illegible] সন্তানকে অনুপযুক্ত [illegible] বা অন্য ব্যক্তির [illegible] অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন, এবং তাঁহারা [illegible] শিশুর সম্মুখবর্ত্তী হয়েন তখন এমত [illegible] অযৌক্তিক বাক্য প্রকাশ করেন যে তদ্দ্বারা শিশুর মনে কুসংস্কার জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। [illegible] পাঠকগণ! যদি শিশু শিক্ষা বিষয়ে কৃত-[illegible] হইতে চাও, তবে এই কথাটী সর্ব্বদা মনে রাখিও যে তোমরা সন্তানের যেমন চরিত্র হওয়া বাঞ্ছা কর সেইমত আপন চরিত্র তাঁহাদিগকে দেখাইতে

চেষ্টা কর। যদি তাহাকে সত্যবাদী, দয়াবান্, ন্যায়বান্, ধীর ও স্নেহশীল করিতে চাহ, তবে সর্ব্বদা তাহার নিকট—বরং সকলের নিকট—ব্যবহার দ্বারা ঐ সকল সদ্‌গুণ প্রকাশ করা তোমাদের অত্যাবশ্যক। কারণ যেমন আলোক দ্বারা চক্ষুর ও গন্ধ দ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের স্ফূর্ত্তি জন্মে, সেইরূপ তোমাদের কার্য্যের গতিতে যেরূপ ভাব প্রকাশ পায়, শিশুর মনে তদনুরূপ ভাবের উদয় হইবে। যদি আমরা স্বীয় নিকৃষ্ট বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া এক বার শিশুকে স্নেহবারিতে প্লাবিত, আরবার নিষ্ঠুরতা ও বঞ্চনা দ্বারা তাহাকে হৃতবুদ্ধি ও চমৎকৃত করি; তাহা হইলে আমাদের সন্তানের নির্ম্মল চরিত্র ও উদার স্বভাব হইবার প্রত্যাশা করা নিতান্ত বিফল। শিশু ক্ষীণবুদ্ধিতা প্রযুক্ত আমাদের অসঙ্গত আচরণ বুঝিতে পারে না ইহা বলা মিথ্যা; কেননা পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে যে মনের ভাব ও বিবেকশক্তি পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এবং তাহারা পৃথক্ রূপে কার্য্য করে; সুতরাং তৎকালে বিবেকশক্তি না থাকিলেও আন্তরিক ভাব দ্বারা বুঝিতে পারে। ইহা সকলেরই বিদিত আছে যে এক এক সময়ে কোন কোন কার্য্য গর্হিত বোধ করা যায়, অথচ

তাঁহার কোন হেতু দর্শাইতে পারা যায় না। অনেক বিষয়ে আমাদের কর্ত্তব্যতা বুদ্ধি দ্বারা স্থিরীকৃত হইবার পূর্ব্বেই কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হই। এমত স্থলে মনের ভাবই আমাদের কার্য্যের প্রবর্ত্তক। ফলতঃ, যাহার মন সুশিক্ষিত, বিবেচনার বহির্ভূত কার্য্য বিষয়ে প্রায় তাহার প্রবৃত্তি হয় না।

পরমেশ্বর ধর্ম্মনীতি বিষয়ে এই আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন যে একটী সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মুখ্য ও গৌণ উভয় প্রকার শুভ ফল উৎপন্ন হয়। মাতা যদি সন্তানের কল্যাণোদ্দেশে স্বীয় স্বভাব-দোষ সম্পূর্ণ রূপে সম্বরণ করিতে চেষ্টা করেন এবং পরিশেষে বহু যত্নে কৃতকার্য্য হইয়া আপন চরিত্র পবিত্র-ধর্ম্মপ্রবৃত্তির শাসনে রাখিতে পারেন, তাহা হইলে উক্ত আচরণ জনিত শুভ ফল কেবল সন্তান ভোগ করে এমত নহে, মাতাও তদ্দ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা দিন দিন অধিক সুখ স্বচ্ছন্দতা ভোগ [illegible] সন্তানের ভক্তিভাজন হইতে পারেন। [illegible] তাহা না করিয়া যদি তিনি রাগ, স্বার্থপরতা, অবিবেচকতা ও অন্যায় আচরণ করেন, তবে তাঁহার ফল কেবল তাঁহার নিজ দুঃখে পর্য্যাপ্ত [illegible], সন্তানেরও [illegible] সুখ স্বচ্ছন্দতার হানি [illegible],

এবং মাতা প্রথম প্রকার কার্য্য দ্বারা লোকসমাজে প্রেম ও সম্মান প্রাপ্ত আর দ্বিতীয় প্রকার কার্য্য দ্বারা ভয় বা ঘৃণার পাত্র হয়েন।

মাতার বুদ্ধিবৃত্তির উৎকৃষ্টতা অনুসারে যে সন্তানের মানসিক শক্তি জন্মিয়া থাকে ইহা লোকপ্রসিদ্ধ; কারণ অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পুরুষকে মহত্তর মানসিক বৃত্তি বিশিষ্টা স্ত্রীর গর্ভে জন্মিতে ও তাঁহারে দ্বারা পালিত হইতে দেখা যায়। যদিও এমত স্থলে সন্তান মাতার মানসিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া সুন্দর ক্ষমতাবান্ হয়, তথাচ অনেক ঘটনা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে মাতা সন্তানের বুদ্ধিবৃত্তির স্ফূর্ত্তির নিমিত্ত যে একান্তিক যত্ন করেন তাহাতেই তাহার ভাবী উৎকৃষ্টতা বিশেষ রূপে প্রকাশিত হয়; এবং সন্তানের স্বভাব মাতার কর্তৃত্বের উপর অধিক নির্ভর করিবার এক হেতু এই যে শৈশব কালে—যেকালে চিত্তক্ষেত্রে অতি সহজে সংস্কার জন্মে—তখন পিতা অপেক্ষা মাতার অনবরত যত্নে পালিত হয়। অতএব শিশুর লালন পালনার্থ যে স্ত্রীকে নিযুক্ত করা যায় সে বুদ্ধিমতী ও সৎস্বভাবা কিনা ইহা বিবেচনা না করা বড় অনুচিত।

যদি জননী যথার্থ বুদ্ধিমতী হয়েন এবং আপন সন্তানের স্বভাব অবগত থাকেন তাহা হইলে তিনি অবশ্য বুঝিতে পারিবেন যে পরাধীন শিশুকে বিজ্ঞ, সভ্য ও সদাচারী ব্যক্তির সহবাসে সর্ব্বদা রাখা অতি আবশ্যক, এবং মাতার প্রতিনিধি স্বরূপ অযোগ্য স্ত্রী দ্বারা সন্তানকে পালন করাইলে তাঁহারা নিজ কর্ত্তব্যতার প্রত্যবায় হইবেক। মাতা শিশুর স্বাভাবিক রক্ষক স্বরূপ, ইহাতে যদি তিনি নিজে তদ্বিষয়ে অমনস্ক হয়েন তবে অপর কোন উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারাও তাহা সুসম্পন্ন হওয়া দুষ্কর।

মাতা কিম্বা পরিচারকেরা কেবল শিশুর প্রতি সর্ব্বদা ক্রোধ প্রকাশ করিবে এমত নহে, তাহারা পরস্পর অসদ্ব্যবহার করে ইহাও অত্যাবশ্যক। শিশুর সম্মুখে কেহ কুপিত ভাবে কথা কহিলে [illegible] ক্রোধ কাহার প্রতি প্রকাশ হইতেছে তাহা শিশু বুঝিতে না পারাতে তাহার মনে ভয়ের উদ্রেক হয়। সেইপ্রকার, কোন ব্যক্তিকে অন্যের প্রতি নিষ্ঠুরতা বা অন্যায়াচরণ করিতে দেখিলে শিশুর মনের শান্তিভঙ্গ ঘটে অর্থাৎ সে ব্যাকুল হয়। ইহার কারণ এই যে যেমন চক্ষুতে

আলো লাগিলেই দর্শনোৎপত্তি হয় কিন্তু ঐ আলো কি কারণে হইল তাহা জানিবার অপেক্ষায় দর্শনকার্য্য স্থগিত থাকে না; সেইরূপ উক্ত নিষ্ঠুরাচরণের কারণ না বুঝিয়াও শিশু তদ্দৃষ্টে কাতর হয়।

শিশুদিগকে শরীর, নীতি, ও ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষা প্রদানার্থ ইংলণ্ডে ও ইউরোপ খণ্ডের অন্যান্য দেশে যেপ্রকার শিশুবিদ্যালয় হইয়াছে এতদ্দেশে সেইপ্রকার বিদ্যালয় স্থাপিত করা অত্যাবশ্যক। উক্ত বিদ্যালয়ে শিশুগণ যে প্রণালীতে জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল করিতে এবং তাহাদের ক্রীড়াকালে পরস্পর সদ্ব্যবহার করিতে শিখে তদ্দ্বারা উহাদের মনে উৎকৃষ্ট ভাব সকলের স্ফূর্ত্তি জন্মে এবং সাহসজনক ব্যায়াম দ্বারা শারীরিক বল উৎপাদিত ও বর্দ্ধিত হয়। উক্ত বিদ্যালয়ে শিশুবৃন্দকে কোন মানসিক পরিশ্রম করান যায় না এবং পাঠশালাগৃহ মধ্যে নিতান্ত বদ্ধও রাখা যায় না; ফলতঃ বালকদের কৌতূহল বৃত্তি যাহা শৈশবকালে স্বভাবতঃ অতিশয় প্রবল থাকে, তাহারই চরিতার্থতা দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাহ্যবস্তু গুণানুভাবকতা শক্তির পরিচালনা হইয়া

…কে, অর্থাৎ নানাপ্রকার বস্তু বা তাহার প্রতিমূর্ত্তি শিশুর সম্মুখে উপস্থিত করত এই সকল বস্তুর বর্ণ, আকার, গুণ ও কর্ম্মোপযোগিতার বিষয় শিশুকে অবগত করা হয়।

যদি বল পিতা মাতা স্বগৃহে শিশুকে উক্তমত শিক্ষা দিতে পারেন বিদ্যালয়ে পাঠাইবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর এই যে প্রথমতঃ পিতা মাতা সর্ব্বদা বিষয় ও গৃহকার্য্যে ব্যস্ত থাকেন, এজন্য সন্তানকে যথানিয়মে শিক্ষা প্রদানে অপারগ। দ্বিতীয়তঃ অনেক পিতা মাতা শিশুকে কিরূপে সুশিক্ষিত করিতে হইবে তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ। তৃতীয়তঃ পরমেশ্বর আমাদিগকে যে সকল মানসিক বৃত্তি দিয়াছেন তাহা লোকের সহিত সংসর্গ ব্যতিরেকে বিশেষরূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় না। অতএব উক্ত বিদ্যালয়ে অনেক শিশু একত্র থাকাতে পরস্পর কৌশল দ্বারা মানসিক বৃত্তি সকলের যেরূপ স্ফূর্ত্তি হয় একাকী গৃহমধ্যে থাকিলে কদাচ সেরূপ হয় না।

পূর্ব্বের লিখিত বিবরণ পাঠে পিতা মাতা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, যে কোন বিষয় দ্বারা শিশুর ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা, তাহার আন্তরিক

কোন ভাব উদিত, কিম্বা তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়, সেই বিষয়টী শিশুর মানসিক অবস্থা পরিবর্ত্তন করিবার অর্থাৎ তাহার শিক্ষা জন্মিবার এক হেতু হইয়া উঠে। অতএব শিশু যে স্থানে বাস করে, যে প্রকার জল বায়ু সেবন করে, যে সকল বস্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, বাসগৃহমধ্যে যে সকল ব্যাপার যে ভাবে ঘটিয়া থাকে, এবং যে সকল খেলেনা লইয়া ক্রীড়া করে, এ সমস্ত কর্ত্তৃক তাহার শরীর ও মনের ইষ্টানিষ্ট ফল উৎপন্ন হয়। ফলতঃ, সুশিক্ষ মাতার যত্নে ঐ সকল বিষয় দ্বারা শিশুর আন্তরিক ভাব ও বুদ্ধিবৃত্তির সুশিক্ষা হইতে পারে। উদাহরণ—যদি শিশুর সন্নিকটে একটী কুক্কুর বা বিড়ালকে আদর করা যায় তবে উৎকণ্ঠাই তাহার মনে স্নেহভাব উদিত হইবেক এবং সেই ভাব সকল জীবের প্রতি থাকিতে পারিবেক। সেই প্রকার যদি কোন সুদৃশ্য বস্তু আনিয়া শিশুকে সূক্ষ্মরূপে নিরীক্ষণ করিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার মনোনিবেশ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধিশীল হইবেক, এবং অন্তঃকরণে এমত চমৎকার ভাবের আবির্ভাব হইবেক যে তাহা মহৎ ভাব বলিয়া জ্ঞান করা যাইতে পারে। সেই প্রকার শিশুর নিকটে কোন পরিবর্ত্তন

করিতে উৎসাহ প্রদান করেন, কেন না তাঁহারা শিশুর ক্রোধের প্রবলতা ও কার্য্য সাধনে অক্ষমতা দেখিয়া অত্যন্ত আমোদিত হয়েন। কিন্তু ঐরূপ করাতে তাঁহারা শিশুর নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল করিবার যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা এক বার অনুধাবনে করেন না। কোন কোন ব্যক্তি নিজ ভবনে বন্ধুগণের সমাগম হইলে তাঁহাদের আমোদ জন্মাইবার জন্য স্বীয় সন্তানের প্রতি কোন বিরক্তি-জনক কার্য্য করেন, তাহাতে সেই শিশু অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অন্যের প্রতি আঘাত ও খেলানা দ্রব্যাদি ভগ্ন করিতে থাকে। এরূপ কৌতুক করাতে শিশুর জিঘাংসা ও অনাদর বৃত্তি উত্তেজিত হয় এবং ভবিষ্যতে উক্ত জঘন্য অভ্যাস দ্বারা তাহার মনের শান্তি বিনষ্ট ও চরিত্র দূষিত হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা।

কোন কোন পিতা মাতা উক্ত প্রকার ভ্রমবশতঃ আপন আপন কুদৃষ্টান্ত দ্বারা সন্তানকে মিথ্যা কহিবার ও প্রবঞ্চনা করিবার দ্বারা শিক্ষা করান, কিন্তু সেই পিতা মাতা তাঁহাদের কদাচরণের অনুগামী হইবার অপরাধে স্বীয় সন্তানকে শাস্তি দিতে ক্ষান্ত হয়েন না। ইহার এক উদাহরণ লেখা

যাইতেছে। একটী শিশু অতি সামান্য দোষ করিয়া দণ্ডের ভয়ে তাহা অস্বীকার করিল, কিন্তু তাহার অপরাধ বিষয়ে কোন সংশয় না থাকাতে তাহার জননী এই বলিয়া দণ্ড দিলেন যে "তুমি মিথ্যা কহিয়াছ এজন্য তোমার প্রতি দণ্ড বিধান হইল, সত্য কহিলে তাহা হইত না।" অজ্ঞাতঃ এই ব্যাপারের কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বে উক্ত শিশুর সম্মুখে তাঁহার মাতা কোন বিষয়ে স্পষ্ট মিথ্যা কহিয়াছিলেন তাহা ঐ বালক বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিয়াছিল। এক্ষণে পাঠকবর্গ! বিবেচনা করিয়া দেখুন যে ঐ শিশু যখন দেখিল যে তাহার দণ্ডদাত্রী নিজে তদ্দোষে দূষিত, তখন ভবিষ্যতে দণ্ডভয়ে উক্ত কুকর্ম্ম হইতে কে বিরত থাকিবে ইহা কি প্রকারে আশা করা যাইতে পারে।

অতঃ উপরি লিখিত বিবরণ দ্বারা প্রতীতি হই তেছে যে শিশুকে সুনীতি সম্পন্ন করিতে হইলে যে ব্যক্তির প্রতি লালন পালনের ভার অর্পণ করা যায় অগ্রে তাহার সুশিক্ষা ও জ্ঞানবৃদ্ধি করা আবশ্যক, তাহা না হইলে উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারেনা। এ বিষয়ের এক দৃষ্টান্ত শ্রীযুক্ত কোষ সাহেব শতকে দেখিয়া নিজ গ্রন্থে

লখিয়াছেন তাহার বৃত্তান্ত এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল। এক দিবস তিনি নগরের পথে ভ্রমণ করিতেছিলেন, দেখিলেন যে তাঁহার কিঞ্চিৎ দূরে এক স্ত্রীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুইটী সুপরিচ্ছন্ন শিশু পরস্পর হস্ত ধারণ করিয়া যাইতেছে, রাস্তার মোড় ফিরিবার সময় দৈবাৎ একটী বালকের পদ স্খলিত হইয়া গর্ত্তমধ্যে পড়াতে সে কেবল আপনি আছাড় খাইল এমত নহে, নিজ ভ্রাতাকেও আপনার উপরে টানিয়া ফেলিল। কিন্তু এই ঘটনা দ্বারা কাহাকেও আঘাত লাগিলনা; এবং যে বালক প্রথমে পতিত হইয়াছিল সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া চিন্তিত ভাবে ভ্রাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যখন দেখিল যে তাহারও কোন কষ্ট হয় নাই বরং আমোদ জন্মিয়াছে, তখন সে হাস্য করিল। ইতোমধ্যে ঐ স্ত্রী মুখ ফিরাইয়া উক্ত ব্যাপার সমস্ত প্রত্যক্ষ করিল; কিন্তু ঐ বালকদ্বয় পরস্পর যে সদ্ভাব ও সন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করিল তাহাতে তুষ্ট না হইয়া উহাদের বস্ত্রে কিঞ্চিৎ ধূলি লাগিয়াছিল তদ্দ্বারা নিজ দোষ ব্যক্ত হইবেক এই বিবেচনায় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উভয় বালকের স্কন্ধ ধারণ করিয়া বলপূর্ব্বক নাড়া দিল, এবং প্রথম পতিত বালক অপর বালককে টানিয়া

ছিল এই অপরাধে তাহার রক্ষঃস্থলে অনেক প্রহার করিল। ইহাতে তৎক্ষণাৎ উভয় বালকের মুখ বিবর্ণ হইল। পূর্ব্বে যাহারা আহার্য্য খাইয়াও পর-স্পর স্নেহ ও আমোদ ভাবে প্রফুল্ল ছিল একণে তাহারা তৎপরিবর্ত্তে নিরুৎসাহ ও বিষণ্ণ হইল। পূর্ব্বে উদার স্বভাব ও নির্দ্দোষীর ন্যায় স্নেহ ও প্রেম সহকারে বিচরণ করিতেছিল, একণে যেন মহাপরাধী হইয়া নিষ্ঠুর বন্দীপালের সমভিব্যাহারে কারাবদ্ধ হইতে চলিতেছে।

ঐ স্ত্রী নিজে বিদ্যা ও জ্ঞান বিহীনা, তাহার উক্ত কোপ ও নির্দ্দয়তাচরণ বালকদ্বয়ের যে নিকৃষ্ট বৃত্তির [illegible] এবং ন্যায়পরতা বৃত্তির প্রতিকূল হইল তাহা সে উপলব্ধি করিতে পারিল না। তাহার [illegible] করিবার অভিপ্রায় এই যে বালক দ্বয়ের অমা-[illegible] ফলতঃ ঐরূপ ঘটনা আর যেন না হয়। [illegible] উক্ত ঘটনা তাহার নিজ দোষেই হইয়াছিল; [illegible] সতর্ক থাকিলে উহারা কখন পতিত হইত [illegible] ফলতঃ যদি ঐ স্ত্রী সুশিক্ষিত হইত তাহা হইলে সে কদাচ উক্তমত আচরণ করিত না। অত-[illegible] দলে স্ত্রীশিক্ষা কত দূর পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় তাহা উল্লিখিত বিবরণ পাঠে অনায়াসে প্রতীতি

হইবেক। যাবৎ আমাদিগের যোষাগণ সুশিক্ষিত না হয় তাবৎ আমাদের বহু যত্নেও সন্তানগণের সম্যক্ নীতিজ্ঞান ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সংসাধন দুরূহ।

পরমেশ্বর মনুষ্যের যেরূপ প্রকৃতি করিয়া দিয়াছেন তদ্দ্বারা আর একটী প্রধান উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঐ উপদেশ শিশুদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির শিক্ষা বিষয়ে নিতান্ত কর্ত্তব্য, অর্থাৎ শিশুর কোন বৃত্তি অত্যন্ত চালনা দ্বারা প্রবল ও কোন বৃত্তি অব্যবহার বশতঃ নিস্তেজ না করিয়া সমস্ত বৃত্তি যথা নিয়মে সঞ্চালিত করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে বিশেষরূপে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক, কেন না ইহাতেই সর্ব্বদা ভ্রম হইতে দেখা যায়। এবং আমরা নিঃসংশয় চিত্তে বলিতে পারি যে শৈশব কালে আত্মশ্লাঘা, আত্মাদর, সাবধানতা, জুগোপিষা, অনুচিকীর্ষা, ও আশ্চর্য্য এই সকল বৃত্তির চালনা বিষয়ে লোক যত চেষ্টিত হয়, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির পরিচালনার নিমিত্তে তত যত্নবান্ হইলে মানব-জাতি শীঘ্র ধর্ম্মনীতির পথে অনেক অগ্রসর হইতে পারিত। যে হেতু বাল্যকালে উৎকৃষ্টবৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তি অতি সহজেই হইয়া থাকে, এবং শিশুরা যদি উহাদের পিতা মাতা বা রক্ষকগণের উপদেশের

সহিত তাহাদের চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব সর্ব্বদা দেখিয়া চমৎকৃত না হইত তবে তাহাদের মনে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দিন দিন অধিকতর প্রবল হইত. এবং পরিশেষে তাহারা সেই সকল উৎকৃষ্ট বৃত্তির অধীনে থাকিয়া সকল কার্য্য করিতে পারিত। এই বাক্যের পোষকতায় পাঠকবর্গকে অবগত করা যাই-তেছে যে ইংলণ্ডদেশে উইলডস্পীন্, সৌ, বারড্রে-যেল্, প্রভৃতি বিচক্ষণ লোক উক্ত প্রাকৃতিক নিয়মা-নুসারে শিশু শিক্ষার পদ্ধতি করিয়া বিশেষরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

উল্লিখিত বিবরণানুসারে আমাদের বক্তব্য এই, যে কালে শিশুর মনে নানা প্রকার আন্তরিক ভাব উদয় হইতে আরম্ভ হয়, সেই কালাবধি ঐ সকলের উপযুক্ত চালনা দ্বারা তাহাকে নীতি শিক্ষা করান উচিত, এবং যাহাতে তাহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অনভ্যাস প্রযুক্তঃ নিস্তেজ ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি অধিকতর চালনা দ্বারা প্রবল না হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। শিশু শারীরিক ও মানসিক সংস্কার গ্রহণে যে অতিশয় তৎপর তাহা পরীক্ষা দ্বারা সুপ্র-মাণ হইয়াছে, তন্নিমিত্তে তাহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তির শিক্ষা বিষয়ে আমাদের অধিক সাবধান হওয়া উচিত,

কেন না যেমন চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা উৎকৃষ্টতা ও অনভ্যাস দ্বারা নিকৃষ্টত্ব প্রাপ্তি হয়, সেইরূপ আন্তরিক ভাব ও বৃত্তি সকলও পরিচালনা দ্বারা সবল ও চালনা অভাবে দুর্ব্বল হইতে পারে।

শিশুশিক্ষা বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার আর একটী প্রধান উপায় এই যে শিশুকে বিবিধ বিষয়ে নিযুক্ত রাখা আবশ্যক। শৈশবকালে শরীরের ধমনী সকল অতিশয় চঞ্চল থাকে এবং অতি সহজেই উত্তেজিত হয়, সুতরাং শিশুমনের একাগ্রতা অধিক ক্ষণ স্থায়ী হয় না। এবং যদি অনেক ক্ষণ কোন বিষয়ে তাহার মনোভিনিবেশ করাইবার চেষ্টা করা যায় তবে শীঘ্র অস্থির ও অধৈর্য্য হইয়া পড়ে। ইহাতে স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে সমগ্র মনোবৃত্তির যে পরিচালনা, আমাদের শিক্ষা ও জ্ঞানের উন্নতি কল্পে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা নিশ্চয়রূপে সম্পাদন হইবার জন্য শিশুকে নিরন্তর নানাবিধ কর্ম্ম ও ক্রীড়াতে নিযুক্ত রাখা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত। এই হেতু যদি কোন বালক এক বিষয়ে অধিক ক্ষণ মনঃসংযোগ করিবার ক্ষমতা প্রকাশ করে, তাহা হইলে বরং আমাদের ভীত হওয়া

উচিত, কেননা ঐ রূপ শক্তি শৈশব কালের নিতান্ত অনুপযুক্ত। শিশু পাঁচ বা ছয় মাসের হইলেই সতত দৃষ্টিপাত, কর্ণপাত, স্পর্শ, নড়ন চড়ন ইত্যাদি কার্য্য করিতে থাকে, এবং নানা প্রকার আন্তরিক ভাব দ্বারা তাহার মুখভঙ্গি ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। যথা এক সময় স্বীয় জননীকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিবা মাত্র স্নেহভরে হাস্য করিতেছে; তৎপর ক্ষণে আপন হস্ত পদাদির মাংসপেশীর চালনা দ্বারা সুখে ক্রীড়া করিতেছে, তৃতীয় ক্ষণে কোন নূতন দ্রব্য হস্তে ধারণ কিম্বা তাহার রসাস্বাদন করিয়া নিজ আশ্চর্য্য ও কৌতূহল প্রবৃত্তির চরিতার্থতা জনিত আহ্লাদে মগ্ন হইতেছে, পর ক্ষণে কোন বাঞ্ছিত বিষয়ে বাধা পাইয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে; তৎপরে অল্প বয়স্ক সহোদর বা সহোদরাকে হঠাৎ দেখিতে পাইয়া স্নেহে পুলকিত হইতেছে; এবং পরিশেষে কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া ভয়ে সঙ্কুচিত হইতেছে। এই প্রকারে শিশুর মানসিক ভাব মুহুর্মুহুঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ইহা সত্য বটে যে শিশু আপন মনের ভাব বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে পারে না, এবং ঐ ভাবের পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন

অমনোযোগী দর্শকের হঠাৎ বোধগম্য হয় না; কিন্তু জননী বুদ্ধিমতী হইলে শিশুর প্রত্যেক মানসিক ভাব স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন। অতএব যদি কেহ শিশুমনে উক্তমত নানা প্রকার বিচিত্র ভাবের উদয় হওয়া অস্বীকার না করেন তবে তিনি কিঞ্চিন্মাত্র বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে শিশুর ঐ সকল ভাব সৎপথে ধাবিত হইলে এবং তাহার মনে সর্ব্বদা সদ্ভাবের উদয় হয় এরূপ সদুপায় করিয়া দিলে শিশু ও তাহার মাতার ভাবী সুখ সাধন পক্ষে কত উপকার হয়। অতএব ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সম্পাদন জন্য বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা যেরূপ আবশ্যক, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও দার্ঢ্যোৎপাদন নিমিত্ত তৎসম্বন্ধীয় বৃত্তি সকল উপযুক্ত বিষয়ে সঞ্চালিত করা তদ্রূপ প্রয়োজনীয়, এবং শিশুর অভ্যাস বা লালন পালনের দোষে তাহার কতক বৃত্তি সবল ও কতক বৃত্তি দুর্ব্বল হইলে নিশ্চয় হানি হইবেক। ফলতঃ যে স্থলে শিশু সঙ্গী পায় না, এবং প্রতিদিন এক ভাবে যাপন করে, সেই স্থলেই উক্ত দোষ ঘটিয়া থাকে, সেই হেতুক ঐ দোষ নিবারণের বিশেষ চেষ্টা করা বিধেয়।)

শৈশব কালে সকল মানসিক বৃত্তির একবারে বা সমানরূপে স্ফূর্ত্তি জন্মে না, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ঐ সকল স্ফূরিত হইয়া থাকে, এজন্য কোন্ সময়ে কোন্ কোন্ বৃত্তি কি পরিমাণে স্ফূর্ত্তি ও পরিপক্কতা প্রাপ্ত হইল তাহা বিবেচনা করিয়া ঐ সকলের চালনা করান কর্ত্তব্য। সকলেই অবগত আছেন যে সমুদায় বাহ্যেন্দ্রিয় একবারে বা সমানরূপে স্ফুরিত না হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পায়; অন্তরিন্দ্রিয়ও সেই রূপ জানিবে অর্থাৎ তাহারাও ক্রমে ক্রমে স্ফুরিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এক্ষণকার শিক্ষা কার্য্যে উক্ত বিষয়ের প্রতি যে দৃষ্টি থাকে না তাহার কিঞ্চিৎ উদাহরণ নিম্নে লেখা গেল।

জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের মধ্যে যে ইন্দ্রিয় যে পরিমাণে পরিপক্ক হয় সেই পরিমাণে সেই ইন্দ্রিয় ঘটিত বিষয়ের জ্ঞান লাভের ক্ষমতা জন্মে। কোন কোন জীব ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র স্পষ্টরূপে দর্শন ও শ্রবণ করিতে সক্ষম হয়, তাহার কারণ এই যে সেই সেই জীবের দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের অবয়বতৎকালে সম্পূর্ণ থাকে। আবার কোন কোন জীব জন্মিয়া কিয়দ্দিবস অন্ধ থাকে, তাহার পর অল্পে অল্পে

দেখিতে পায়। মনুষ্যেতেও সেইরূপ দেখা যায়, অর্থাৎ শিশুর দর্শন ও শ্রবণ শক্তি হইবার অগ্রে স্পর্শ জ্ঞান হয়, এবং গন্ধের বোধ জন্মিবার অগ্রে দর্শন ও শ্রবণ করিতে পারগ হয়। ফলতঃ উক্ত ইন্দ্রিয়গণের অবস্থা অনুসারেই এরূপ ঘটিয়া থাকে, কেননা শিশুর চক্ষু ও কর্ণ পরিপক্ক হইবার অগ্রে স্পর্শেন্দ্রিয়ের ধমনী সকল উত্তম রূপে স্ফুরিত হয়, এবং যে কালে চক্ষু ও কর্ণের অবয়ব পূর্ণ হয় সেকালে নাসিকা ক্ষুদ্র ও অবনত এবং তাহার ছিদ্র অপ্রশস্ত থাকে।

অতএব প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের অবস্থার সহিত তাহার কার্য্যের উক্ত প্রকার সম্বন্ধ নিবন্ধন হেতু যে পরিমাণে যে ইন্দ্রিয়ের অবয়ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে তদিন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্তির ক্ষমতাও বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই নিয়মানুসারে প্রথমে শিশু কোন বস্তু হইতে বেদনা প্রাপ্ত হইলেই স্বীয় শরীর সঙ্কোচ করে, অর্থাৎ শি[illegible] উঠে। ক্রমে যে দিক্ হইতে আলোক আ[illegible] সেই দিকে চক্ষু ফিরাইতে আরম্ভ করে; (তৎপরে উজ্জ্বল ও চাকচক্যবিশিষ্ট বস্তু, তদনন্তর প্রখর বর্ণের দ্রব্য কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়;) পরিশেষে শিশু

আলো ও বর্ণের কিঞ্চিৎ তারতম্য দেখিয়া বস্তুর অস্তিত্ব, পরিমাণ ও আকার উপলব্ধি করিতে পারে। শ্রবণেন্দ্রিয়েরও কার্য্য প্রায় ঐ মত নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রথমে হঠাৎ কোন শব্দ শুনিলে চমকিয়া উঠে; পরে ইচ্ছা পূর্ব্বক শব্দ শুনিতে থাকে, কিন্তু কোন্ বস্তু বা কোন্ দিক্ হইতে ঐ শব্দ আসিতেছে তাহা তখন বুঝিতে পারে না। কিয়ৎ কাল পরে শব্দের পারিপাট্য অনুসারে তাহার চিত্তাকর্ষণ হইতে থাকে, এবং (শব্দের মধুরত্ব ও মিল শুনিতে এবং স্বয়ং শব্দ করিতে ভাল বাসে)।

শিশুর ক্রমশঃ জ্ঞানবৃদ্ধির যে আশ্চর্য্য বিবরণ উপরে লিখিত হইল, কেবল অধিকতর অভ্যাভিনিবেশ তাহার কারণ নহে, জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের উন্নতাবস্থাও আবশ্যক করে। তাহা না হইলে শিশু তিন সপ্তাহ বয়সে বর্ণভেদ করিতে যেরূপ অক্ষম থাকে, তিন বৎসর বয়স্ক হইলেও সেইরূপ অক্ষম থাকিত। পক্ষান্তরে, দেখ যদি আলোক হইতে চক্ষুকে একবারে বঞ্চিত রাখা যায়, এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে সঞ্চালিত করিতে না দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ ইন্দ্রিয় নিচয়ের স্ফূর্ত্তির পক্ষে

যথেষ্ট ব্যাঘাত ও তাহাদের মনেরও বিশেষ হানি হইবে। (এই হেতু আমাদের শিক্ষা কার্য্যে উক্ত দুইটী বিষয় বিবেচনা করিয়া, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অবস্থানুসারে, তাহার চালনার বিধান করিতে হইবেক।)

পূর্ব্বে যে সকল অন্তরিন্দ্রিয় অর্থাৎ মানসিক বৃত্তির নামোল্লেখ করা গিয়াছে তাহাদের কার্য্যের প্রতি মনোযোগ করিলে অনায়াসে জানিতে পারা-যায়, যে ঐ সকলের স্ফূর্ত্তি এককালে হয় না অর্থাৎ কোন বৃত্তি অগ্রে ও কোন বৃত্তি পশ্চাৎ প্রকাশ পাইতে থাকে। এবং যে যে বৃত্তির কার্য্য অগ্রে আরম্ভ হয়, সেই সেই বৃত্তি অন্যান্য বৃত্তি অপেক্ষা অগ্রে পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয়। যথা (শিশুর বিবেক শক্তি জন্মিবার অনেক পূর্ব্বে বাহ্যবস্তুর আকারাদি গুণ অনুভব করিবার ক্ষমতা হয়, কেননা বিবেক বৃত্তি যে উপমিতি ও অনুমিতি তাহার অগ্রে বাহ্য বস্তুর গুণজ্ঞাপক আকারানুভাবকতা বৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তি জন্মে।) সেই হেতু শিশুর মনে ন্যায়পরতা, স্ব, লোকানুরাগপ্রিয়তা, কিম্বা অর্জনস্পৃহা বৃত্তির উদয় হইবার পূর্ব্বে স্নেহ, দয়া ইত্যাদি আন্তরিক ভাবের উদ্রেক হয় এবং ঐ সকল ভাব অন্য ব্যক্তিতে দেখিলেও বুঝিতে পারে। এবং যৌবনাবস্থা না হইলে কাম

বৃত্তি স্ফুরিত হয় না; ফলতঃ শিশুদিগের অনুচিকীর্ষা বৃত্তি অতি শীঘ্র প্রকাশ পায়, অর্থাৎ যে যে সকল ব্যক্তির দ্বারা সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত থাকে, তাহাদের ন্যায় কার্য্য করিতে অবিরত যত্নবান্ হয়। ইহাতে যদি এ বৃত্তিকে সৎপথে সঞ্চালিত করা না যায়, তাহা হইলে শিশুর কুসংস্কার অবশ্য জন্মিতে পারে।

প্রত্যেক মানসিক বৃত্তি যথা নিয়মে সঞ্চালিত হইলেই সুখোদ্ভব হয়, তন্নিমিত্ত শিশুকে নির্ম্মল সুখভোগ করাইবার প্রকৃত উপায় এই যে তাহার সমস্ত মনোবৃত্তি উপযুক্ত বিষয়ে সঞ্চালিত করিতে দেওয়া হয়। অনেক ব্যক্তি মনের যথার্থ প্রকৃতি না জানিয়া উক্ত নিয়মের বিপরীত কার্য্য করেন অর্থাৎ তাহারা এক বার শিশুকে কাতুর কুতুর দিয়া, দ্বিতীয় বার নাচাইয়া বা দোলাইয়া, তৃতীয় বার কোন অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইয়া আমোদিত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু শিশুর চরিত্র নির্ম্মাণ পক্ষে তাহাকে স্বয়ং কার্য্য করিতে এবং আপনাকে আপনার অধীনে রাখিতে দেওয়া কত দূর আবশ্যক তাহা তাঁহারা প্রায় অবগত নহেন। শিশুর বিষয়ে তাঁহারা স্বয়ং অত্যন্ত কর্ত্তৃত্ব ও চিন্তা প্রকাশ

করেন, নয়ত অত্যন্ত অমনোযোগী হয়েন; তাঁহারা হয়ত কর্ত্তব্যতার অতিরিক্ত কার্য্য করেন, নয়ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের কিছুই করেন না এবং প্রকৃতিকেও কার্য্য করিতে দেন না। পূর্ব্বোক্ত ফ্রান্স্‌দেশীয় বিদ্যাবতী স্ত্রী এ বিষয়ে যে যথার্থ উক্তি করিয়াছেন তাহা নিম্নে লেখা যাইতেছে।

"আমি বোধ করি, শিশুদিগকে আমরা সর্ব্বদা অত্যন্ত নাড়া চাড়া করিয়া থাকি। যদিও তাহাদিগকে স্থির ভাবে রাখিয়া অলসস্বভাব করা অকর্ত্তব্য, যে হেতু আলস্য জীবনের এক প্রকার তন্দ্রা স্বরূপ, তথাপি অভিনব কুমারের নিকট একবারে নানাবিধ বিষয় উপস্থিত করিয়া তাহাকে বিরক্ত করাই উক্ত রোগোৎপত্তির কারণ, অর্থাৎ একের আতিশয্যে তদ্বিপরীত অপরের উৎপত্তি হয়। অতএব শিশুর মন ঈষৎ চাঞ্চল্য অবস্থাতেই অধিক কাল রাখা যাইতে পারে। শিশু প্রথমে যত মনের শান্তি ভোগ করিবে পশ্চাৎও তত সুখী হইবে। এই প্রকার স্বভাবই স্থায়ী হইতে পারে; নচেৎ মনের অত্যন্ত উত্তেজনার সহিত যে সুখোৎপত্তি হয় তাহা কদাচ স্থায়ী হইতে পারে না। যে সকল শিশু অতিশয় আমোদপ্রিয়, তাহাদেরও

হর্ষভাব কিয়ৎ কাল মাত্র স্থায়ী হইয়া থাকে। শিশু-দিগের হর্ষোৎপত্তি হওয়া ভাল, এজন্য কখন কখন ধীরে ধীরে তাহাদের হর্ষোৎপাদন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এক বার হর্ষ উপস্থিত হইলে তাহার আতিশয্য হইতে না দেওয়া উচিত, কেননা অত্যন্ত হর্ষের সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর জল আইসে এবং তদ্দ্বারা শরীরের সূক্ষ্ম শিরা সকল আশ্রিত হইয়া হর্ষের বিপরীত বিষাদ উপস্থিত করে।

পিতা মাতা শিশু সন্তানের সুখ উত্তেজিত ও আমোদিত করিবার জন্য অনবরত যত্ন প্রকাশ করাতে যে অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা সর্ব্বদা দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে, এবং অনেক স্থলে তদ্দ্বারা শিশুর চিরকাল ভীরুস্বভাব হইবার সূত্রপাত ও পরিশেষে তাহার মানসিক ও শারীরিক গুরুতর ক্লেশের নিদান হইয়াছে। উক্তমত কার্য্য সন্তানের নীতিপক্ষেও হানিকর হইবে, কেননা তাহাতে কেবল স্বার্থপরতা ভাব সকলের অভ্যাসবৃদ্ধি, পূর্ব্বক সর্ব্বদাই দেখিবে যে উহার চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত লোক তাহার প্রতি অনবরত যত্ন করিতেছে, এবং তাহা-দের হইতে আপন সুখ স্বচ্ছন্দতার উপকরণ লাভ করিবার নিমিত্ত প্রত্যাশা করে, এবং অন্যের সুখের

করে যে তাহারা কেবল উহারই শুশ্রূষা ও বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য উপস্থিত আছে। উক্ত প্রকারে শিশুর স্বার্থের বৃত্তি অতি শীঘ্র প্রশ্রয় পাইয়া দিন দিন প্রবল ও অনিবার্য্য হইতে থাকিবে, এবং সে যত প্রভুত্ব পাইবে তত অন্যায়াচরণে ক্ষমতা প্রকাশ করিবে, পরিশেষে পরিবারমধ্যে একটী ক্ষুদ্র অত্যাচারী ভূপতি হইয়া উঠিবে। ইতোমধ্যে মাতা, যিনি সন্তান হইতে উত্তরকালে যথেষ্ট ভক্তি ও সম্মান পাইবার আশয়ে তাহার সন্তোষার্থ অপরিমিত স্নেহ বিতরণ করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে কেবল ঔদাস্য ও তাচ্ছল্য ভাব দেখিয়া ব্যথিত হৃদয় ও হতাশ হন। কিন্তু এপ্রকার ঘটনা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যে হেতু প্রত্যেক মানসিক বৃত্তি সঞ্চালন দ্বারা প্রবল হইবে ইহা পরমেশ্বরের নিয়ম, এবং সন্তানের নিতান্ত ইচ্ছানত কার্য্য করাই উক্ত অনর্থের মূল, কেননা সেরূপ কার্য্য কেবল আত্মাদর ও প্রভুতাকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধিকর ও প্রেমভাবের বিরোধী হয়। (অতএব যে বালক অত্যন্ত আদর দ্বারা অপকৃষ্ট হইয়া যায়, তাহার চরিত্রে প্রেম ভাবের পরিবর্ত্তে অহঙ্কার ও স্বার্থপরতা যে প্রবীণ হইবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।)

অপিচ, যদি বালকদিগের সহিত আলাপকালে আমরা কেবল তাহাদের বাসনা, কার্য্য, পরিচ্ছদ ও দৃশ্যের প্রতি মনোযোগ করি; কিন্তু যাহাতে অন্যের প্রতি উহাদের দয়া ও সদ্ভাবের উদয় হয়, কিম্বা উপস্থিত আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়াও কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে সুখানুভব করিতে পারে তাহার কোন চেষ্টা না করি, তবে উহারা যে সর্ব্বদা স্বার্থচিন্তা করিবে উহা কি বিচিত্র। আমরা কার্য্য দ্বারা উহাদিগকে স্বার্থপরতা শিখাই অথচ তাহারা স্বার্থপর হইলে ক্ষুব্ধ হই। কিন্তু স্বভাবতঃ শিশু অবাধ্য ও স্বার্থপর নহে, এবং অত্যল্প বয়স হইতে আপনাকে পরাধীন জ্ঞান করে। ইহাতে সে যথা নিয়মে লালিত পালিত হইলে কেবল যে বাৎসল্যের ঋণ ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা সহকারে পরিশোধ করিবে এমত নহে, বরং যাঁহারা কার্য্য দ্বারা উহার প্রীতিপাত্র হইয়াছেন তাঁহাদের সন্তোষার্থ নিজ বাঞ্ছিত বিষয়ও পরিত্যাগ করিতে বিমুখ হইবে না। আর যদি মাতা অকৃত্রিম স্নেহ প্রকাশ না করেন, এবং স্বীয় মানসিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত শিশুর অবিহিত ইচ্ছা নিবারণ করিতে না পারিয়া তাহার অভিমত কার্য্য করেন, তবে

শিশুর মনে স্নিগ্ধ ভাবের অভাব অবশ্য হইবে অর্থাৎ তাহার নিকৃষ্ট বৃত্তি সকলের প্রবলতা ও উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকলের ক্ষীণতা হইবে। উক্ত প্রকারে পালন করাতে শিশু এরূপ নিকৃষ্ট স্বভাব ও অবাধ্য হইয়া উঠে যে তাহার বিবরণ পিতা মাতার নিকট শ্রবণ করিলে আন্তরিক দুঃখিত হইতে হয়।

কিন্তু যদি শিশুকে প্রথম হইতে স্নেহাতিপ্রায় সদ্বিবেচনা সহকারে উৎকৃষ্ট নীতি সম্মত নিয়মে পালিত করা যায়, তাহা হইলে উপরের লিখিত দৃষ্টান্ত হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত ফল দর্শিতে পারে। অতএব মাতার কর্ত্তব্য যে সন্তানের শুদ্ধ স্বার্থপর বাসনা যথোচিত রূপে দমন করেন, এবং কোন কুকর্ম্ম করিতে উদ্যত হইলে তাহা দৃঢ়রূপে নিবারণ করেন। কিন্তু বিহিত সুখাভিলাষ প্রকাশ করিলে প্রফুল্ল চিত্তে তাহা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ইহা হইলে শিশু মাতার প্রতি কেবল প্রীতি প্রকাশ করিবে এমত নহে, বরং মাতার অকৃত্রিম স্নেহ ও সদভিপ্রায়ের প্রতি তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে, কিন্তু তাহা পূর্ব্বোক্ত স্থলে কদাপি ঘটিতে পারে না।

শিশুশিক্ষা বিষয়ে আর একটী কথা উল্লেখ

করিতে অবশিষ্ট আছে তাহা এক্ষণে সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে। পরমেশ্বর শারীরিক ও মানসিক কার্য্য সুনির্ব্বাহার্থ যে সকল নিয়ম সংস্থাপিত করিয়াছেন সেই সমস্ত নিয়মানুসারে মনুষ্যের বৃত্তি সকল স্ফুরিত ও তাহার চরিত্র নির্ম্মিত হয়, এবং শরীর বা মনের স্বভাব সংশোধন করিতে হইলে পরমেশ্বরের উক্ত সমুদায় নিয়ম অবলম্বন করিলেই আমরা কৃতকার্য্য হই। যে নিয়ম অনুসারে যে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্পন্ন হয় সেই নিয়ম সংরক্ষণ পূর্ব্বক তদিন্দ্রিয়ের কার্য্যের ন্যূনাধিক্য বা উৎকর্ষ সাধন করিতে পারা যায়, কিন্তু সেই কার্য্যের স্বরূপ কদাচ বিলুপ্ত অথবা কোন নূতন কার্য্য সৃষ্ট হইতে পারে না। যথা উক্ত নিয়মমত পালন দ্বারা ব্যাঘ্রেরও উগ্র স্বভাবের কিঞ্চিৎ খর্ব্বতা করিতে পারা যায়, কিন্তু যেমন ব্যাঘ্রের চর্ম্মের বিচিত্র চিহ্ন কোন প্রকারে বিলুপ্ত করিতে পারা যায় না সেইরূপ তাহার জিঘাংসা বৃত্তিরও একেবারে উচ্ছেদ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কোন উৎকৃষ্ট বৃত্তির আবির্ভাব করিয়া দিতে পারা যায় না। মনুষ্যের শিক্ষা বিষয়ও তদ্রূপ জানিবে; অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে সুশিক্ষিত করিতে হইলে সেই

ব্যক্তির অবস্থা, বিবেচনা করিয়া এমত উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবেক যে তাহা প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত সম্পূর্ণরূপে ঐক্য হয় তাহা হইলেই আমাদের উদ্যোগ সফল হইবেক।)

মানব প্রকৃতির অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ বিষয়ে উক্ত নিয়ম সম্পূর্ণরূপ অবহেলন হইতে দেখা যায়। কোন কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কথার ভঙ্গিতে এরূপ বোধ হইয়া থাকে যে তাঁহারা ইচ্ছামত মনের এক ধর্ম্ম নির্ম্মূল ও অপর ধর্ম্ম সংস্থাপিত করিতে পারেন, অথচ উক্ত অভিপ্রায় সিদ্ধি জন্য তাঁহাদিগকে অতি অযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে দেখা যায়। এ বিষয় পাঠকবর্গের বোধ সৌকর্য্যার্থ দর্শনেন্দ্রিয় বিষয়ে একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

পরমেশ্বর দর্শন কার্য্য নির্ব্বাহার্থ চক্ষুর যেরূপ বিশেষ গঠন করিয়াছেন, তাহার এক নিয়ম এই যে পরিষ্কার দর্শন প্রাপ্তি জন্য পরিমিত আলোকের প্রয়োজন করে, এবং চক্ষুকে সর্ব্বদা দর্শন কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে হইবেক। কিন্তু চক্ষুতে অত্যন্ত প্রখর আলোক লাগিতে দিলে অথবা অতি সূক্ষ্মবস্তু অধিক ক্ষণ নিরীক্ষণ করিলে

চক্ষুর পীড়া জন্মিয়া দর্শনশক্তির হানি হইবেক, কিম্বা যদি অধিককাল আলোকের অভাবে চক্ষু দর্শন কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকে অথবা যথা নিয়মে সঞ্চালিত না হয়, তাহা হইলেও চক্ষু বিকৃত হইয়া দর্শনশক্তির হ্রাস জন্মে। ফলতঃ, (যদি চক্ষুকে উপযুক্ত মতে ও যথা নিয়মে পরিচালিত করা যায়, ও তাহাতে অতি প্রখর কিম্বা অতি ক্ষীণ আলোক লাগিতে না দেওয়া যায়, এবং তাহাকে অতি দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত দর্শন কার্য্যে নিযুক্ত রাখা না যায়; তাহা হইলে দর্শনেন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ ও সতেজ হইবেক), কেন না উক্ত প্রকার কার্য্য করিলে উল্লিখিত ইন্দ্রিয়ের প্রাকৃতিক নিয়ম সকলের সম্পূর্ণ পালন হইয়া চক্ষুর স্বাস্থ্যোৎপাদন হইবেক। আর যদি উল্লিখিত নিয়ম সকল সম্পূর্ণরূপে অবহেলন করাইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টির গুণ কেবল উপদেশ দ্বারা বোধগম্য করাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের কেবল অজ্ঞানতা ও আত্মশ্লাঘা প্রকাশ পাইবে, এবং অভীষ্টসিদ্ধি না হওয়াই আমাদের উপযুক্ত পুরস্কার হইবেক। (উক্তমত কার্য্য করিলে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি বলবান্ হইবে বটে কিন্তু [illegible] উৎকর্ষ সম্পাদন করা হইবেক না)

আমাদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সম্প্রদায়ের পক্ষে উক্ত নিয়ম সম্পূর্ণরূপে খাটিবেক। পরমেশ্বর মনুষ্যের মনে প্রত্যেক বৃত্তি নিহিত করিয়া তাহার বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ বিশেষ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে আমরা শিক্ষা দ্বারা কোন নূতন বৃত্তি বা নূতন শক্তি উৎপাদন করিতে কদাচ সমর্থ হই না। মনুষ্য যখন বুঝিতে পারিবেন যে মানবজাতি ও জগৎ প্রথমাবধি পরস্পর নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধে নিবদ্ধ আছে, এবং এক জ্ঞানবান্ ও করুণাময় পুরুষের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম দ্বারা শাসিত হইতেছে, তখনই তিনি মনুষ্য নামের যথার্থ অধিকারী হইবেন। যদিও তাঁহার নিয়ম সকল সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে অবগত হওয়া মনুষ্যের অসাধ্য, তথাপি নম্র ভাবে তাহার অনুশীলন, এবং কৃতজ্ঞতা সহকারে ও ভক্তিপূর্ব্বক তাহার প্রশংসা ও পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিধাতা জীবযাত্রা নির্ব্বাহার্থ নিয়ম সমূহের মধ্যে যে শুভাভিপ্রায় সৃষ্টির সর্ব্বাংশে স্বহস্তে স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূর্ণ করিতে চেষ্টা করে সে ব্যক্তি সুখ স্বচ্ছন্দতা ও উৎকৃষ্টতা লাভ করিবে, সন্দেহ

যাহাহউক আর যে ব্যক্তি গর্ব্বিত ভাবে স্বীয় সীমা অতিক্রম করিয়া স্বকপোলকল্পিত নিয়মানুসারে মনুষ্যের স্বভাব নির্ম্মিত করিবার চেষ্টা করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় দুঃখ ও ক্লেশ ভাজন হইবে।

## চতুর্থ অধ্যায়।

### শিশুশিক্ষার বীজ।

“শিশুর প্রতি নিয়ত মনোযোগ করা, যথাসাধ্য তাহার প্রতি একরূপ ব্যবহার করা, তাহার প্রয়োজন যথার্থ হইলে তাহা তুচ্ছ না করা, ও কাল্পনিক হইলে না শুনা” এই প্রাচীন সূত্রটী দৃঢ়রূপে অবলম্বন করা মাতার কর্ত্তব্য।

উক্ত নিয়ম পালন করিলে মাতার পক্ষে এই উপকার দর্শে যে তাঁহার সাংসারিক কার্য্যের অধিক ব্যাঘাত হয় না; রাগ প্রকাশ করিবার অল্প প্রবৃত্তি জন্মে; তাঁহাকে বার বার বিরক্ত করিলেও ক্রোধোদয় হয় না; সর্ব্ব সময়ে সন্তানের সহিত

মালাপনে যথার্থ সন্তোষ লাভ হয় ; এবং তাহার ালন পালনে যে ক্লেশ তাহা ক্লেশই বোধ রে না।

উল্লিখিত নিয়ম অবলম্বনে শিশুর পক্ষে অধিক র উপকার দর্শে। প্রথমতঃ, শিশুর প্রয়োজন অল্প হয় এবং তাহা সহজে প্রাপ্ত হইতে পারে; ইহা অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যের চিহ্ন আর কি আছে। কিন্তু মাতা যদি উক্ত নিয়ম অবহেলন করেন অর্থাৎ যদি তিনি শিশুকে অপরিমিত আদর দিতে প্রবৃত্ত হয়েন তাহা হইলে তাঁহার এই অবিবেচনার ফল শীঘ্র প্রকাশ পাইবে, অর্থাৎ মাতা সর্ব্বদা অসুখী হইবেন অথচ সন্তানেরও সন্তোষ জন্মিবে না। তিনি নিজ শান্তি বিসর্জন করিবেন অথচ সন্তানের সুখোৎপাদন করিতে ক্ষম হইবেন না।

আমরা সকলেই যে মহাজ্ঞানী হইব তাহা কদাচ আশা করা যাইতে পারে না, কিন্তু আমরা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিব ইহা অবশ্যই প্রত্যাশা করা যায়। অতএব তাহার প্রধান লক্ষণ এই যে "অল্প আশা কর এবং তদপেক্ষা অল্প লাভে পরিতুষ্ট হও।"

মনুষ্য রিপুগণের বশীভূত হইলে যেরূপ ব্যবহার করে, শিশু কামনাবিশিষ্ট ও অধৈর্য্য হইলেও ঠিক তদনুরূপ কার্য্য করে। লোকে সচরাচর কহিয়া থাকে যে আমাদের রিপুগণ জ্ঞান দ্বারা শাসিত ও বাসনা সকল বিবেচনা দ্বারা আয়ত্ত হইবে; কিন্তু যে কালে জ্ঞান ও বিবেচনা কিছুই নাই সে কালে করুণাময় পরমেশ্বর তদুভয়ের স্থলে অধিক বলবান্ উপায়—মাতৃস্নেহ—বিধান করিয়াছেন।

যুক্তি দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জানিতে পারিবার অনেক পূর্ব্বে শিশুর অন্তঃকরণে স্নেহের প্রাদুর্ভাব হয় এবং সেই স্নেহ লাভ করিবার যেমন উপযুক্ত পাত্র মাতা, তেমন আর কেহ নাই। অতএব শিশুশিক্ষা বিষয়ে মাতার প্রেম অতি বলবদুপায় ও স্নেহই তাহার মূলীভূত কারণ।

শিশু যদি শান্ত ভাবে থাকে ও অধৈর্য্য বা উপদ্রবী না হয়, তবে তাহা কেবল জননীর প্রেমপ্রসূত হইয়াছে বোধ করিতে হইবেক। কোন ব্যক্তির শাসনের ভয়ে কার্য্য করাতে ও তাহার অনুরোধে কার্য্য করাতে কি বিভিন্নতা তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক অনুধাবন করিলেই মাতা বুঝিতে

পারিবেন। প্রথম প্রকার কার্য্য বিবেচনা দ্বারা ও দ্বিতীয় প্রকার কার্য্য স্নেহ বশতঃ সম্পাদিত হয়।

শিশু যদি মাতার অভিমত কার্য্য করে তাহা হইলে দুইটী বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, প্রথম, জননীর প্রতি প্রেম; দ্বিতীয়, তাঁহার প্রতি বিশ্বাস। প্রেমের প্রমাণ এই যে অন্যকে তুষ্ট করিবার যে বাঞ্ছা তাহা শিশু প্রথমে মাতার প্রতিই প্রকাশ করে। তার বিশ্বাসের চিহ্ন এই যে যদি শিশুকে তাচ্ছীল্য না করা যায়, অর্থাৎ তাহার প্রয়োজনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে মনোযোগ দেওয়া যায়, এবং কঠিন ভ্রুকুটী প্রদর্শনের পরিবর্ত্তে স্নেহযুক্ত ঈষৎহাস্য করা যায় তবে মাতাকে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী বুঝিয়া তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপিত হইবেক এবং তাহা হইলেই শিশু শান্ত ও সৎস্বভাব হইবেক; তদ্বিপরীত ব্যবহার দেখিলে সে অবিশ্বাস বশতঃ স্বীয় বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য অধৈর্য্য হইবে এবং বাঞ্ছিত বস্তু প্রাপ্ত হইলেও তাহার লোভ নিবারণ হইবে না।

শিশুর অন্তঃকরণে প্রেম ও বিশ্বাস এক বার স্থান পাইলে তাহা যথাসাধ্য রক্ষা ও দৃঢ় ও উন্নত করা মাতার অতি কর্ত্তব্য। তন্নিমিত্তে তিনি এরূপ যত্ন

করিবেন যেন তাঁহার কার্য্য দ্বারা সন্তানের প্রেম ও বিশ্বাস অনবরত বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তিনি যেন ক্ষণকালের নিমিত্তেও কিঞ্চিন্মাত্র রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ না করেন, কেন না অতিতুচ্ছ বিষয়েও শিশুর মন কি পর্য্যন্ত বিচলিত হইতে পারে তাহা বলা যায় না। শিশু কোন কার্য্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে কিম্বা তাহার ফল অগ্রে অনুভব করিতে পারে না, এবং অতীত বিষয়ের যৎ কিঞ্চিৎ সংস্কার ভিন্ন ভবিষ্যতের কোন জ্ঞান রাখে না; সুতরাং তাহার মন কেবল বর্ত্তমান দুঃখে কাতর ও বর্ত্তমান সুখে পুলকিত হয়।

যদি শিশুর জ্ঞান সঞ্চয়, বুদ্ধিবৃত্তির স্ফূর্ত্তি, ও ধর্ম্মনীতির যথার্থ বীজ হৃদয়ঙ্গম হওয়া আবশ্যক হয়, তবে তাহার অন্তঃকরণের ভাব সকলকে সৎপথে আনিয়া নির্ম্মল ও উন্নত করা অত্যন্ত আবশ্যক; এবং এই উদ্দেশে যত শীঘ্র কার্য্য আরম্ভ হয় ততই ভাল।

কিন্তু মাতা প্রথমে আপন অন্তঃকরণকে ধর্ম্মের অনুগামী না করিলে তিনি সন্তানের বিকশিত মনোবৃত্তি সকলকে ধর্ম্মপথে আনিতে কদাচ ক্ষম হইবেন না। যদি তাঁহার মনে অগ্রে ঈশ্বরপ্রেম ও ধর্ম্ম-

বিশ্বাস স্থান না পায় তবে তিনি নিজ সন্তানের চিত্তক্ষেত্রে তাহা উৎপাদিত করিতে কখনই সমর্থ হইবেন না।"

সুশিক্ষা দ্বারা যত নীতি অভ্যাস হয় তাহার মধ্যে আত্মসুখ পরিত্যাগ অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু এই অভ্যাস এক বার জন্মিলে অতি শুভ ফল উৎপন্ন হয়। মাতা যদি আপন সুখ ও বাঞ্ছা অপত্যস্নেহে উৎসর্গ করিতে অসমর্থা হয়েন তবে শিশু যে তাঁহার অনুরোধে ঐরূপ কার্য্য করিবে ইহা যেন তিনি কদাচ মনে না করেন। তাঁহার মনে যে ধর্ম্মজ্ঞান প্রবিষ্ট হয় নাই তাহা তিনি অন্যের মনে কখন সঞ্চার করিয়া দিতে পারিবেন না।

মাতা সর্ব্বদা সাবধান হইবেন, যেন শিশুর কামনা উত্তর উত্তর বৃদ্ধি হইতে না পারে কিম্বা যাহা তাহার বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে এমন কোন বস্তু যেন না দেন, এবং তাহার আকিঞ্চনের প্রতিও অধিক মনোযোগ না করেন। কার্ড কেমস কহিয়াছেন "শিশুকে অসুখী করিবার একটী প্রধান কারণ এই যে সে যাহা চাহে তাহাই তাহাকে দেওয়া। তাহার কামনা যত পূর্ণ করা যায় ততই তাহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ইহাতে সে আকাঙ্ক্ষার

চাঁদ ধরিয়া দিতে না বলিলে দুঃখ্য অনুভব করিতে হইবেক। শিশুর বাঞ্ছিত সকল বস্তু তাহাকে দেওয়া যাইতে পারে না, অতএব তাহাকে প্রথমে আদর দিয়া পশ্চাৎ তাহার কথা না শুনিলে যত ক্লেশকর হইবে প্রথম হইতে তাহার বাঞ্ছিত দ্রব্য দিতে অস্বীকার করিলে তত হইবে না। শিশু যথার্থ ব্যথিত হইলে তাহাকে যথেষ্ট আদর দেওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু সাবধান যেন তাহার কাল্পনিক দুঃখের প্রতি কর্ণপাত করা না হয়, কেননা শিশুকে যত আদর দিবে তত সে অবাধ্য হইবে, এবং তাহার আশা ভঙ্গ হইলে একবারে অধৈর্য্য হইবে।"

শিশুকে কেবল নিষেধ করিলে তাহার বাসনার বৃদ্ধি হইবে, এবং শুদ্ধ ভয় দেখাইলে সে কখন কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবে না, বরং তাহাতে তাহার কামনা উত্তেজিত হইবে, এবং মনের বিরক্তি ও ঔদাস্য জন্মিবে। অপরিমিত আদর যেমন অনিষ্ট-কর কঠিনতাও তদ্রূপ। এ বিষয়ে লার্ড কেমস্ কহিয়াছেন, "আমি (শিশুর প্রতি) নিষ্ঠুরাচরণ করিতে একবারে নিষেধ করি, কেননা তাহা করিলে শিশু ভীরু হইবে এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলাশ্রয় যে কপট ব্যবহার তাহাতেও প্রবৃত্ত হইবে। কঠিনতা দ্বারা শিশুর

প্রেম নিবৃত্তি পাইলে তাহার শিক্ষা একবারে শেষ হইয়া যাইবে। তখন ক্রীতদাসের সহিত তাহার নিষ্ঠুর স্বামীর যেরূপ ভাব শিশুর সহিত তাহার ধাত্রী বা রক্ষকের সেইরূপ ভাব উপস্থিত হইবে। পক্ষান্তরে, সাবধান যেন শিশুর অনুচিত বাসনা অগ্রাহ্য করিতে কিঞ্চিন্মাত্র কাতরতা প্রকাশ না হয়, কেননা তোমাকে কাতর দেখিলে সে প্রেম লাভের আশয়ে পুনরায় আগ্রহ করিবে। শিশুরা প্রায় এইরূপ চতুরতা করিয়া থাকে, তন্নিমিত্তে শিশু পাইবার যোগ্য কোন বস্তু একবার ইঙ্গিত করিয়া চাহিবামাত্র তাহা প্রসন্ন বদনে তৎক্ষণাৎ দেওয়া কর্ত্তব্য, আর পাইবার অযোগ্য দ্রব্য চাহিলে তাহা দিতে স্থির অথচ দৃঢ় রূপে অস্বীকার করা উচিত। ইহাতে তাহার ক্রন্দন গ্রাহ্য করিও না, তাহা হইলে সে শীঘ্র আপনি ক্ষান্ত হইবে। যে শিশু কথা বার্ত্তা বুঝিতে পারে তাহার প্রতি এই প্রকার আচরণ করা অতি সহজ, অর্থাৎ "তুমি যাহা চাহিতেছ তাহা পাইবে না" এই বাক্য দৃঢ় স্বরে উচ্চ বিনা রাগ বা কাতরতায় কহিলেই হইবে। শিশু তখন বাঞ্ছিত বস্তু অপ্রাপ্য বুঝিয়া তজ্জন্য আর রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ করিবে না।"

অতএব আদর ও কঠিনতা এই দুয়ের আতিশয্য পরিত্যাগ করিয়া স্নেহ ও দৃঢ়তার সহিত শিশুকে শাসন করা কর্ত্তব্য। এই নিয়মানুসারে মাতা কার্য্য করিলে তিনি সন্তোষ পূর্ব্বক দেখিবেন যে যদিও শিশু তাঁহার অলঙ্ঘনীয় বুদ্ধিতে না পারিয়া তাঁহাকে সুবিজ্ঞ মাতা বলিয়া মানে না, তথাচ তাঁহার ব্যবহারে দয়ার চিহ্ন দেখিয়া তাঁহাকে স্নেহশীলা জননী বোধে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবে।

যে কালে জননীর সহিত সাক্ষাৎ সংস্রব ক্রমে শিথিল হইতে থাকে শিশু শীঘ্র সেই কাল প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ, এ বিষয় শিশুর স্বভাব ও শারীরিক প্রকৃতির উপর অনেক নির্ভর করে, অর্থাৎ যে ছেলে রুগ্ন বা ভীরুস্বভাব সে দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত জননী ব্যতিরেকে অপর কাহারও প্রতি স্নেহ বা বিশ্বাস করে না; কিন্তু যে বালকের শরীর সুস্থ ও সবল সে পরের সাহায্য ব্যতিরেকে স্বয়ং কার্য্য করিবার বাসনা শীঘ্র প্রকাশ করে।

যখন শিশু প্রথমে অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে হাঁটিতে শিখে তখনই তাহার শিক্ষার এক বিশেষ কাল উপস্থিত হয়। উক্ত ক্ষমতার তাহার দৈহিক স্বাধীনতার একটী অপূর্ব্ব লক্ষণ, ইহা জ্ঞান করিতে

হইবেক। তৎকালে শিশুর স্নেহ প্রকাশ করিবার এক নূতন পদ্ধতি আরম্ভ হয়, কেননা সে তখন স্বেচ্ছামত গমনাগমন করিবার ক্ষমতা পাইয়া স্বয়ং জননীর নিকট যাইতে পারে।

বাহ্যবস্তুর দর্শন ও তাহার স্মরণের পরেই সমালোচন শক্তির উদয় হয়। যদিও এই শক্তি তৎকালে অতি দুর্ব্বল, তথাচ তাহা শিশুর অন্যান্য মানসিক কার্য্যের মধ্যে সর্ব্বদা প্রকাশ পাইতে থাকে। শিশুর কৌতূহল বৃত্তি প্রবল থাকা প্রযুক্ত পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হয়, এবং সেই উদ্যোগ সফল হইলে কিম্বা অন্য দ্বারা উৎসাহ পাইলে বিবেচনা করিবার অভ্যাস জন্মে।

শিশুরা অলীক প্রশ্ন দ্বারা বিরক্ত করিয়া থাকে; তাহারা যে বিষয় বুঝিতে না পারে সর্ব্বদা তাহাই জিজ্ঞাসা করে; কিন্তু এ বিষয়ে তাহাকে স্বেচ্ছামত কার্য্য করিতে না দিয়া মৌনাবলম্বন করিতে শিখান কর্ত্তব্য। ফলতঃ, শিশুকে নিরর্থক প্রশ্ন করিতে দেওয়া উচিত নহে, কেননা তাহাদিগের অনেক প্রশ্নে বাল্য কৌতুহল ভিন্ন অন্য কিছু প্রকাশ পায় না, সুতরাং তাহার সদুত্তর কখন দেওয়া যাইতে পারে না।

শিশু নিজ আন্তরিক ভাব যাহা প্রকাশ করে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কার্য্য। যে কোন ব্যক্তিকে দেখিয়া হৃষ্ট ও কোন ব্যক্তিকে দেখিয়া অসন্তুষ্ট বা ভীত হইবার চিহ্নগুলি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। মাতা যাহাদিগকে ভাল বাসেন শিশুও তাহাদিগকে ভাল বাসিতে শিখে, এবং তিনি যাহাদিগকে বিশ্বাস করেন সন্তানও তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করে। এই প্রকারে কিছু কাল গেলে পর শিশু যত অধিক বিষয় অবলোকন করিবে, অন্যের আচরণ দ্বারা তত স্পষ্ট সংস্কার প্রাপ্ত হইবে। তখন কোন অপরিচিত ব্যক্তিও বিশেষ ব্যবহার দ্বারা শিশুর স্নেহ ও বিশ্বাসের পাত্র হইতে পারিবে। এই দুইটী বিষয় আচার্য্য চরিত্রের স্থিরতা দেখান আবশ্যক, কেননা শিশুরা আচরণের বৈলক্ষণ্য [illegible] বুঝিতে পারে এবং তাহাতে কেহ কেহ ক্রোধও প্রকাশ করে।

ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে বিদ্যালয়ে শিক্ষ-[illegible]তক গুলি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি হইলেই যে শিক্ষা করিবার চরম ফল লাভ হইল তাহা নহে, কিন্তু লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতা হওয়াই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য; এবং কেবল আদেশ মতে পরিশ্রম কিম্বা

বা শিক্ষকের আজ্ঞা পালন করিবার অভ্যাস ওয়া অভিপ্রেত নহে। ফলতঃ স্বাধীন রূপে কার্য্য রিবার উপযুক্ত হওয়াই আমাদের প্রার্থনীয়। অতএব উক্ত উদ্দেশ্য সংসাধন জন্য শিশুর শারীরিক ও মানসিক সমস্ত বৃত্তির যথোচিত স্ফূর্ত্তি জন্মাইবার চেষ্টা করা অতি আবশ্যক।

শিশুর শারীরিক শিক্ষা কেবল হস্ত পদাদি চালনার নৈপুণ্যে পর্য্যাপ্ত হউক আমাদিগের এমত অভিপ্রায় নহে, তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষুঃ শ্রোত্রাদিরও স্ফূর্ত্তি উৎপাদন করা কর্ত্তব্য।

শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য এই যে মনুষ্য সৃষ্টিকর্ত্তার কার্য্যে আত্মজ্ঞানানুসারে তৎপর থাকিবে, নিজে স্বাধীন হইয়া সমাজের উপকার করিবে, এবং স্বয়ং আন্তরিক সুখে সুখী হইবে। যদিও এই উদ্দেশ্য সংসাধন জন্য বুদ্ধি পরিপাক, কর্ম্মোপযোগী জ্ঞান লাভ, ও সমস্ত বৃত্তিকে স্ফুরিত করা আবশ্যক; কিন্তু এ সকল উপায় কার্য্যের প্রবর্ত্তক হইতে পারে না। কারণ কোন কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি না জন্মাইয়া কেবল সেই কার্য্য নির্ব্বাহের সুবিধা করিয়া দেওয়া বৃথা। অতএব শিশুর নীতি ও বুদ্ধিবৃত্তির শিক্ষা বিষয়ে প্রেমকে তাহার কার্য্যের প্রবর্ত্তক করা কর্ত্তব্য।

# শিশুপালন।

## পঞ্চম অধ্যায়।

### বুদ্ধিবৃত্তির শিক্ষাপ্রণালী।

দুই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কেবল বাহ্য বস্তুর পরি-
চয় জ্ঞান লাভার্থ ইন্দ্রিয় সকলকে সমর্থ করাই
তাহার বুদ্ধিবৃত্তির যথার্থ শিক্ষা। চক্ষু, শ্রোত্র,
নাসিকা, ত্বক্ ও রসনা এই পাঁচ ইন্দ্রিয় সর্ব্বপ্রকার
জ্ঞানের মূল স্বরূপ, এবং ঐ সকল ইন্দ্রিয় যত সবল
ও চঞ্চল হইতে থাকে নূতন নূতন বিষয়ের জ্ঞান ও
সংস্কার তত জন্মে। উক্ত ইন্দ্রিয় নিচয়ের পরস্পর
অতি নিকট সম্বন্ধ যে প্রথমে প্রথম কেবল একটী
ইন্দ্রিয় সহকারে কোন বস্তুর যথার্থ জ্ঞান লাভ হয়
না; যথা চক্ষু দ্বারা বাহ্য বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়
বটে কিন্তু সেই বস্তু কোমল কি কঠিন ও তাহার গঠ-
ন বা কি প্রকার তাহা স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতি-
রেকে যথার্থ রূপে জানিতে পারা যায় না। এই

হেতু অন্ধ ব্যক্তি স্পর্শ দ্বারা ঐ সকল গুণ যেমন উপ-
লব্ধি করিতে পারে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির শুদ্ধ দর্শন দ্বারা
তেমন হয় না। অতএব যাহাতে শিশুরা সকল
ইন্দ্রিয়ের অবাধে চালনা করিতে পায় এবং ঐ সক-
লের কার্য্য স্বেচ্ছাধীন ও নির্বিঘ্নে হয় তাহার উৎকৃষ্ট
উপায় করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। মাতাকে কেবল এই
করিতে হইবেক যে শিশুর ইন্দ্রিয় সকলের দুর্ব্বলতা
ও চাঞ্চল্যাবস্থা অনুসারে যথোচিত চালনার নি-
মিত্তে তাহাকে পথ প্রদর্শন করিবেন। তিনি যখন
জানিতে পারেন যে শিশু অত্যল্প বয়স হইতে কোন
কোন বিষয়ে অধিক অনুরক্তি প্রকাশ করে, ইহাতে
যদিও সেই সেই বিষয়ে তাহাকে নিযুক্ত রাখিলে
তাহার সুখোৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা, তথাচ যে
সকল বিষয়ে তাহার সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তির উপযুক্ত চালনা
হইতে পারে ক্রমে ক্রমে তাহাতে তাহার মনোভি-
নিবেশ করান কর্ত্তব্য। শিশু যদি নানাপ্রকার বর্ণ
দেখিলে অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করে, তাহা হইলে
তাহাকে ঐ প্রকারের কেবল দর্শনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন
করিতে না দিয়া যাহাতে সে বস্তুর আকার, পরি-
মাণ, পৃথক্ত্ব ও সংখ্যাও জানিতে পারে তাহা করা
উচিত। যে বিষয়ের জ্ঞান লাভ অতি সহজ ও সুখ-

জনক তাহাতে উৎসাহ দেওয়া স্বভাবসিদ্ধ বটে, কিন্তু কেবল একটী মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন না করিয়া সমস্ত বৃত্তিকে যথোচিত রূপে সঞ্চালিত করাই শিক্ষা প্রণালীর প্রধান উদ্দেশ্য।

শিশুর শারীরিক স্বাস্থ্য তাহার সুখোৎপত্তির মূল কারণ, এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি স্ফুরিত হইতে পারে এমন কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকা তাহার দ্বিতীয় কারণ। কার্য্য করিবার বাসনা মনুষ্যের স্বাভাবিক সংস্কার; অতএব এই প্রবল বাসনা কি উপায় দ্বারা উত্তম রূপে চরিতার্থ হইতে পারে তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। প্রথমে যে সকল বস্তু অনিষ্টকর, বা মূল্যবান্ নহে কিম্বা সহজে নষ্ট না হয় এবং যাহাতে চক্ষু ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের অথবা কর্ণ ও স্পর্শে-ন্দ্রিয়ের সুখ জন্মে সেই সকল বস্তু লইয়া শিশুকে খেলা করিতে দেওয়া উচিত। শিশুদিগের স্বভাবই এই যে কোন দ্রব্য প্রাপ্তি মাত্র তাহা মুখে করে এই হেতু তাহাদের আমোদ জন্য উপযুক্ত উপায় স্থির করা কঠিন কর্ম্ম; ফলতঃ কিঞ্চিৎ বুদ্ধি পরিচালনা করিলে তাহা সুসিদ্ধ হইতে পারে। এক খানি নানারঙ্গে রঞ্জিত কার্পাস বা রেশম নির্ম্মিত রুমাল যাহা প্রায় সকলেরই ঘরে থাকিতে পারে, ঐ

রুমালে বিভিন্ন বর্ণ থাকাতে এবং তাহাকে নানা-প্রকার আকারে ভাজ করিতে পারাতে শিশুর চক্ষুর আনন্দ জন্মে ও তাহার কোমলতার দ্বারা স্পর্শেন্দ্রিয়ের সুখোৎপত্তি হয় এবং নমনশীলতা হেতু শিশু তাহা অনায়াসে নাড়িয়া, পাকাইয়া ও তদ্দ্বারা ঝাঁটি দিয়া নিজ হস্তের চালনা করিয়া অশেষপ্রকার আমোদ লাভ করিতে পারে। শিশুর অবলোকন-শক্তির কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইলে মাতা তাহাকে ঐ রুমাল ভাঁজ করিয়া দেখাইবেন যে তাহা অনুকরণ করিয়া তদনুরূপ করিতে চেষ্টা করিবে। পরে তাহাকে এক টুকরা চৌড়া ফিতা দিলে তাহার আমোদের আর এক প্রকার উপায় হইবে; তৎপরে একখানি কাগজ মুচড়াইয়া ও ভাঁজ করিয়া দিলে তাহার নূতন এক কৌতুক উপস্থিত হইবে। যে সকল দ্রব্য শিশুর আনন্দজনক অথচ দেহের হানিকর না হইবে সেই সকল রাখিবার জন্য তাহাকে একটী থলী সেলাই করিয়া দেওয়া বড় ভাল। সকল ব্যক্তির ঘরেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক সামগ্রী থাকে যাহা সংগ্রহ করিতে কিছুমাত্র ব্যয়, শ্রম বা পরিশ্রম লাগে না; যথা, পক্ষীর পালক, কড়ি, ঝিনুক, সুতজড়ান কাটী, বোতলের ছিপী, তাস, পলা, রেসম

ও ফিতা ও ছিন্ন কাপড়ের টুকরা ইত্যাদি। এ বিষয়ে এই একটী সাবধানের কথা আছে যে যে সকল দ্রব্য শিশু অনায়াসে গিলিতে পারে তাহা একটী সূত্রে এরূপে গ্রথিত করিতে হইবেক যে ঐ সূতাতে ঐ সকল দ্রব্য অবাধে সরান যাইতে পারে। প্রথমে শিশু ঐ সকল দ্রব্য হস্তে করিয়া ঘুরাইবে, আছাড় মারিবে, নাড়িবে চাড়িবে, গড়াইবে, এক বার থলিয়ার ভিতর রাখিবে, আবার তাহা হইতে বাহির করিবে। যখন এইরূপ করিতে করিতে তাহার বিরক্তি জন্মিবে অর্থাৎ স্বেচ্ছা পূর্ব্বক উক্ত দ্রব্যাদি নাড়াচাড়া করিতে ক্ষান্ত হইবে, তখন মাতার কর্ত্তব্য যে ঐ সকল সামগ্রী এমত কোন আকারে শ্রেণীবদ্ধ করিবেন কিম্বা তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণানুসারে সাজাইবেন যাহাতে শিশুর চিত্তাকর্ষণ হইতে পারে। তাহার পর তিনি উল্লিখিত দ্রব্য সকল শিশুর সম্মুখে সংখ্যাক্রমে স্থাপিত করিবেন, যথা, কোন স্থানে একটী, কোন স্থানে দুইটী ও অপর স্থানে তিনটী ইত্যাদি ক্রমে রাখিবেন; কিম্বা কতকগুলি সূতার নলী বা বোতলের ছিপী কিম্বা চতুষ্কোণ কাষ্ঠখণ্ড ইত্যাদি উপর্য্যুপরি করিয়া রাখিবেন অথবা চতুষ্কোণ, স্তম্ভ ইত্যাদি আকারে পৃথক্

করিতে শিশু অসন্তোষ প্রকাশ করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহা দূরীকৃত করা কর্ত্তব্য। এবং যাহাতে পুনরায় তাহার নূতনত্ব বোধ না হয় এবং তাহা শিশুর দৃষ্টিগোচর করা অনুচিত। শ্লেট ও পেন্সিল পাইলে প্রায় শিশুরা পুলকিত হয়, কারণ তাহারা [illegible] ব্যক্তির কার্য্য দেখিয়া তদনুরূপ করিতে ও আপনা দিগকে লিখনপঠনক্ষম বোধ করিতে ভাল বাসে। যখন বালকেরা শব্দ উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিবে তখন তাহাদিগকে সচরাচরলভ্য বস্তু সকল দেখাইয়া তাহাদের প্রত্যেকের নাম স্পষ্ট রূপে বলিয়া দিলে তাহাদের কথা কহিবার অনেক সুবিধা হইবে, এবং তাহাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের চালনা ও অনুচিকীর্ষা বৃত্তির স্ফূর্ত্তি হইবে। শিশু কোন ব্যক্তির কথা মনোযোগপূর্ব্বক শুনিলে বক্তার ওষ্ঠ ও জিহ্বার গতি অনুসারে তাহারও ওষ্ঠ ও জিহ্বা নড়িতে থাকে, এই প্রকারে শিশুর শব্দ উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা জন্মে। যদি বর্ণমালার কোন বর্ণ উচ্চারণ করিতে অশক্ত হইলে তাহার নিকট সেই বর্ণ পুনঃ পুনঃ স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য, কেননা তাহা হইলে শিশু উক্ত বর্ণ অন্য কর্তৃক উচ্চারিত হইবার কালে তাহার ওষ্ঠ, জিহ্বা, দন্ত ও তালুর

কলের ন্যায় দেখিয়া সেই বর্ণ উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়। যদি শিশুর চারি বৎসর বয়সের পরেও অস্পষ্টতা থাকে তাহা হইলে তাহাকে যথা নিয়মে প্রত্যেক অক্ষর উচ্চারণ করিতে শিখান আবশ্যক।

কোন খেলানা যে প্রকারে খেলাইবার জন্য নির্ম্মিত হয় আর শিশু যদি তাহা অন্য প্রকারে ব্যবহার করে এবং এরূপ করাতে যদি সেই খেলানা ভাঙ্গিয়া না যায় তাহা হইলে শিশুকে স্বেচ্ছামত কার্য্য করিতে দেওয়ায় কোন হানি নাই বরং উপকার আছে, কেননা এরূপে তাহার নির্ম্মাণশক্তির চালনা হয়। এই কারণে শিশুরা কেবল এক প্রকারে ব্যবহারের যোগ্য কোন সুনির্ম্মিত খেলানা অপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্য লইয়া খেলা করিতে অধিক ভাল বাসে। তাহারা প্রায় কোন দ্রব্য ভাঙ্গিতে ও নির্ম্মাণ করিতে রত হয়, এবং নির্ম্মাণের উপযুক্ত উপকরণ না পাইলে যে কোন দ্রব্য সম্মুখে দেখে তাহাই লইয়া নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। কোন কোন শিশু স্বীয় প্রকৃতির বশতঃ দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করিতে চেষ্টা করে এবং তাহাদের চঞ্চল স্বভাবের উপযুক্ত কর্ম্ম না পাইলে আপনারা একটী কার্য্য কল্পনা করিয়া তাহাতে নিযুক্ত থাকে। এপ্রকার

শিশুদিগকে খেলানা প্রদান করিয়া তাহাদের নিজ সম্পত্তির জ্ঞান জন্মান যাইতে পারে। গৃহসজ্জা বাসন কুসন, পুস্তক ইত্যাদি নানা প্রকার সামগ্রী দেখিয়া তাহারা সর্ব্বদা কৌতূহলাক্রান্ত ও চঞ্চল হয় এবং পিতা মাতার নিষেধ বাক্য [illegible] অবজ্ঞা করিয়া ঐ সকল গ্রহণ ও তাহার অনেক অপচয় করে; কিন্তু যদি উহাদিগের আমোদ ও দর্শন জন্য কতকগুলি উপযুক্ত বস্তু তাহাদিগকে একেবারে অর্পণ করা যায় এবং ঐ সকল দ্রব্য উহাদের নিজের হইল ও গৃহসজ্জাদি অন্য কোন বস্তুতে উহাদের অধিকার নাই ইহা পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহারা [illegible] দোষ করিতে আর [illegible] হইবে না। এতদ্ব্যতীত শিশু যেমন অন্যের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপণ করিতে পাইবে না সেইরূপ তাহার সম্পত্তিতেও আমাদের হস্তক্ষেপণ [illegible] উচিত এবং এই বিষয়ে তাহার দৃঢ় [illegible] জন্মান। কতকগুলি দ্রব্য তাহার [illegible] বলিয়া দিতে [illegible] কর্ত্তব্য। শিশুকে আপন [illegible] সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া ও [illegible] বস্তু [illegible] লইতে না দেওয়া অত্যাবশ্যক। যে ব্যক্তি

সামান্য ঘটনা; যেমন এক কুম্ভকার হাঁড়ি গড়িতেছে, পটুয়া চিত্র করিতেছে, অথবা এক বালিকা আম্র কুড়াইয়া দৌড়িয়া ঘরে গেল; এই প্রকার বিবিধ বাক্য দ্বারা গল্প রচনা করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অলঙ্কার দিয়া বিস্তারিত করা বিধেয়। কোন কবিতা বা গীত শুনিলে শিশুরা মোহিত হইয়া থাকে। অনেক বালক বাক্যার্থ বুঝিবার বহু পূর্ব্বে পদ্য রচনা ও ছন্দানিল শুনিতে প্রীতি প্রকাশ করে। এই হেতু শিশুদিগকে ঘুম পাড়াইবার গীত সর্ব্ব দেশে প্রচলিত আছে। গান শুনাইলে শিশুর মনে প্রীতির উদয় হয় এবং মাতা গৃহকার্য্য করিতে করিতে তাহাকে শান্ত ভাবে রাখিতে পারেন।

গল্প তিন প্রকার। প্রথম, যে বিষয় ঘটিয়াছিল তাহার বিবরণ। দ্বিতীয়, যাহা ভবিষ্যতে ঘটিতে পারে। তৃতীয়, যাহা কখন ঘটে নাই ও ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। যে পর্য্যন্ত শিশু নিজ বুদ্ধি পরিপাক দ্বারা কোন্ বিষয় সম্ভব ও কোন্ বিষয় অসম্ভব তাহা বুঝিতে না পারিবে সে পর্য্যন্ত তাহাকে শেষোক্ত প্রকার গল্প শুনান অকর্ত্তব্য। সত্যের অত্যাবশ্যকতা উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা শিশুর

নিদর্শন করিয়া দিতে পারিলে সে সম্বন্ধে ও নিশ্চয় রূপে সত্য কহিতে জ্ঞান জন্মিবে।

বালকেরা অন্য লোককে যে সকল কার্য্য করিতে দেখে বা শুনে তাহাদের বেশ ধারণ পূর্ব্বক সেই সকল কার্য্য করিয়া স্বীয় স্বীয় কল্পনা শক্তির তৃপ্তি সাধন করে। উহারা কেদারা চৌকি প্রভৃতি দ্রব্যকে ঘোড়া, বাড়ী ইত্যাদি কল্পনা করিয়া ঐ সকল কাল্পনিক বস্তু লইয়া এরূপ ক্রীড়াসক্ত হয় যে তাহাদের কেহ ব্যাঘাত জন্মাইলে তাহারা অতিশয় বিরক্ত হয়। শিশুরা এইরূপে কখন কখন গর্হিত আচরণও করিয়া থাকে এবং তজ্জন্য তাহাদিগকে অনুযোগ করিলে উত্তর দেয় যে তাহারা নিজে সে কার্য্য করে নাই; ফলতঃ, অপর ব্যক্তির স্বরূপ হইয়া তাহা করিয়াছিল। শিশু এপ্রকার চতুরতা প্রকাশ করিলে তাহাকে ক্ষমা না করিয়া শাসন করা মাতার কর্ত্তব্য। কিন্তু উক্ত ক্রীড়াতে সে যদি কোন অসদভিপ্রায় যুক্ত না হইলে তাহাকে এরূপ কল্পনা শক্তির চালনা করিতে দিবে। কোন [illegible] এবং তদ্দ্বারা তাহার প্রকৃত স্বভাবের [illegible] পাওয়া যায়। যদ্যপি শিশুর উপচিকীর্ষা বৃত্তি প্রবল হইয়া অর্থাৎ [illegible] হইলে আপন

ব্যথিত ভাবিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, তাহা হইলে
তাহাকে আর সুখের সামগ্রী দেওয়া অনুচিত, কিন্তু
যে সকল দ্রব্য সে প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা কাড়িয়া
লওয়া বিধেয় নহে, কেননা কোন দ্রব্য তাহাকে
একবার দিলে সেই দ্রব্যে তাহার স্বত্ব জন্মে, সুতরাং
সে স্বত্ব হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা ন্যায়বিরুদ্ধ।
শিশু পিতা মাতার ক্ষমতার অধীনে আছে বলিয়া
তাহার প্রতি কোন অন্যায় আচরণ করা উচিত
নহে, কারণ তাহা করিলে এই কুসংস্কার জন্মিবে যে
বলবান্ ব্যক্তি দুর্বলের প্রতি স্বেচ্ছামত অন্যায় কর্ম
করিতে পারেন। ইহা শিশুদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া
দেওয়া আবশ্যক যে পিতা মাতা সন্তানের রক্ষক
স্বরূপ হইয়া তাহাকে কেবল উপস্থিত বিপদ্ হইতে
উদ্ধার করিবেন এমত নহে, ভাবী অনিষ্ট উপলব্ধি
করিয়া তাহাও নিবারণ করিবেন। ফলতঃ, শিশু
যদি নিজ স্বাস্থ্য ও সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্পাদন ও ক্ষুধা
তৃষ্ণা নিবারণ ও দৈহিক পীড়ার উপশম জন্য পিতা
মাতাকে সর্বদা যত্ন করিতে দেখে, তাহা হইলে সে
শীঘ্র স্বাভাবিক সংস্কার দ্বারা আপনার রক্ষাকর্ত্তা
বলিয়া ভাবিতে পারিবে, এবং কোন বিপদে আক্রান্ত
হইলে তাঁহাদের শরণাগত হইবে সন্দেহ নাই।

ক্রীড়াতে দয়া ও কৌশল প্রকাশ [illegible] উপদ্রবী হইলে যুদ্ধ বিগ্রহ অথবা বিবাদ [illegible] করিবে, ভীরুস্বভাব হইলে তদ্বার্দ্ধ হইবে; এবং আশাযুক্ত হইলে বাসনা জানাইবে। উক্ত স্বরূপে [illegible] ক্রীড়াতে অপরের চরিত্রের অনুকরণ করাতে শিশুর রুচি ও বুদ্ধির পরিচালন হইতে পারে।

সুবিধা হইলে ঘরের বাহিরে অর্থাৎ উদ্যানে কিম্বা মাঠে শিশুদিগকে খেলা করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। তথায় পুষ্প চয়ন ও তাহাতে গুচ্ছ ও মালা নির্ম্মাণ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোদাল, শকট, ভাঁটা ও লৌহবলয় ইত্যাদি লইয়া খেলা করা সকলেই অবগত আছেন; সেই সময় কখন কখন মাতা অথবা পিতার সন্তানগণের ক্রীড়ার সঙ্গী হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু শিশুকে নির্ব্বন্ধ ধূলাতে কিম্বা ক[illegible] লইয়া খেলা করিতে দেওয়া উচিত নহে, কেননা তাহাতে কোন উপকার নাই বরং তদ্দ্বারা পরিষ্কার থাকার পক্ষে কেবল [illegible] জন্মে। যদিও কোদাল বা নিড়ানি দিয়া মৃত্তিকা খনন করিতে গেলে অবশ্য কাপড়ে মাটি লাগিবে, তথাচ তাহা ভূমি কর্ষণ রূপ শুভ কার্য্যের প্রথম উদ্যোগ বলিয়া তাহা করিতে দেওয়া যাইতে পারে। [illegible] উদ্যানমধ্যেও শিশুকে

উল্লিখিত হইয়াছে যে যে সকল বিষয় দ্বারা শিশুর কোমলান্তঃকরণে সুখকর ভাবের আবির্ভাব হইবে সেই সকল বিষয়ে তাহার মনোভিনিবেশ করান এবং যে যে গুণে জনসমাজে প্রশংসাভাজন হওয়া যায় সেই সেই গুণাভ্যাসে শিশুকে ক্রমে ক্রমে প্রবর্ত্তিত করা উচিত। বালকেরা অনুচিকীর্ষা বৃত্তির নিতান্ত বশীভূত, অতএব যে সকল স্ত্রী শান্তস্বভাব এবং শিশুদিগের নীতিশিক্ষা বিষয়ে যত্নবতী কেবল তাহাদের প্রতি শিশুপালনের ভার অর্পণ করা বিধেয়। আর যাহারা কটুক্ত বা অশ্লীল বাক্য কথনে তৎপর তাহাদের সহিত শিশুকে সংসর্গ করিতে দেওয়া অকর্ত্তব্য। যে হেতু উক্ত প্রকার লোকের অধীনে বালক প্রতিপালিত হইলে তাহার কতকগুলি দোষ এমনি অভ্যাস হয় যে তাহা সহজে কাল সুশিক্ষা দ্বারাও অপনীত হওয়া দুষ্কর।

এক্ষণে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে। শিশুর দুই বা তিন বৎসর বয়সে তাহার শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির সেই অবস্থা উপস্থিত হয় যে সময় বাহুল্য রূপে শিক্ষা দিবার জন্য তাহাকে অনেক বালকের সহিত একত্র গৃহমধ্যে

কিছু বাল্যপাঠশালায় শিক্ষা দিতে আরম্ভ করা অতি আবশ্যক।

---

## ষষ্ঠ অধ্যায়।

### শিশুকে নীতি শিক্ষা করাইবার প্রণালী।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে পর কতিপয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত কেবল শারীরিক স্বাস্থ্য দ্বারা সুখভোগ করে এবং যাবৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্ফূর্ত্তি দ্বারা কোন বিষয়ের সংস্কার তাহার মানস ক্ষেত্রে না জন্মে, তাবৎ বাহ্য বস্তু দ্বারা তাহার কোন সুখোৎপত্তি হয় না। ফলতঃ, যে পরিমাণে শিশুর শারীরিক স্বাস্থ্যোৎপাদন হইবেক সেই পরিমাণে তাহার ইন্দ্রিয় সকল চঞ্চলতা প্রাপ্ত হইয়া সুখোৎপাদন করিবেক। যে শিশু অনবরত অসুখী থাকে অর্থাৎ ক্রন্দন করে কিম্বা অতিভোজন বা শারীরিক পীড়াতে অবসন্ন হয়, আলোক, শব্দ ইত্যাদি যে সকল বিষয় দ্বারা শৈশবকালে ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য জন্মে

তদ্দারা তাহার চিত্তাকর্ষণ করিতে হয় না। শৈশব কালে শারীরিক অবস্থার লক্ষণ যেমন হঠাৎ ও স্পষ্ট রূপে জানিতে পারা যায় তেমন আর কোন কালে হয় না। তিন সপ্তাহমাত্র বয়স্ক শিশুর শুষ্ক বিবর্ণ ও বিরস মুখ এবং নিষ্প্রভ চক্ষু দ্বারা তাহার শারীরিক পীড়া আছে যে জানিতে পারা যায়; সেইরূপ তাহার সুন্দর হৃষ্ট পুষ্ট মুখশ্রী দেখিয়া শারীরিক স্বচ্ছন্দতা ও বোধোদয়ের উষা-কাল স্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। অতএব এই কালে শিশু কেবল নিজ শরীরের অবস্থানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করে, এবং যে পরিমাণে তাহার স্বাস্থ্য সম্পাদন হইবেক সেই পরিমাণে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। তন্নিবন্ধন শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা করা মাতার সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, তৎপরে যাহাতে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি জন্মে তাহার চেষ্টা করা বিধেয়।

শৈশবকালে মস্তিষ্ক যাহা দ্বারা মানসিক কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহা অতি অসম্পূর্ণ থাকে। তৎকালে আহারের ইচ্ছা প্রভৃতি কতকগুলি স্বাভাবিক সংস্কারমাত্র প্রবল থাকে। যদিও শিশুর তিন চারি সপ্তাহ বয়স হওয়ার পর সে ইন্দ্রিয় চালনা করিতে

অর্থাৎ দেখিতে ও শুনিতে আরম্ভ করে এবং তাহার বুদ্ধিবৃত্তি ও আন্তরিক ভাবের প্রথম লক্ষণ দৃষ্ট হয়; তথাচ তৎকালে ও তাহার বহুকাল পরেও মস্তিষ্ক অতি কোমল ও ক্ষীণ অবস্থায় থাকে। এজন্য তাহার রক্ষণাবেক্ষণে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ তৎকালে শিশুর কর্ণকুহরে কোন উচ্চ বা কর্কশ শব্দ প্রবেশ করিতে ও চক্ষুতে প্রখর আলো লাগিতে না দেওয়া ও তাহার নিকট সর্ব্বদা কোমল স্বরে কথা কহা এবং যাহাতে তাহার ভয় জন্মিতে পারে এমত কোন কার্য্য না করা কর্ত্তব্য। এই কয়েকটী প্রধান বিষয়ে মনোযোগ পূর্ব্বক কতিপয় মাস পালন করিলেই শিশুর মানসিক বৃত্তির শিক্ষাপক্ষে যথোচিত কার্য্য করা হইবেক। ইহার বিপরীত কার্য্য করিলে গুরুতর অনিষ্ট ঘটিবে এবং তাহা দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইবে। স্থলবিশেষে শিশুর প্রতি স্নেহযুক্ত আচরণ করিলে সমধিক উপকার দর্শে। যথা যে শিশুর [illegible] কিম্বা যে শিশু দৈবাৎ [illegible] যাতনা ভোগ [illegible] স্নেহবাক্য কহা, ধীরে ধীরে তাহার

করেন যাহাতে শিশুর প্রকৃতি অনুসারে উৎকৃষ্ট চরিত্র হইতে পারে।

ফলতঃ, অতি শৈশবকালে যে সকল বিষয় দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে প্রায় তাহা দ্বারাই শিশুর সমুদায় নীতিশিক্ষা হয়, কোন উপদেশের অপেক্ষা করে না। যদি শিশু এমত স্থানে বাস করে যে তথায় কোন রাগের কথা তাহার কর্ণগোচর হয় না, এবং কোন অযুক্ত ক্রোধজনক বিষয়ও দৃষ্টিপথে পতিত হয় না, তাহা হইলে তাহার অন্তঃকরণে রাগরিপু স্বভাবতঃ প্রবল থাকিলেও স্ফুরিত হইতে না পারিয়া ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইবেক; এবং শান্তি ও সন্তোষ জনক বিষয় দ্বারা তাহার মনে [illegible] ও স্নিগ্ধ ভাবের উদয় হইবে। সেই [illegible] যদি শিশুর সুগোপিবা অর্থাৎ গোপন [illegible] ইচ্ছা প্রবল থাকে, আর তাহার [illegible] সমস্ত লোকের সরলতা ও উদারতা ভিন্ন অন্যমত আচরণ কখন দেখিতে না শুনিতে না পায়, তাহা হইলে ঐ শিশুর স্বভাব[illegible] ও [illegible] হইতে বিরত [illegible] সত্যাভিমুখে [illegible] হইবে।

[illegible] প্রধান কর্তব্য যে সন্ত, সর

যেরূপ চরিত্র হওয়া প্রার্থনীয় তিনি অগ্রে আপন চরিত্র সেইরূপ করেন; এবং এই উদ্দেশ্য সংসাধন জন্য তদুপযোগী সমস্ত উপায় অবলম্বন করেন। বিশেষতঃ, উপযুক্ত ভৃত্য নিযুক্ত করণ পক্ষে বিশেষ মনোযোগী হয়েন। তিনি কখন যেন এমত বিবেচনা না করেন যে কিয়ন্মাসীয় শিশু যে সকল ব্যক্তির ক্রোড়ে পালিত হয় তাহাদের আচরণ দ্বারা তাহার কোন ইষ্টানিষ্ট ফল হইতে পারে না। কেননা যদিও তৎকালে শিশু বাক্যার্থ অবগত নহে, তথাচ কঠিন দৃষ্টি, বা উচ্চ ও তীক্ষ্ণ স্বর, কিম্বা তদ্বিপরীত ভাব ইত্যাদি, যাহাকে স্বাভাবিক ভাষা বলা যাইতে পারে, তাহা সে সম্পূর্ণ রূপে বুঝিতে পারে। (তিন মাসের বালক জননীর মুখে ঈষৎ হাস্য দেখিয়া নিজে তদুত্তরে হাসিয়া থাকে; আর রাগান্বিত মুখ দেখিলে ভীত হয়) এবং এইরূপ স্বাভাবিক ভাষা কেবল শিশুর প্রতি লক্ষিত হইলেই যে সে ঐ মত কার্য্য করে এমত নহে, অন্যের প্রতি প্রয়োগ করিলে শিশু তদ্রূপ ভাবাপন্ন হয়। ধাত্রীর সহিত অপর ব্যক্তির বিবাদ হইলে ধাত্রীক্রোড়স্থিত শিশু যে প্রকার ব্যাকুল হয় তাহার উদাহরণ পূর্ব্বে দেখাইয়াছে।

বয়োধিক ব্যক্তিদিগকে সর্বদা ঝগড়া করিতে দেখিয়াও নিজ সৎস্বভাব বশতঃ কলহ করিতে ক্ষান্ত থাকিতে পারে এমত বালক অতি বিরল। আর যদি শিশুর স্বভাবতঃ ঝগড়া করিবার প্রবৃত্তি বলবান্ থাকে, তাহা হইলে অন্যের দৃষ্টান্তে তাহার কুপ্রবৃত্তি আরো দৃঢ়তর হইয়া তাহাকে নিতান্ত কলহকারী করিবে, সন্দেহ নাই। অত এব শিশুর গৃহমধ্যে শান্তি ও প্রেম যত সম্পূর্ণ রূপে বাস করিবে ততই তাহার শান্তিস্বভাব ও স্নেহশীল হইবার সম্ভাবনা।

মাতা ও সন্তানের পরস্পর আলাপ প্রথমে কেবল মুখভঙ্গি ও স্বরের তারতম্য দ্বারা সম্পন্ন হয়। শিশুর আদি ভাষা সাঙ্কেতিক, তাহা প্রথমে স্বেচ্ছামত নহে, স্বাভাবিক সংস্কার দ্বারা ব্যবহৃত হয়, এবং তদ্দ্বারা কেবল তাহার প্রয়োজন ও দুঃখ ব্যক্ত হয়। যথা, শিশুর আহারের প্রয়োজন কিম্বা শারীরিক ক্লেশ হইলে সে তাহা ক্রন্দন দ্বারা প্রকাশ করে। কিছুদিন পরে সে বাহ্য বস্তুর সত্তা উপলব্ধি ও স্বীয় জননীর মুখ অপরাপর ব্যক্তির মুখ হইতে প্রভেদ করিতে পারে। শিশু প্রথমে মাতার মুখাবলোকন দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে

যে নিশ্চয় জানিতে পারে যে ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে সর্ব্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, এবং তাঁহার নিকট আপন প্রয়োজন ও বাসনা অবগত করান কর্ত্তব্য। শিশু মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তিনি তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন, এবং তাহার ক্রন্দন শুনিবামাত্র তন্নিবারণার্থে ধাবিত হয়েন। এপ্রকার ভাষা অস্মদীয় বোধগম্য হইয়াছে ইহা জানিতে পারিয়া শিশু দিন দিন তাহা উত্তমরূপে ব্যবহার করিতে শিখে; পরিশেষে বোবার ন্যায় অঙ্গভঙ্গি কার্য্যে বিলক্ষণ নিপুণ হয়। শিশু ইহাও বুঝিতে পারে যে মাতা তাহার প্রতি সর্ব্বদা একভাবে দৃষ্টি বা একপ্রকার স্বর প্রকাশ করেন না। বস্তুতঃ, সময়ে সময়ে তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া কখন আহ্লাদ, কখন দুঃখ, কখন প্রশংসা, কখন বা ভর্ৎসনা প্রকাশ করেন। এই প্রকারে বাক্যাত্মক ভাষা ব্যবহারের অনেক পূর্ব্বে মাতা ও সন্তানের পরস্পর মুখ ও স্বরভঙ্গি দ্বারা এক স্বাভাবিক ভাষা সংস্থাপিত হয়। মাতা বুদ্ধিমতী হইলে এই ভাষার উৎকৃষ্টতা সম্পাদন পূর্ব্বক শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি কল্পে ব্যবহার করিতে পারেন।

মাতার অন্তঃকরণে যখন যে ভাবের উদয় হইবেক তখন যেন সেই ভাবানুযায়ী তাঁহার মুখ ভঙ্গি, দৃষ্টি ও কান্তি চলন হয়, অর্থাৎ কোন কপটাচরণ না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করা উচিত, এবং যাহাতে তাঁহার অন্তঃকরণে সর্ব্বদা সদ্ভাবের উদয় হয় ও সেই ভাব তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রকাশ পায় তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তিনি সময়-বিশেষে ও প্রয়োজনমতে শিশুর প্রতি দয়া, স্নেহ, স্থিরতা, শুভানুধ্যায়িতা, কিম্বা কৌতুক ভাবে দৃষ্টিপাত করিবেন। কিন্তু তাঁহার বদনে সর্ব্বদা নম্রতা, ধৈর্য্য, প্রফুল্লতা ও আশার চিহ্ন দীপ্তিমান্ থাকিবেক। যখন শিশুকে শাসন করিবার বা শিক্ষা দিবার আবশ্যক হইবেক, তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে ক্ষমতা, নিশ্চয়, দৃঢ়তা, অসন্তোষ ও আজ্ঞাপালন করাইবার প্রতিজ্ঞা প্রদর্শিত হইবেক। ফলতঃ, এই সকল ভাবের সহিত সম্পূর্ণ স্থিরতা ও মনের অবিকারতা মিশ্রিত থাকিবেক।

শিশুকে কেবল সক্রোধে মুখভঙ্গি প্রকাশ করিতে শিখান আবশ্যক বা প্রশংসনীয় নহে, বরং শিশুর অন্তঃকরণের প্রবল রিপু সকল দমন করা

যেমত উচিত, তাহার অসৎ ভাবোদ্বোধক স্বপ্ন, মুখভঙ্গি বা অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ করিতে না দেওয়াও তদ্রূপ প্রয়োজনীয়। ফলতঃ এই কুস্বভাব কঠিনতা দ্বারা নিবারণ করা বিধেয় নহে, কেনন। তাহা হইলে শিশু মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ও গোপনে ঐ সকল মন্দ ভাবের চিন্তা করিবে, এজন্য মাতার কর্ত্তব্য যে দয়া বা খেদজনক কিম্বা নিন্দাসূচক স্নিগ্ধ বাক্য দ্বারা স্থিরভাবে সন্তানের দুষ্প্রবৃত্তি দূরীকৃত করেন। অনেক স্থলে মাতা সন্তানের প্রতি এক বার কটাক্ষপাত, কিম্বা পূর্ব্ব উপদেশ স্মরণার্থ ভ্রূভঙ্গি করিলে, অথবা বিদ্রোহভাব নিবারণকারী একটী মাত্র বাক্য কহিলেই সে কুকর্ম্ম হইতে বিরত হইবে। ফলতঃ মাতার এইরূপ ক্ষমতা প্রথম হইতে স্থাপিত না করিলে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া দুরূহ।

কিয়ৎ কাল শিশু বস্তুর রূপ দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকে; পরে কিঞ্চিৎ বয়স ও বল বৃদ্ধি হইলে তাহা স্পর্শ করিতে ও মুটা করিয়া ধরিতে বাঞ্ছা করে। কিন্তু কতক মাস পর্য্যন্ত ঐ বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার চেষ্টা সম্পূর্ণ রূপে সফল হয় না; কেননা শিশুর দূরতা, ও পরিমাণের কোন জ্ঞানই

থাকে না, ইহাতে তাহার হস্ত হয়ত বাঞ্ছিত বস্তুর স্থান পর্য্যন্ত পৌঁছে না, নয়ত তাহা ছাড়াইয়া যায়; কখন বা বস্তুর নিতান্ত এক পার্শ্বে পতিত হয়; এবং যদিও কখন এক বার নিজ কামনা সিদ্ধি করিতে সমর্থ হয় তথাচ ইপ্সিত বস্তু হস্তে ধারণ করিতে শক্ত হয় না। ইহার পর শিশুর বস্তু অধিকার করিবার বাসনা জন্মে। তখন শিশু কেবল বস্তু স্পর্শ বা হস্তে ধারণ করিয়া ক্ষান্ত থাকে না, ঐ বস্তু লইতে বাঞ্ছা করে। ইহাতে সেই বস্তু যত ভারী হউক না কেন তথাচ তাহা অধিকার না করিলে তাহার তৃপ্তি জন্মে না। সে আপন শারীরিক শক্তি অনুসারে উক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ করণার্থ অঙ্গচালনা করে, অর্থাৎ শরীর ঝোঁকাইয়া অগ্রসর হয়, হস্তপ্রসারণ ও পদাঘাত করে, এবং কখন কখন বস্তু প্রাপ্তির আশয়ে পুলকিত হইয়া এক প্রকার চীৎকার করিতে থাকে। কিন্তু পরিশেষে যদি ঐ বস্তু নিতান্তই অপ্রাপ্য কিম্বা হঠাৎ তাহার নিকট হইতে দূরীকৃত হয়, তাহা হইলে শিশু রাগান্ধভাবে [illegible] করিয়া উঠে।

শিশু শরীরগতিক ক্লেশ অথবা ক্ষুধার উদ্রেক [illegible] প্রকারে ব্যক্ত করে, অর্থাৎ ক্রন্দন

পরায়ণ হয়, আশা ভঙ্গ হইলে বা বিরক্তি জন্মিলেও সেইপ্রকার করিয়া থাকে। এবং তাহার মাতা ক্রন্দন শ্রবণ করিলেই তাহার প্রতি মনোভিনিবেশ করেন, এইহেতু শিশুর মনে এক সংস্কার জন্মে যে সে রোদন করিলেই বাঞ্ছিত বিষয় প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু যাহাতে তাহার এরূপ সংস্কার না জন্মে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ শিশু যে কোন দ্রব্যের নিমিত্তে ক্রন্দন করিবে তাহাই তাহাকে দেওয়া উচিত নহে; ইহাতে যদি সে অত্যন্ত অধৈর্য্য হয়, তবে মাতার কর্ত্তব্য যে যেরূপ মুখভঙ্গি ও ব্যবহার দ্বারা সন্তানের অন্তঃকরণে সদ্ভাবের উদয় হইতে পারে সেইরূপ কার্য্য দ্বারা তাহার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করেন। যদি শিশু বাঞ্ছিত দ্রব্য লইলে কোন হানিজনক না হয় তবে তাহাকে বঞ্চনা না করিয়া সেই বস্তু দেওয়া উচিত; অথচ তাহার কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার অভ্যাস হইতে পারে এমত বিলম্ব করিয়া তাহার বাঞ্ছা পূর্ণ করা বিধেয়। যদি শিশুর প্রয়োজন ও বাঞ্ছার প্রতি সর্ব্বদা ও অবিলম্বে মনোযোগ করা যায়, তাহা হইলে সে অবাধ্য, উপদ্রবী কিম্বা খিটখিটিয়া হইবে, এজন্যের বাসনা

সও বৃদ্ধিশীল হইবে। সে আপন শারীরিক স্বচ্ছন্দতা ও অন্যের স্নেহ ভোগ করিয়া প্রত্যেক নূতন বস্তু নিঃশঙ্ক ও আহ্লাদ চিত্তে দৃষ্টি করিবে, এবং কাহা হইতেও দয়া ভিন্ন নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা না থাকা প্রযুক্ত সমস্ত ব্যক্তির নিকট আহ্লাদ পূর্ব্বক গমন করিবে, ইহাতে প্রাকৃতিক ভীরুতা নিবারণ ও সন্তুষ্ট স্বভাব হইবে।

শিশু এক বার কোন কারণে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে সেই কারণ দুরীকৃত হইলে পরও কাঁদিতে থাকে; এমত হইলে তাহার আন্তরিক ভাব পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক, এবং যখন সকল বস্তুই তাহার পক্ষে নূতন তখন উক্ত বিষয় অনায়াসে সুসিদ্ধ হইতে পারে। যথা শিশুকে কোন সুখজনক শব্দ শুনাইলে, কিম্বা কোন উজ্জ্বল বস্তু দেখাইলে, তৎক্ষণাৎ তাহার ক্রোধের ভাব পরিবর্ত্তন হইবে। কিন্তু যে বিষয় দ্বারা তাহার বিরক্তি জন্মিতে পারে তাহা ঘটিতে না দেওয়াই শ্রেয়ঃকল্প। যত সামান্য কারণ হউক না কেন, শিশু অসুখ বোধ করিলেই তাহার মনের শান্তি ভঙ্গ হইবে, সুতরাং তন্নিবন্ধন তাহার চিত্তের প্রফুল্লতা ও স্নিগ্ধ ভাব উৎপাদন হইতে পারে না।

আর উক্ত প্রকারে শিশুর আন্তরিক সদ্ভাব রক্ষিত হইলে সে কিছু কাল পরে সামান্য বিষয়ের জন্য আর বিরক্তি প্রকাশ করিবে না, এবং তাহার যত জ্ঞানোদয় হইতে থাকিবে তত বাহ্য বস্তু নিরীক্ষণ ও তাহা হইতে সুখলাভ করিতে ব্যগ্র হইবে। যে শিশুর যেরূপ স্বভাব তাহা শীঘ্র প্রকাশ পায়, ইহাতে যাহার উগ্র স্বভাব হইবেক, তাহার প্রতি স্নিগ্ধ ও কোমল ব্যবহার করিলে ক্রমে তাহার নম্র প্রকৃতি হইয়া উঠিবে। আর যে শিশুর অলস স্বভাব, তাহাকে চঞ্চল করিবার জন্য উৎসাহজনক কার্য্য করিতে হইবেক। হৃষ্টপুষ্ট, শান্ত ও পাণ্ডুবর্ণ বালককে লালনপালন করিতে অধিক ক্লেশ হয় না, এই হেতু লোকে ঐপ্রকার শিশুকে শিষ্টস্বভাব কহে, কিন্তু উক্ত স্বভাব জড়বুদ্ধির সহিত নিকটসম্পর্ক রাখে। অতএব ঐ প্রকার স্বভাব দূর করিবার জন্য মাতার বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত; তাহা না হইলে শিশু পরে স্বার্থপর ও আত্মসুখানুরক্ত হইবে।

অতিনব বয়সের প্রতি অনবরত যত্ন করিবার আবশ্যক হয়, কিন্তু কিছু দিন পরে আর তত করিতে হয় না, কেননা তখন তাহাকে এ

থাকিতে দেওয়া যাইতে পারে। শিশু অত্যল্প বয়সেই একপ্রকার স্বাধীনতা লাভ করিবার চেষ্টা করে, অর্থাৎ স্বয়ং নিজ সুখ অন্বেষণ করিতে থাকে। তাহার ছয় সপ্তাহ বয়স হইলেই সে জাগ্রদবস্থায় উক্ত স্বাধীনতা ভোগ করিবার উপযুক্ত হইতে থাকে; এবং দশম সপ্তাহে কোন চিত্তাকর্ষক বস্তু কিম্বা নিজ হস্তাঙ্গুলি নিরীক্ষণ করিয়া পুলকিত হয়। তাহার পর যখন শিশু খেলানাদ্রব্য লইয়া উপবেশন করিতে সমর্থ হয়, তখন তাহার নিকট হইতে মাতা যে অন্তর্হিত হয়েন নাই, এবং তাহাকে অবহেলন করেন নাই, ইহা তাহার হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য মাতাকে তাহার প্রতি একবার একবার কটাক্ষপাত করিতে, এবং কখন কখন দুই একটা কথা কহিতে, অথবা কোন একটু সাহায্য করিতে হইবেক। শিশু যদি স্বভাবতঃ স্থির ও জড়বুদ্ধি হয়, তবে তাহাকে কোন বাহ্য বস্তু দেখাইয়া তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য সম্পাদন করিতে হইবেক। কিন্তু শিশু চঞ্চলস্বভাব হইলে [illegible] স্বেচ্ছাগত কতকগুলি দ্রব্য লইয়া ক্রীড়া করিতে দেওয়া বিধেয়, তদ্বিষয়ে তাহাকে কোন ব্যাঘাত দেওয়া অথবা তাহার

আত্তিনত ভিন্ন অন্য কোন বস্তু দ্বারা তাহার মনের চাঞ্চল্য উৎপাদন করা অনুচিত। যে শিশু বাহ্য বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে তৎপর না হয় ও ক্ষীণবুদ্ধি হয়, তাহার অপেক্ষা চঞ্চলচিত্ত ও সুচতুর বালক অধিক অধৈর্য্য ও উপদ্রবী হয়; সুতরাং তাহার সম্মুখে চিত্তাকর্ষক কোন দ্রব্য উপস্থিত করিবার প্রয়োজন নাই, বরং যাহাতে ঐ প্রকার বস্তু তাহার নিকটস্থ না হইতে পারে তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। তাহার আন্তরিক ভাব সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত ও তাহার মন এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে মুহুর্মুহুঃ ধাবিত হইতে না দিয়া কোন একটী বিষয়ে নিযুক্ত থাকিতে উৎসাহ প্রদান করা উচিত।

শিশুর জন্য যে কিছু কর্ম্ম করিতে হইবেক তাহা স্নেহের সহিত মনোযোগ পূর্ব্বক করা উচিত। যাহারা তাহাদের লালন পালন বিষয়ে অযত্ন করা যায় তাহারা হইয়া সে সর্ব্বদাই অসুখী থাকিবে, সন্দেহ নাই, এবং জীবনকাল যে বদস্বভাব তাহারা শিক্ষিত হইবে; সুতরাং যে প্রকার স্নেহযুক্ত আচরণ দ্বারা [illegible] তাহা হইতে [illegible] এক কালে [illegible] হইতে [illegible] উৎপাদন না হইলে যে [illegible] অপেক্ষা ইহা সর্ব্বদা

স্মরণ করা কর্ত্তব্য। শৈশবকালের মধ্যে যে সময়ে শিশু আপন মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে চাহে, অথচ বাক্‌শক্তির অসদ্ভাব প্রযুক্ত তাহা প্রকাশ করিতে পারে না, সেই সময়কে অতি কঠিন জ্ঞান করিতে হইবেক; কেননা তৎকালে তাহার বুদ্ধি-বৃত্তি, আন্তরিক ভাবের চাঞ্চল্য, এবং বাসনা ও প্রয়োজনের প্রবলতা জন্মে, কিন্তু ঐ সকল ব্যাপার সম্পূর্ণ ও স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা থাকে না। শিশু যত বুদ্ধিমান্ হইবে অন্যের অভিপ্রায় বুঝিতে ও আপন অভিপ্রায় অন্যকে বুঝাইতে না পারিলে তাহার মন ব্যাকুল হইতে থাকিবে। ফলতঃ, এই সময়ে মাতা শিশুর স্বভাব বুঝিয়া নিজ কর্তৃত্ব সহকারে কার্য্য করিলে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। শিশু যখন আপন মনোগত ভাব অন্যকে বুঝাইতে পারে না, তখন সে প্রায় চীৎকার করিতে থাকে। সে সময়ে তাহার অবাঞ্ছিত কোন বস্তু তাহাকে দিয়া সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করা বৃথা, এবং যাবৎ সে কাঁদিতে থাকে তাবৎ তাহাকে কোন কথা বলাও নিরর্থক। অতএব যে পর্য্যন্ত সে অন্তস্থ বিরক্তি প্রকাশ করিবে, সে পর্য্যন্ত মাতা স্থির ও মৌনভাবে থাকিলেই তাহার

সমুচিত তিরস্কার হইবেক। বিশেষতঃ, যখন শিশু অতি-
শয় চীৎকার করিতে থাকে তখন মাতা তদপেক্ষা
অধিক উচ্চ ও কঠিন স্বরে বাক্য না কহিলে আর সে
শুনিতে পাইবে না। কিন্তু যেপ্রকার ব্যবহার দ্বারা
কেবল তিরস্কার বা ব্যঙ্গোক্তি বুঝায়, সন্তানের উপ-
দ্রব কালে সেরূপ ব্যবহার করা মাতার সম্পূর্ণ অক-
র্ত্তব্য। তৎকালে চীৎকার করা যে বিফল, এবং স্বীয়
বাঞ্ছা প্রকাশ ও বাঞ্ছিত বিষয় লাভ করিবার জন্য যে
তদপেক্ষা উত্তম উপায় অবলম্বন করিতে হইবেক,
ইহা শিশুর হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া বিধেয়। এই
কার্য্য সুসিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে শিশু অনেক বার অত্যন্ত
ক্রোধ প্রকাশ করিবে বটে, কিন্তু তাহাতে কোন
অনিষ্ট হইবে না। উল্লিখিত সময়ে মাতা দৃঢ় ও
স্থির ভাবে থাকিলে সন্তান তাঁহাকে ভাল বাসিতে
কদাচ ক্ষান্ত থাকিবে না, বরং সে শারীরিক ক্লেশ
হইলে মাতার সাহায্য যেমন আবশ্যক বোধ করে,
[illegible] বিষয়েও তদ্রূপ প্রয়োজনীয় জ্ঞান করিবে।
[illegible] শিশুর সহিত উক্তমত ব্যবহার করিলে প্রথম
সে মাতার বিষণ্ণ বদন দেখিয়া যথার্থ দুঃখিত ভাবে
ক্রন্দন করিয়া শান্ত হইবেক এবং যে কারণে বিরক্ত
হইয়াছিল তাহাও ভুলিয়া যাইবে। যখন এই

কতকগুলি বাক্য শুনান ও তাহা বুঝিতে অভ্যাস করান মাতার অতীব কর্ত্তব্য। এবং উক্ত বিষয়ে বাক্য বা ইঙ্গিত দ্বারা তাহাকে এরূপ প্রশ্ন করা কর্ত্তব্য, যে সে অঙ্গ ভঙ্গি অথবা কোন শব্দ দ্বারা তাহার প্রত্যুত্তর দিতে পারে। (শৈশব কালের মধ্যে ভাষা শক্তির অসদ্ভাব প্রযুক্তই শিশুদের দৌরাত্ম্য অধিক ঘটিয়া থাকে, তন্নিমিত্তে মাতার কর্ত্তব্য যে যাহাতে শিশুদের সহিত তাঁহার আলাপ হইতে পারে এমত কোন উপায় নির্দ্দিষ্ট করেন, তাহা হইলে উক্ত অনিষ্টের অনেক নিবারণ হইবেক।)

মাতা যদি শিশুকে আজ্ঞা পালন করাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হয়েন, তবে তাহাকে তজ্জন্য সাবধান করা, বা ধমকান কিম্বা বিনীত ভাবে কথা কহা বৃথা; বরঞ্চ তাহাতে অত্যন্ত অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হয়। যেহেতুক শিশু মাতার ঐ প্রকার কার্য্য সর্ব্বদা দেখিয়া তৎপ্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ করে না, এবং ক্রমে ক্রমে তাহার এমত বিশ্বাস জন্মে যে মাতার ঐ সকল বাক্য দ্বারা যে ভাব বুঝায় তাঁহার অভিপ্রায় তাহা নহে। এই প্রকারে শিশু শৈশবে মাতার প্রতি অবাধ্যতা করিতে শিখে। অতএব প্রথমে শিশুকে

কোন কর্ম্ম করিতে নিষেধ করা যাইবেক তখন তাহাতে সেই নিষেধ মান্য হয় তাহা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এজন্য নিষেধ বাক্য অনেক বার বলিতে হইবেক, কেননা শিশু হঠাৎ বাক্যার্থ মনে ধারণ করিয়া কার্য্য করিতে পারে না। ফলতঃ, উক্ত নিষেধ বাক্য এরূপ গাম্ভীর্য্য ভাবে ও ধৈর্য্য পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে হইবেক, যে তাহাতে রাগ বা তিরস্কারের ভাব প্রকাশ না হয়। "ও দ্রব্য থাক্" "চুপ কর" "ও কর্ম্ম করিও না" "তুমি বড় দুষ্ট" এই সকল বাক্য শুনিয়া শিশু কেবল বোধ করে যে কোন অনুচিত কর্ম্ম হইয়াছে। কিন্তু তদ্দ্বারা মাতা ও সন্তান উভয়ের বিরক্তি ভিন্ন অন্য কোন সংস্কার জন্মে না, এবং কোন স্পষ্ট জ্ঞান লাভও হয় না।

মাতার কর্ত্তব্য যে শিশুর মানসিক বৃত্তি সমূহের মধ্যে কোন্ কোন্ বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল ও অনিষ্টকারী তাহা নির্ণয় করিয়া স্নেহ পূর্ব্বক যথাসাধ্য দমন করেন। তৎকালে তিনি ইহাও অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন যে শিশুর কোন্ কোন্ বৃত্তি অতিশয় দুর্ব্বল, তাহাতে যদি সেই দুর্ব্বলতা উৎকৃষ্ট বৃত্তির হয় তবে যথোচিত পরিশ্রম সহকারে তাহার চালনা দ্বারা

প্রবৃত্তি সংশোধন করিবেন। উদাহরণ। যদি শিশুর জিঘাংসা বৃত্তি প্রবল হয়, অর্থাৎ সে খেলানা দ্রব্য সকল ভাঙ্গিয়া ফেলা, মক্ষিকাদি জীব জন্তু সংহার করা, সঙ্গিগণকে গালি দেওয়া, ইত্যাদি দুষ্কর্ম্মে রত হয়; তাহা হইলে ঐ দুষ্প্রবৃত্তি নিবারণ ও দমন করিয়া যাহাতে তাহার দয়া ও সৌজন্য উদ্ভব হয় তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক। আর যদি শিশুর স্মরণ বা বাক্‌শক্তি, অথবা বস্তুর গুণানুভাবকতা ইত্যাদি নিয়মে ক্ষীণতা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ সকল শক্তির সর্ব্বদা চালনা করান কর্ত্তব্য; কেননা অভ্যাস দ্বারা উহারা বলবান্ হয় এবং সেই অভ্যাস যত দীর্ঘ কাল ব্যাপক হইবেক শিশুর ঐ সকল কার্য্য করিবার ক্ষমতাও তত সহজ ও শীঘ্র বোধ হইবেক। অতএব এ বিষয়ে মাতাকে এই একটী সংক্ষিপ্ত উপদেশ দেওয়া যাইতেছে যে শিশুর দুষ্প্রবৃত্তি দমন কর, ও সৎপ্রবৃত্তিকে উৎসাহ দাও, এবং এই উভয় কার্য্য অবস্থানুসারে স্নেহ ও শান্ত চিত্তে সমাধা কর।

ইহা স্মরণ করা আবশ্যক যে শিশুদের কুপ্রবৃত্তি সকল প্রথমে অতি লঘু থাকে, কিঞ্চিৎ যত্ন করিলেই তাহা নিবারিত হয়, এবং তাহার দোষ বদ্ধমূল

না হইলে অতি সহজ উপায় দ্বারা তাহা দূরীকৃত করা যাইতে পারে। শিশুর দোষ জন্মিলে তাহা সংশোধন করা অপেক্ষা যাহাতে সে দোষ জন্মিতে না পারে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তির সহিত আলাপ ও ব্যবহার করিলে শিশুর কুসংস্কার জন্মিবার সম্ভাবনা সেই সকল লোকের নিকট তাহাকে যাইতে দেওয়া উচিত নহে, তাহা হইলে শিশুর চরিত্র নির্ম্মল করিবার জন্য আর অধিক পরিশ্রম করিতে হইবেক না; নচেৎ একবার কুসংস্কার জন্মিলে তাহা দূরীকরণ জন্য দীর্ঘ কাল যত্ন করিতে হয়। কিন্তু শিশুর স্বভাব অত্যন্ত মন্দ হইলেও তাহাকে সর্ব্বদা বাধা বা দণ্ড দেওয়া অকর্ত্তব্য, কারণ তাহা হইলে সে শীঘ্র বুঝিতে পারিবে যে আপন অভিমত কার্য্য করিতে গেলেই বাধা পাইবে, ইহাতে সে অত্যন্ত বিরক্ত থাকে, সুতরাং তাহাকে যত নিবারণ করা যাইবেক তত সে বিদ্রোহী হইবে। এই প্রকারে অনেক বালক অবিহিত শাসন দ্বারা একবারে মন্দ হইয়া গিয়াছে। স্থির প্রকৃতির থাকা, নিয়মিত [illegible], এবং যথাযোগ্য ব্যবহার করা নীতিশিক্ষা। অতএব সন্তানের ঐ সকল সদ্গুণের সূত্রপাত শৈশবাবস্থায় করিতে হইবেক।

কিন্তু এ বিষয় পিতামাতার দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রায় সুসিদ্ধ হয়, উপদেশের বড় অপেক্ষা করে না; যথা, পিতা মাতাকে নিয়মিত সময়ে আহার বিহারাদি করিতে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে, এবং শিষ্টাচারী হইতে দেখিলে শিশু নিজে ঐ সকল কার্য্য করিতে অবশ্য শিখিবে।

যাহাতে শিশু পরিষ্কার রূপে ও ধীরে ধীরে পান ভোজন করিতে শিখে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যাবৎ সে স্বহস্তে আহার করিতে না পারিবে, তাবৎ জননী তাহাকে এমত করিয়া আহার দিবেন যেন তাহার অপরিষ্কারতা কিম্বা বিঘ্ন না জন্মে। পরে সে যখন স্বয়ং আহার করিতে সক্ষম হইবে, তখন কোন্ খাদ্যের পর কোন খাদ্য কি প্রকারে খাইতে হয় তাহা শিখাইয়া দিবেন। গ্রাস মুখে করিয়া কথা কহিতে ও নানা প্রকার খাদ্য একত্রে মিশাইতে নিষেধ করিবেন।

অনেক শিশু আহার কালে নানা প্রকার ক্রীড়া করে, অর্থাৎ হস্তপদ চালনা করে, খাদ্য সকল ছড়ায় ও পাত্রাদি উল্টিয়া ফেলে; অতএব যাহাতে ঐ সকল কু অভ্যাস না হয় তাহা করা কর্ত্তব্য।

নিকটে তাঁহার দুঃখে দুঃখী হইবেন ও তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবেন ও ভরসা দিবেন, তাঁহার নিকট নিজ দোষ ব্যক্ত করিলে আত্মগ্লানির খর্ব্বতা ও সদনুষ্ঠানের প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা জন্মে। আর কখন কখন এমনও ঘটে যে উক্তপ্রকার বন্ধুর অভাবে ও গুরুজনের তিরস্কার ও অবজ্ঞা প্রযুক্ত দোষী ব্যক্তির হৃদয় এরূপ কঠিন হইয়া যায়, যে ঐ দুষ্কর্ম্ম নিমিত্ত অনুতাপ না করিয়া বরং আরো দৃঢ়তর রূপে বিপথগামী হয়। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ। যখন জ্ঞানবান্ মনুষ্য দুষ্ক্রিয়া করিয়া, স্বজন হইতে কৃপা ভিন্ন কেবল লাঞ্ছনা পাইলে, তাহার চরিত্র সংশোধন হয় না, তখন শিশুর আন্তরিক ভাবের কোমল কলিকা যে নির্দয়তারূপ নীহার দ্বারা শুষ্ক হইয়া যাইবে তাহাতে সংশয় কি? যে শিশু যথোচিত স্নেহবারিতে প্রক্ষালিত হয় তাহার চরিত্র অতি রমণীয়। সে অপরিচিত ব্যক্তিদিগের নিকটে যাইতে লজ্জিত বা ভীত হয় না, অপরকে অভ্যর্থনা করিতে ও অন্য হইতে সমাদর পাইতে প্রস্তুত হয়; এবং সুখাকাঙ্ক্ষী হইয়া প্রত্যেক স্থান ও ব্যক্তি হইতে প্রীতি লাভ করে; সর্ব্বদা আনন্দিত থাকিতে ইচ্ছুক এবং

অতি তুচ্ছ বিষয় প্রাপ্ত হইলে পরম লাভ জ্ঞান করিয়া সুখী হয় ও সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে, অথচ এমত দয়াশীল যে অত্যন্ত আহ্লাদের সময়েও পরের সুখসাধন ও দুঃখমোচন করিতে বিস্মৃত হয় না। অত্যন্ত আমোদপ্রিয়, অথচ তদ্বিষয়ে স্বার্থপর নহে। তাহার মন সর্ব্বদা চঞ্চল ও সতর্ক থাকে, এবং তাহার সমুদায় চরিত্র, জ্ঞান ও সুখের জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়।

এক্ষণে উপরে লিখিত বিবরণের বিপরীত ভাব দৃষ্টি কর। যে শিশু কেবল ভয় প্রদর্শন দ্বারা শাসিত হইয়াছে সে সর্ব্বদা সন্দিগ্ধ চিত্তে ও সভয়ে চক্ষুরুন্মীলন করে; লোকের দৃষ্টিপথ হইতে পলাইতে ব্যগ্র হয়; আপনা হইতে কথা কহে না; তাহার বাক্য বা কার্য্য দ্বারা অন্তঃকরণের অকপট ভাব প্রকাশ পায় না, কিছুতেই সে প্রকৃত সুখ পায় না, কেননা তাহার সর্ব্বদা এই ভয় যে পাছে কোন কার্য্য করিলে বা বাক্য কহিলে তিরস্কৃত হয়, এবং যদিও কখন কোন সুখ লাভ করে তাহাও কেবল তস্কর ভাবে ও সভয়ে মনে মনে ভোগ করে; তদ্দ্বারা তাহার স্বার্থপরতা জন্মে। অপিচ সরলতা শিশুদিগের স্বাভাবিক গুণ, তাহার স্ফূর্ত্তি

জন্য আমাদের উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহারা স্বভাবতঃ দুর্ব্বল ও পরাধীন, সুতরাং অন্যোর প্রতি সহজেই বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্ত হয়; ভয় ভিন্ন তাহাদের কোন বিষয় গোপন করিবার অন্য কারণ নাই। অতএব যদি শিশুসন্তানের প্রকৃতি ও আনুষঙ্গিক দোষ অবগত হওয়া, তাহার কোন দোষের উপক্রম হইলেই তাহার কারণানুসন্ধান করা এবং তাহার চিত্তক্ষেত্রে কিরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে ও তাহাতে কি প্রকার ফল উৎপন্ন হইতেছে তাহা জানা আমাদের আবশ্যক হয়, তবে শিশু ভয়পরবশ হইয়া বিষয় গোপন, মিথ্যাচরণ ও ছল করিলে আমরা কি প্রকারে উক্ত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইব?

সন্তানকে পিতামাতার আজ্ঞানুবর্ত্তী রাখা ন্যায়ানুগত বটে, কিন্তু এ বিষয় সুসিদ্ধ হওয়া সন্তানের অপেক্ষা পিতামাতার ব্যবহারের উপর যে অধিক নির্ভর করে তাহা অনেকে বিবেচনা করেন না। উক্ত আজ্ঞানুবর্ত্তিতা প্রেম, আদর ও বিশ্বাস দ্বারা সংস্থাপিত না হইলে কোন শুভ ফল দর্শে না। শিশুদিগকে প্রায় সচরাচর এইরূপে উপদেশ দেওয়া হয় যে পিতা মাতা যাহা করেন ও

বলেন তাহা যথার্থ জানিবে, তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি করিবে, তাঁহাদিগকে সচ্চরিত্রের আদর্শ স্বরূপ দেখিবে, এবং তাঁহাদের আজ্ঞা পালনে কদাচ পরাঙ্মুখ হইবে না। কিন্তু তাহাদিগকে এরূপ না কহিয়া যাহাতে তাহাদিগের অন্তঃকরণে ঐ সকল সদ্ভাবের উদয় হয় তাহারা চেষ্টা করিলেই জ্ঞানীর কার্য্য হইবে। অর্থাৎ সকলের প্রতি দয়া ও সুশীলতা, কর্ত্তব্য কর্ম্মে দৃঢ় যত্ন, এবং সকল বিষয়ে সত্যের প্রতি ঐকান্তিক নির্ভর, এই সকল কার্য্য দ্বারা শিশুদিগের নিকট প্রেম ও সম্মান লাভ করা এবং যে সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করান বিধেয় তাহার সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত ও কার্য্য দ্বারা তাহাদিগকে [illegible] দেখান কর্ত্তব্য। যেহেতু বালকদিগের [illegible] [illegible] ন্যায় উহাদিগের আন্তরিক ভাব [illegible] অভ্যাসের বশীভূত হইতে পারে, এবং [illegible] কল সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ গোচর না হইলে তদাচরণে তাহাদের সংস্কার জন্মে না। দয়া বিতরণ করিলে শান্তি ও সুখোৎপত্তি হয়, এবং তদ্দ্বারা উপচিকীর্ষা বৃত্তি বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু কি প্রকারে সেই প্রেম বিতরণ করিতে হইবেক তাহা অন্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা অবগত হওয়া যায়। শিশু যখন

দেখিল যে তাহার জননী পরের উপকার বা কল্যাণ সাধনে উদ্দেশে কার্য্য করিতেছেন, ও সেই কার্য্য দ্বারা লোকের সুখ ও স্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধিত হই-য়াছে, এবং উক্ত কার্য্যানুষ্ঠানে তিনি অতিশয় প্রীতি পাইতেছেন, তখন শিশু পরোপকার করি-বার একটী প্রকৃত উপদেশ প্রাপ্ত হইল। যদি সে মাতার দৃষ্টান্ত অনুযায়ী কোন কর্ম্ম করিবার চেষ্টা করে তবে তাঁহাকে উৎসাহ দেওয়া উচিত, এবং ইহাতে তাহার সে উদ্যোগ বিফল হইলেও কোন ক্ষতি নাই, কেননা তাহার উপকার করিবার যে মানস হইয়াছে তাহাই প্রশংসনীয়। কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য আনয়ন, কিম্বা কোন বস্তু উপ-যুক্ত স্থানে স্থাপন, অথবা কোন সামগ্রী ভূতল হইতে উত্তোলন ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে শিশুকে নিযুক্ত করিলে তাহার উপচিকীর্ষা বৃত্তির চালনা হইবে। সে উক্ত কার্য্য আহ্লাদ পূর্ব্বক হউক বা অনিচ্ছা পূর্ব্বক হউক সম্পন্ন করিলেই তাহাকে ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু সে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক করিলে যে অধিক প্রশংসার ভাজন হইবে ইহা তাহার বোধগম্য করা উচিত।

শিশু যদি মাতাকে অতিশয় ভয় করে তবে

তাহাতে মাতার কোন ইষ্টলাভ নাই, বরং যথেষ্ট হানি আছে। সে ভয় প্রযুক্ত মাতার আজ্ঞা পালন করিবে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা তাহার যথার্থ ভদ্রতা জন্মিবে না এবং স্বতঃ কোন ন্যায়কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইবে না; বরং সুবিধা পাইলে আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিবে। তাহার মনন, আন্তরিক ভাব ও কার্য্য সর্ব্বদা লুক্কায়িত থাকিবে, সত্যতা ও ভদ্রতার স্থলে শঠতা ও প্রবঞ্চনা হইবে, এবং তাহার উপর মাতার ক্ষণিক পরাক্রম ভিন্ন যথার্থ ক্ষমতা থাকিবেক না। শিশুর ভয়ের মধ্যে কেবল কুকর্ম্ম করিবার বিষয়ে ভয় থাকা ভাল; কিন্তু তাহাও যেন দণ্ড পাইবার আশঙ্কা প্রযুক্ত না হয়। ফলতঃ, যাঁহাদিগকে সে ভাল বাসে তাঁহাদিগের মনে দুঃখ দিবার ভয়ে কুকর্ম্ম হইতে বিরত থাকিলেই উত্তম। মাতার কোপান্বিত মুখ কিম্বা রুষ্ট বাক্যের ভয় অপেক্ষা তাঁহার দুঃখিত বদন দেখিবার ভয় থাকিলে শিশুর চরিত্রের পক্ষে শুভ ফল দর্শিবেক, এবং তাহা কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার এক বিশিষ্ট হেতু হইবে। শিশুকে আজ্ঞানুবর্ত্তী করিতে হইলে মাতার প্রতি তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মান আবশ্যক.

তন্নিমিত্তে মাতার কর্ত্তব্য যে তিনি আপন আচরণ দ্বারা সত্যতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন যে তদ্দ্বারা সন্তানের সম্পূর্ণ আস্থা জন্মিতে পারে। শিশু স্বীয় কার্য্যের ফলাফল কিছুই উপলব্ধি করিতে পারে না, এবং অন্যের নিষেধবাক্যও সর্ব্বদা গ্রহণ করে না; কিন্তু যখন সে দেখে যে তাহার মাতা তাহাকে কখন বঞ্চনা করেন না, যখন যে অঙ্গীকার করেন তাহা পালন করেন এবং অনর্থক নুভয় দেখান না, তখন তাহার মনে মাতার প্রতি বিশ্বাস জন্মে, এবং সেই বিশ্বাস হেতু সে তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্ত মাতার আচরণ স্থির ও নিশ্চল হওয়া আবশ্যক, গত দিবস যেমত ব্যবহার করিয়াছেন অদ্যও সেইমত করিবেন, নতুবা শিশু একবারে বিস্ময়াপন্ন হইবে, যে কল্য যাহা দিতে অনুমতি করিয়াছিলেন অদ্য তাহা দিতে কিজন্য অস্বীকার করিলেন, কিম্বা পূর্ব্বে স্নেহযুক্ত হাস্য করিয়াছিলেন এক্ষণেই বা কেন রাগান্বিত স্বরে বাক্য কহিতেছেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

কেহ কেহ শিশুদিগকে কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত

[illegible] অতি ভয়ানক মিথ্যা কথা বলেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে বন্য কুরণার্থ কানকাটা ও ভূত ইত্যাদির ভয় দেখান। এরূপ করাতে যে বুদ্ধির জড়তা অথবা মূর্চ্ছা বায়ু কিম্বা উন্মাদ রোগ ইত্যাদি এবং কখন কখন মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিয়া থাকে তাহা অনুসন্ধান দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। এবং এই সকল অনিষ্ট ভিন্ন আর আর অনেক [illegible] দোষ জন্মে; যথা, যদি শিশু জানিতে পারে যে আহাকে মিথ্যা ও অমূলক ভয় প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা হইলে সে ক্রমে ক্রমে সাহস প্রাপ্ত হইয়া উক্তরূপ তাড়নার প্রতি আর কিঞ্চিৎ মাত্র মনোযোগ করে না; পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবাধ্য ও স্বেচ্ছাচারী হয়, তাহাকে কোন কথা বলিলে তাহা অবিশ্বাস করে; এবং সত্যকথনের [illegible]ন্যের অনাস্থা দেখিয়া সে আপনিও সেই [illegible] আচরণ করে; আর যে বালক অতিভীরু- [illegible] উক্তরূপ ভয় প্রদর্শন দ্বারা তাহার এই দশা ঘটে যে সে সর্ব্বদা এক আকুল ভয়ে মুগ্ধ থাকে; কোন অপরিচিত ব্যক্তির মুখ কিম্বা কোন নূতন বস্তু দেখিলেই তাহার আতঙ্ক হয়, ইন্দ্রিয় সকল বিভ্রান্ত ও বিশৃঙ্খল হইয়া যায়; এবং কোন বিষয়

সত্য ও কোন্ বিষয় অসত্য, কোন্‌টা কৃত্রিম ও কোন্ টা অকৃত্রিম; কোন্ কর্ম্ম ভাল ও কোন্ কর্ম্ম মন্দ, তাহা কিছুই বুঝিতে না পারাতে ভয় ও সন্দেহে তাহার সমুদায় জীবন ক্ষেপণ হয়।

শিশুদিগের প্রতি কোন প্রকার নিষ্ঠুরাচরণ করিলে তাহাদের হৃদয় এমন কঠিন হইয়া যায় যে তাহারা পরের দুঃখ উপলব্ধি করিতে পারে না। এই হেতু তাহাদিগকে শারীরিক দণ্ড দেওয়া অকর্ত্তব্য। শৈশবকালে অনুচিকীর্ষা বৃত্তি অতিশয় প্রবল থাকে, সুতরাং যে শিশু নিজে মারি খায় সে স্বার্থ সাধন জন্য অন্যকেও প্রহার করে। এমনও অনেক ব্যক্তি আছেন যে তাঁহারা সন্তানকে প্রহার করা বা শাস্তি দেওয়া অতি গর্হিত কর্ম্ম বিবেচনা করেন, অথচ তাঁহারা সর্ব্বদা তাহার যুদ্ধ বিগ্রহ করিবার প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেন। যথা, শিশু ভূমিতে পতিত হইয়া আঘাত পাইলে তাঁহারা সেই ভূমিতে পদাঘাত করিতে বলেন, ইহাতে সে স্পষ্ট উপদেশ পায় যে বৈরনির্য্যাতন করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইহা ব্যতীত মাতার এত দূর পর্য্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত যে তিনি বিরক্ত ভাবে শিশুকে যেন একটী ক্ষুদ্র চাপড়ও না মারেন, অথবা

শরীরে আঘাত না দেন, কেননা ঐরূপ অল্প আঘাত
করিতে করিতে ক্রমে তাঁহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে
হইবে; পরিশেষে প্রহার করা তাঁহার এক অভ্যাস
হইয়া উঠিবে। এক বার প্রহার অবলম্বন করিলে
আর কিছুই বাকী থাকে না; শিশুর শরীর কঠিন
হইয়া যায়, ও মানাপমান বোধ থাকে না, এবং
কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার অগ্রে ঐ কর্ম্ম ভাল কি মন্দ
তাহা বিবেচনা না করিয়া উক্ত কর্ম্ম করিলে ধরা
পড়িবার সম্ভাবনা আছে কি না, এবং ধরা পড়িলে
দণ্ডের ক্লেশ অপেক্ষা কার্য্য সাধনের সুখ অধিক
কি না তাহাই বিবেচনা করে। অন্যায় আচরণ
দেখিলে ক্রোধ করা এবং অপমানগ্রস্ত হইলে
দুঃখিত হওয়া মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম
[illegible] আত্মাদর জন্মে, তন্নিবন্ধন
[illegible] উৎকর্ষ সম্পাদন হয়, এবং নীচ ও জঘন্য
[illegible] করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যে বালকের উক্ত
[illegible] তাহাকে প্রহার করিলে তাহার
[illegible] ক্রোধের উদয় হয়; সুতরাং
[illegible] জানিবার ও তাহা ত্যাগ করিবার
[illegible] দীনতা আবশ্যক [illegible] তাহা
[illegible] না। [illegible] উক্ত বৃত্তি দুর্ব্বল হইলে মানাপ-

মানের জ্ঞান, মনোন্নতির অভিলাষ ও সদনুষ্ঠানের বাসনা একেকালে লোপাপত্তি পায়, এবং তাহার পরিবর্ত্তে কেবল অধম ইন্দ্রিয় সুখাস্বাদনে প্রবৃত্তি জন্মে। মাতা কুপিত ভাবে সন্তানকে দণ্ড দিলেই বৈরনির্য্যাতনের ভ্রান্তি প্রকাশ পাইবে, অর্থাৎ তদ্দ্বারা কেবল মাতার কোপের তৃপ্তি সাধন বুঝাইবে, সন্তানের দোষ সংশোধনের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইবেনা। মাতা যদি ক্রোধান্বিত হয়েন তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে তিনি কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব করিয়া বাক্য কহেন; তাহা হইলে বিবেচনা করিবার অবকাশ পাইবেন, সুতরাং অনুচিত কোন কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবেন না। যাঁহার উগ্র স্বভাব, উক্ত নিয়ম অবলম্বন করা তাঁহার অত্যাবশ্যক। অনেকে অগ্রে না ভাবিয়া হঠাৎ কোন অনুপযুক্ত কার্য্য করিয়া ফেলেন, কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলে তাহা কদাচ করিতে পারেন না; অতএব তাঁহাদের উচিত যে অগ্রে বিবেচনা না করিয়া কোন কর্ম্ম না করেন।

মারি খাইতে কেহ কখন সম্মত হয় না, এবং সকলেই বোধ করে যে মারি খাওয়া অপেক্ষা অধিক অপমান আর নাই। অতএব বয়োধিক

গুরুবেরা যে অপমান অসহ্য বোধ করেন, শিশু-গণকে সেই অপমান গ্রস্ত করা কি প্রকারে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে ? পাত্র বিশেষে কিছু প্রহারের স্বরূপ পরিবর্ত্ত হয় না, বরং প্রহারগ্রস্ত ব্যক্তির শারীরিক দুর্ব্বলতা থাকিলে প্রহারকর্ত্তা অধিক নিন্দা-ভাজন হয়। ইহাতে এই ফলোৎপত্তি হয় যে যে স্ত্রী নিজ সন্তানকে প্রহার করেন, বিবেচনা করিলে সন্তান অপেক্ষা তাঁহারই অধিক মান হানি হয়। শিশু যদিও এই প্রকার স্পষ্ট বুঝিতে না পারে, কিন্তু তাহার মনে ঐরূপ ভাবের উদয় হয় সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ, সে আপনাকে যেরূপ অত্যাচারগ্রস্ত বোধ করে, তাহাতে মাতার প্রতি তাহার আর ভক্তি ও বিশ্বাস কিছুই থাকিতে পারে না। যদিও এরূপ ঘটনা কিঞ্চিৎ অধিক বয়সে ঘটিবার সম্ভাবনা তথাচ শৈশবকালে তাহার সূত্রপাত হইয়া থাকে; তন্নিমিত্তে মাতার প্রথম হইতে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

কোন কোন বালক অত্যল্প বয়স হইতে নিষ্ঠুরাচরণে অনুরক্ত হয়, অর্থাৎ কীটাদিকে যন্ত্রণা দেয় এবং যে কোন দ্রব্য প্রাপ্ত হয় তাহাই নষ্ট করে, কিম্বা ভাঙ্গিয়া বা ছিঁড়িয়া ফেলে। মাতার কর্ত্তব্য

যে যাহাতে শিশুর মনে উক্ত প্রবৃত্তির বিপরীত ভাব অর্থাৎ দয়ার সঞ্চার হয়, এবং ঐ প্রবৃত্তির উত্তেজনকারী কোন বিষয় তাহার সম্মুখে উপস্থিত না হয় তাহার চেষ্টা করেন, এবং কোন নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে দেখিলেই বিরক্তি প্রকাশ করেন। শিশুর দৈহিক ও মানসিক শক্তি নির্দ্দোষে পরিচালিত হইতে পারে এমত কোন কার্য্যে তাহাকে নিযুক্ত রাখাই উৎকৃষ্ট উপায়। ইতর জন্তুর প্রতি কিপ্রকার আচরণ করা উচিত মাতা তাহা সন্তানকে দেখাইয়া দিবেন, অর্থাৎ প্রথমে তাহাকে একটী কুক্কুর, বিড়াল বা ঘোড়ার পুতুল দিয়া তাহাকে আহার দিতে এবং আদর ও পালন করিতে শিখাইবেন এবং ঐ পুতুলের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিবা মাত্র তাহা কাড়িয়া লইবেন। যখন শিশু মাতার কথা বার্ত্তা বুঝিতে পারিবে তখন তিনি তাহাকে দয়া ধর্ম্মের কোন গল্প শুনাইবেন, নিষ্ঠুরতার কোন বিবরণ তাহার কর্ণগোচর করিবেন না, কেন না নিষ্ঠুরস্বভাব বালক ঐ প্রকার গল্পে অতিশয় প্রীতিলাভ। অতএব শিশুদিগকে কদাচরণের কোন গল্প না কহিয়া কেবল সচ্চরিত্রের বৃত্তান্ত শুনান কর্ত্তব্য, যেহেতু তাহারা এরূপ কৌতূহলা-

বিচলিত হবে, যে কোন বিবরণ শ্রবণ করে আপনারা কার্য্য দ্বারা তাহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা পায়। অত্যন্ত শোক বা দুঃখের গল্প দ্বারা তাহাদের মনের চাঞ্চল্য উৎপাদন করা উচিত নহে, কেন না তাহাতে হয়ত তাহাদের অত্যন্ত মোহ হয় নয়ত ঔদাস্য জন্মে। ইহাতে কাল্পনিক বিষয়ে তাহাদের দয়াবৃত্তি অবসন্ন হইলে যথার্থ লৌকিক ব্যাপারে আর স্ফুরিত হয় না। শিশুকে যন্ত্রে ধৃত ইন্দুরাদির মৃত্যু ও কুক্কুর বিড়ালাদির জল মজ্জন দেখিতে দেওয়া অকর্ত্তব্য, কারণ ঐ সকল জীব বিনষ্ট হইবার কোন হেতু সে বুঝিতে পারে না এবং তাহাদের যাতনাও অবগত নহে। সুতরাং উক্ত ব্যাপার দেখিয়া সে কেবল আমোদিত হয় এবং তাহাদের যন্ত্রণার চিহ্নকে ক্রীড়া জ্ঞান করে।

অতএব প্রেম শিশুশিক্ষার প্রধান উপায়। যে গৃহে মাতা প্রেমভাবে সমস্ত কার্য্য করেন সে গৃহের শিশুগণও ঐ ভাবের বশীভূত হয়, এবং তাহাদের অন্তঃকরণে স্বার্থপরতা স্থান প্রাপ্ত হয় না। যদিও মানবগণের চরিত্র, বুদ্ধি, ও অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু লোকের কল্যাণ ও সুখ বর্দ্ধন